প্রথম আলো

Prothom Alo North America

30 Nobember 2023, Thursday, 7th Year, Issue 350, 40 Pages

৩০ নভেম্বর ২০২৩, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫০, পৃষ্ঠা: ৪০

সপ্তাহে ৩দিন কাজই যথেষ্ট পৃষ্ঠা ১০

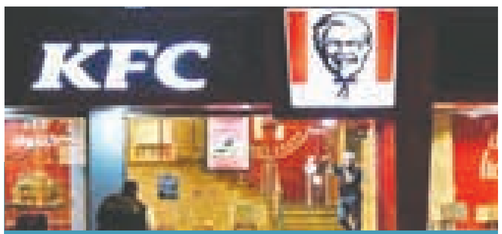

আরব বিশ্বে বয়কটের মুখে পশ্চিমা পণ্য, বিক্রিতে ব্যাপক ধ্বস পৃষ্ঠা ২৫

নিকি হ্যালি কি পারবেন ট্রাম্পকে টপকাতে?

যুক্তরাষ্ট্র: নির্বাচন ২০২৪

ট্রাম্পের বিকল্প হিসেবে সামনে চলে এসেছে নিকি হ্যালি। প্রাইমারিতে তিনি জয়ী হলে আরেকটি নজীর সৃষ্টি হবে।

রহমান মাহবুব

ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিকি হ্যালি

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকল্প হিসেবে মার্কিন রক্ষণশীলদের কাছে সামনে চলে আসছেন নিকি হ্যালি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে ভারতীয় বংশদ্ভূত নিকি হ্যালি নির্বাচিত হতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! দলের প্রাইমারিতে ট্রাম্পকে হারাতে পারলে আমেরিকার ইতিহাসে আরেকটি নজীর সৃষ্টি হতে পারে।

প্রভাবশালী অনেক রিপাবলিকান দাতাদের চোখ এখন নিকি হ্যালির দিকে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে রিপাবলিকান বাছাই পর্বে ট্রাম্পকে হারিয়ে দেয়ার জন্য তারা নিকি হ্যালির পিছনে একাট্টা হচ্ছেন। নির্বাচনে নিজের প্রার্থীতা আগেই ঘোষণা করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য রিপাবলিকান দলের কাউকেই তেমন শক্তিশালী এতদিন মনে হয়নি।

দলের প্রাইমারি নির্বাচনের আর মাত্র

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪

বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা 'মার্চ ফর প্যালেস্টাইন' কর্মসূচিতে অংশ নেন। ছবি: সংগৃহীত

সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে থাকবে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত

বিশেষ প্রতিনিধি

জাতিসংঘের হিসাব অনুসারেই, গাজার ১৮ লাখ মানুষ তাঁদের ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় সরে গেছেন। অর্থাৎ প্রতি ৫ জন বাসিন্দার মধ্যে প্রায় ৪ জনই ঘর ছেড়েছেন। এর মধ্যে অর্ধেকই শিশু। এসব মানুষ বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, তাঁবু কিংবা গাড়ির ভেতর থাকছেন। এরমধ্যেই হামাসের হামলা এবং ইসরাইলের পাল্টা হামলায় মারা গেছে ১৫ হাজারের বেশী মানুষ। ২৪ নভেম্বর থেকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে চার দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। এর মেয়াদ ২৭ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে কাতারের মধ্যস্থতায় এর মেয়াদ আরও দুই দিন বাড়ানো হয়।

ইসরাইল- ফিলিস্তিন সংঘাতের স্থায়ী সমাধান কী হতে পারে? গত ৭৫ বছরের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

এখনও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ ৪ বাংলাদেশির

ইমা এলিস

এখনও খোঁজ মেলেনি যুক্তরাষ্ট্রের মেঘনা অ্যাডভেঞ্চার থেকে নিখোঁজ ৪ বাংলাদেশির। তাদেরকে খুঁজতে যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদী তীরে তল্লাশি চালাচ্ছে দেশটির কোস্ট গার্ড। ২৭ নভেম্বর সোমবার বাংলাদেশের একটি বাল্ক জাহাজ থেকে চারজন ক্রু নিখোঁজ হয়েছেন। তারা সবাই বাংলাদেশি।

কোস্ট গার্ডের সূত্রে বলা হয়েছে, নিখোঁজদের খোঁজার জন্য একটি হেলিকপ্টার ও ছোট নৌকা অভিযানে নামানো হয়েছে। বাল্ক জাহাজটি থেকে অন্তত ১৫ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ রয়েছেন এসব ক্রু। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড বলছে, লুইজিয়ানায় বেলে চেসির কাছাকাছি একটি নদীতে নিখোঁজদের খুঁজতে অভিযান শুরু করেছে তারা।

এ বিষয়ে খবর প্রকাশ করেছে ফক্স-৮ নিউ অরলিন্স। এতে উদ্ধার অভিযানে হেলিকপ্টার ব্যবহারের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশি পতাকাবাহী

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

নির্বাচন কি গার্মেন্টসের আপদ ডেকে আনছে!

শ্রমনীতি নিয়ে শঙ্কা

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার নিয়ে সম্প্রতি জো বাইডেন যে স্মারকটি ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ তার লক্ষ্য হতে পারে।

তানভীর সিদ্দিকী

এককভাবে যা অনুগত দলগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার অংশ হিসেবে ২৬ নভেম্বর ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৮ জনের মনোনয়ন ঘোষণা করেছে। নির্বাচন জানুয়ারিতে হয়ে গেল । কেউ বিনা ভোটে হলো না। কিন্তু দেশের অবস্থা কি হবে। সবাই মনে করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আষ্টে –পৃষ্টে ধরছে। তার প্রথম অস্ত্র মার্কিন শ্রম নীতি।

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি যে স্মারকটি ঘোষণা

করেছেন, বাংলাদেশ তার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। এমন একটি চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে ওয়াশিংটন দূতাবাস থেকে কূটনীতিক (কমার্স মিনিস্টার) সেলিম রেজা এ তথ্য জানিয়েছেন। এ ছাড়া গত কয়েক দিন ধরে কথা হচে।ছ কি হবে সামনে। এক দিকে রিজার্ভ কমছে অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র এর হুমকি। সব মিলিয়ে নির্বাচন এখন গলার কাঁটা হতে চলেছে।

বাংলাদেশ বছরে ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখন এ ধরণের শঙ্কা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরণের হুমকি।

শ্রম নীতি, কি হবে বাংলাদেশের

গত মাস এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ন্যূনতম মজুরির দাবিতে গাজীপুর এবং আশুলিয়া এলাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ হয়। সেই বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে চার জন শ্রমিক নিহত এবং শতাধিক আহত হয়। শুধু তাই নয় শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তারকে এ নিয়ে হয়রানি করা হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে বাংলাদেশকে জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে বিবৃতিও দিয়েছে।

এর আগে ১৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যারা শ্রমিকদের অধিকারের বিরুদ্ধে কাজ করবেন, হুমকি দেবেন, ভয় দেখাবেন, তাদের ওপর প্রয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। শুধু তাই নয়, প্রসঙ্গক্রমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ভোট না করার ঘোষণা রওশন এরশাদের

জাতীয় পার্টিতে দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ। গতকাল বুধবার রাতে গুলশানের বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। ভোটে অংশ না নেওয়ার কারণ হিসেবে রওশন এরশাদ জানান, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব অসহযোগিতা করেছেন।

এর আগে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে গুলশানের বাসায় জাতীয় পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রওশন। বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, 'আমি দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এবারও তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছি। বর্তমান নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম। বর্তমানে নির্বাচনে

রওশন এরশাদ

অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিব সহযোগিতা না করার কারণে দলের পরীক্ষিত নেতা-কর্মীদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়নি। এমতাবস্থায় দলের ও নেতাদের অবমূল্যায়ন করার কারণে নির্বাচনে আমার অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

মনোনয়ন ফরম বিক্রি শেষ করে গত রোববার ২৮৭টি আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাপা। এ সময় রওশন ও তাঁর ছেলে সাদ এরশাদের জন্য যেকোনো সময় মনোনয়ন ফরম কেনার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

রাজনীতিতেই তাদের অন্তিম সুখ!

বিশেষ প্রতিনিধি

মনোনয়নপ্রত্যাশীদের তালিকা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রাজনীতিবিদদের বাইরে ক্রিকেটার, ব্যবসায়ী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাবেক আমলা, সাবেক পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তা, চিকিৎসক, কূটনীতিক, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ প্রায় সব পেশার ব্যক্তিরা আছেন।

গত দেড় দশকের প্রভাবশালী কিছু আমলা এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাচ্ছেন। সেই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন সাবেক পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাদেরও কেউ কেউ, আছেন ক্রিকেটার, অভিনেতাও।

সাবেক বিচারপতি অমুক, সাবেক আমলা তমুক, সাবেক পুলিশ-সেনা কর্মকর্তা, নায়ক-নায়িকার দল, গায়ক-গায়িকার বহর, ক্রিকেটার-ফুটবলার, ডাক্তার সাহেব এমনকি শিক্ষকদের কেউ কেউ শেষ বয়সে এসে নমিনেশন কেনেন এবং এমপি হতে চান। ক্যারিয়ারের শেষে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাছাই করা আদৌ দোষের কিছু নয়, নিষিদ্ধও নয় কিন্তু সময়

চিত্রনায়ক ফেরদৌস

সাকিব আল হাসান

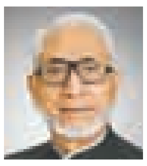

কাহার আকন্দ

আবদুল্লাহ আল মাহমুদ

হিসেবে কি এটা সঠিক সময়?

একজন মাঠের রাজনীতিবিদ রাজনীতি সম্পর্কে যা জানেন, যত ধরনের চাল খেলতে পারেন, জনগণকে যেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেন সেভাবে উল্লিখিতরা পারেন? পারার কথা নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাও না। আরও বড় সমস্যা আছে!

একজন পেশাজীবী অবসরের পর এক-দুইবার এমপি হতে পারেন! রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে ইমেজ বাড়ানোর জন্য নমিনেশন দিলেও তাদের ওপর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছে এমন নজির বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দু'একটি। যাও দু'একজন পেয়েছিল তারা সফলভাবে বিফল হয়ে পরে আর নমিনেশন পর্যন্ত পায়নি। তারা বিভিন্ন সেক্টরের উপদেষ্টা হিসেবে যতোটা পারঙ্গম মন্ত্রী হিসেবে জনগণ ও মিডিয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ততোটা দক্ষ নন। সে কারণেই ব্যক্তিগত প্রোফাইল যত ভারীই হোক তাদেরকে সংসদ সদস্য পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়! সংসদীয় রাজনীতিতে আরও কিছু সম্মানের পদ-পদবি আছে।

যদিও রাজনীতির জন্য আলাদা কোন নীতি নাই তবুও রাজনীতির মাঠকে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ, ত্যাগী রাজনীতিবিদের কাছেই রাখা উচিত!

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

মাগুরায় সাকিব আল হাসানকে অভ্যর্থনা জানান ভক্ত ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমূদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্ট দিয়ে পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

LOWEST FARES TO DHAKA

Fares from New York (JFK) to Dhaka starting as low as

$749

(including fuel & Taxes)

Umrah Stopover

$125 (each direction)

CALL ONE OF SKY BIRD TRAVEL'S PREFERRED AGENCIES BELOW!

NY-BD Travel Management Inc
(347) 301-1368

Global Tours And Travel Inc
(718) 406-9745

Bangladesh Travel
(718) 854-6278

Fair Sky Travel
(313) 369-2010

SAMIA NY INCORPORATED
(929) 507-7764

Belal Travel Service Inc
(347) 365 8934

Bangla Travel
(917) 396-4140

Probashi Travel
(732) 451- 3969

Skyland Travel
(718) 779-0011

Jesmin Travel
(646) 644-6264

Peace Travel & Tours
(347) 288-7042

Best My Flight
(470) 447-8625

Famous Travels & Tours
(347) 659-8842

Milky Travel
(347) 659-5934

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

উদ্বোধন হলো জিহানের আঁকা ম্যুরাল নিউইয়র্কের কুইন্স হাসপাতালে

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, এঁকেছেন বিশালকার একটি ম্যুরাল যেটি স্থান পেয়েছে নিউইয়র্কের কুইন্স হাসপাতালে। ১৫ নভেম্বর দুপুরে ছিলো বারো'শ পঞ্চাশ বর্গফুটের 'রুটস অফ মেডিসিন' ম্যুরালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। কুইন্স হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী নেইল জে মুর ও জিহান ওয়াজেদ যৌথভাবে ফিতা কেটে উন্মোচন করেন ম্যুরালটি। এনওয়াইসি হেলথ এন্ড হসপিটাল বিভাগের তথ্য মতে আমেরিকার পাবলিক হাসপাতালের কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় ম্যুরাল। ফিতা কাটা পর্বের আগে মেইন হসপিটাল এট্রিয়ামে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে হাসপাতালের কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুইন্স হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী নেইল মুর, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ এরিক ওয়েই, এসিসস্ট্যান্ট ভাইস চেয়ারম্যান রিক লুফটগ্লাস, কুইন্স হসপিটাল কমিউনিটি বোর্ড চেয়ারম্যান রবিন হোগানস, কুইন্স মেডিকেল নির্বাহী কমিটির পরিচালক ডাঃ মার্সি স্টেইন এলবার্ট ও শিল্পী জিহান ওয়াজেদ।

জ্যামাইকার কুইন্স হসপিটালের মূল প্রবেশপথের ডানে প্রথম ও দ্বিতীয় তলা মিলে প্রশস্ত লবির দেয়ালে বিশালাকৃতির ম্যুরালটি হাসপাতালের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। নিউইয়র্ক সিটির হেলথ অ্যান্ড হাসপাতাল বিভাগ ১৯৩০ সাল থেকে সিটির হাসপাতালগুলোতে ম্যুরাল ও চিত্র স্থাপনের জন্য 'কমিউনিটি ম্যুরাল প্রজেক্ট' গ্রহণ করেছে এবং এর আওতায় জিহানের এ ম্যুরালটি স্থাপন করা হয়েছে। সিটির হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার 'আর্টস ইন মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট' এ প্রজেক্টের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত। কুইন্স হাসপাতালে জিহানের ম্যুরালের জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে লোরি এম. টিশ ইল্যুসিনেশন ফান্ড। ম্যুরালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রতিষ্ঠানটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রিক লাফটগ্লাস ম্যুরাল সম্পর্কে বলেছেন যে, ম্যুরালটি কুইন্স হাসপাতালের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিল্পকর্মের মাধ্যমে রোগী ও পরিবারের সদস্যদের মনে প্রশান্তি আনার প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করছি।

অনুষ্ঠানে শিল্পী জিহান ওয়াজেদ বলেন, আমি এই হাসপাতাল থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে বেড়ে উঠেছি। কুইন্স হাসপাতালের দেয়ালে ম্যুরাল আঁকতে পেরে আমার ভালো লাগছে। জিহান বলেন, কৈশোরে আমার একটি আঙুল ভেঙে গেলে আমার বাবা আমাকে এই হাসপাতালের জরুরী বিভাগে এনেছিলেন। আমার আঙুল সেরে ওঠে। সেই আঙুল দিয়েই আমি আজকের এই ম্যুরাল এঁকেছি। তিনি বলেন, আমি ৮টি ফুলের বৈচিত্র্য তুলে ধরেছি ম্যুরালে। যার মধ্যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে এই হাসপাতালে আসা নানা কম্যুনিটির মানুষদের । আর গাছের লতাপাতার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি এত বৈচিত্র সত্ত্বেও আমরা পরস্পর কত ঐক্যবদ্ধ।

তিনি নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তাকে এধরনের একটি কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। সিটি হাসপাতালের আর্টস ইন মেডিসিন প্রোগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট লারিসা ট্রিন্ডার বলেন, জিহানের ম্যুরাল একটি বৃহৎ আকারের অভিজ্ঞতা যা কুইন্স হাসপাতালের ব্যস্ত লবির মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ে এসেছে বাস্তবে। ম্যুরালে জীববৈচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে যা মানুষের রোগ নিরাময়ে ভূমিকা রাখে এবং প্রশান্তি আনে রোগীর মনে। আমরা জনস্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাবের জন্য ম্যুরালগুলিকে স্বাস্থ্যসেবার একটি পরিষেবা হিসাবে বিবেচনা করি। তিনি বলেন, আজ গর্বিত বোধ করছি কুইন্স কমিউনিটির কাছে ম্যুরালটি স্থাপন করতে পেরে।

এসএটি পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য মামুন'স টিউটোরিয়ালের

উত্তর আমেরিকা অফিস

এসএটি (স্যাট) পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। নিউইয়র্কের মামুন'স টিউটোরিয়ালের কৃতি শিক্ষার্থী রেহান কাজী ও তাহরিন হোসেন অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এসএটি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে ভালো রেজাল্ট করেছে।

রেহান কাজী ১৬০০-তে ১৫৭০ পেয়েছেন। তিনি ম্যাথে ৮০০-তে ৭৯০ আর ইংরেজিতে ৮০০-এর মধ্যে পেয়েছেন ৭৮০। তাহরিন হোসেনও পেয়েছেন ১৫৭০। তিনি ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৮০০ আর ইংরেজিতে পেয়েছেন ৮০০-তে ৭৭০ নম্বর।

এছাড়া সৈয়দ আলী পেয়েছেন ১৫৪০ নম্বর। তিনি ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৭৮০ এবং ইংরেজিতে ৮০০ এর মধ্যে ৭৬০ নম্বর পেয়েছেন। শাহরিয়ার হোসেন পেয়েছেন ১৫৪০। ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৭৯০ আর ইংরেজিতে পেয়েছেন ৮০০-তে ৭৪০ নম্বর। নেমেরা বিসমা পেয়েছেন ১৫০০। ম্যাথে ৮০০ এর মধ্যে ৭৯০ আর ইংরেজিতে পেয়েছেন ৮০০-তে ৭১০ নম্বর। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও এসএটিতে ভালো নম্বর পেয়েছেন। মামুনস টিউটোরিয়ালের জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা থেকে শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নেন। মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন এ তথ্য জানান। এই রেজাল্টে শেখ আল মামুন সহ মামুন'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষকবৃন্দ খুবই আনন্দিত। ২৬ নভেম্বর রোববার মামুন'স টিউটোরিয়ালের জ্যাকসন হাইটস শাখায় কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন।

এ সময় মামুন'স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার শেখ আল মামুন বলেন, এসএটি পরীক্ষায় স্কোর ভালো হলে এবং জিপিএ ফোর থাকলে ভালো স্কলারশিপ পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক সিটি ও স্টেটে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, কর্নেল ইউনিভার্সিটি, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিসহ খ্যাতনামা সব ইউনিভার্সিটি এবং সুনি, কিউনির মতো খ্যাতনামা কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভালো বিষয়ে সুযোগ পাওয়া ও স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য এসএটির ভালো স্কোর অনেক কাজে লাগে। তিনি বলেন, দেখা গেছে যারা এসএটি পরীক্ষায় ভালো স্কোর পেয়েছে তারা এসএটি অপশনাল কলেজে আবেদন করেও ভালো স্কলারশিপ পেয়েছেন। এ কারণে ভালো কলেজে চান্স পেতে এসএটির ওপর গুরুত্ব দিতে আমরা স্টুডেন্টদের পরামর্শ দিচ্ছি।

আনন্দ উচ্ছ্বাসে চুরাশিয়ান ফান নাইট

বিশেষ প্রতিনিধি

নভেম্বরের শেষ শুক্রবার পারসনসের 'চাটওয়ালা' পার্টি হলে বসেছিলো ' চুরাশিয়ান ফান নাইট ' নামে এই আসর। নাচ, গান, আড্ডা আর খুনসুটিতে চুরাশিয়ানরা যেনো ছেলেবেলায় ফিরে গেলেন। দেখে মনেই হয়নি তারা সকলেই পঞ্চাশোর্ধ। এই আয়োজনে নিউইয়র্ক ছড়াও আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে চুরাশিযানরা যুক্ত হন।

এসএসসি '৮৪ ব্যাচ নর্থ আমেরিকা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শাম্ স চৌধুরী রুশো-র সঞ্চালনায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই ফিলিস্তিনে ইসরাইলি হামলার নিন্দা জানানো হয় এবং ইসরাইলি সামলায় নিহত সকল শিশু-নারী-পুরুষের প্রতি সম্মান ও সমবেদনা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর সকলে সমবেত কন্ঠে চুরাশিয়ান থিম সংটি পরিবেশন করেন। আনুষ্ঠানিক পরিচিত পর্বের পর গান পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী হাসান মাহমুদ, ঝুলন সেন, দিপ্তী সেন, রাব্বি সাঈদ ও তৌহিদ রেজা নূর। স্ট্যান্ডআপ কমেডি করেন সৌরভ ইমাম। কবিতা পাঠ করেন শাহ ফিরোজ। আগত সকল চুরাশিয়ানকে একটি করে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

২০২৪ সালের ২০ জুলাই টেক্সাস অনুষ্ঠিতব্য বাৎসরিক রি-ইউনিয়ন-এ সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উল্লেখ্য, এবছরের রি-ইউনিয়নটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো নায়াগ্রায়।

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

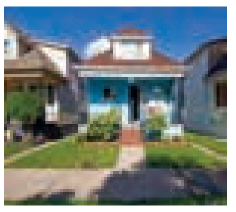

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventorv for $1488500.00

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

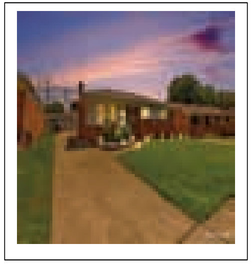

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্পতিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট -------------------মঙ্গলবার ------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------ -------শনিবার-------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)---------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

বাংলাদেশ সক্ষম বিদেশি সহযোগিতা ছাড়াই নির্বাচন করতে
মন্তব্য রাশিয়ার

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সক্ষম কোনরূপ বিদেশি সহযোগিতা ছাড়াই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়া। ২৫ নভেম্বর

শনিবার রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভারের বরাত দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এমন মন্তব্য করে ঢাকাস্থ রাশিয়ান দূতাবাস।ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, স্বাধীন, বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা ছাড়াই বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ২০২৪-এর ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে সক্ষম বাংলাদেশ। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের প্রতি এমন আত্মবিশ্বাস আছে রাশিয়ার।

পোস্টে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা। বিশেষ করে স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ব্যানারে এমন করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে দূতাবাসের পোস্টে আরও বলা হয়, অক্টোবরের শেষের দিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং বিরোধীদলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের বিষয়ে খবর উঠে পাওয়া যায়। বৈঠকে তারা দেশে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা সরকারের নেই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

'যুক্তরাষ্ট্র একটি পরাশক্তি। তাই আমরা তাদের উপেক্ষা করতে পারি না এবং করিও না। আমরা তো এ জন্য তাদের পরামর্শকে অত্যন্ত গুরত্বসহকারে গ্রহণ করি,' বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। ২৭ নভেম্বর সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

'নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমাদের উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা ছিল। তারা এখন কিছু বলছে না। আপনারা কি তাদের চুপ করে যেতে বাধ্য করলেন নাকি?' এ প্রশ্ন করা হয়েছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। জবাবে তিনি বলেন, 'কী বলেন, বাধ্য করব কীভাবে? পাগল নাকি! কোনো সুযোগ নেই। আমাদের সে ক্ষমতা নাই।'একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের নাক গলানোর জন্য রাজনীতিকেরা অনেকটা দায়ী, কিছু হলেই মিশনে গিয়ে ধরনা দেয়।'

৯০ দেশের কূটনীতিকদের সামনে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রস্তুতি

দিল্লিতে পররাষ্ট্র সচিব

ঢাকা অফিস

আগামী জাতীয় নির্বাচনে জনগণ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেবে । ২৪ নভেম্বর শুক্রবার বিকালে দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে ৯০ দেশের দূতকে এমনটিই জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

একই সময় পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূতদের সামনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ও তুলে ধরেন।

২৫ নভেম্বর শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈঠকে সচিব বলেন, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নির্বাচনকে একটি উৎসব হিসেবে দেখা হয়। যেখানে বাংলাদেশের জনগণ আনন্দঘন পরিবেশে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে পছন্দের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করেন। আর এভাবেই দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।মাসুদ বিন মোমেন বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর। এ সময় এশিয়া অঞ্চল এবং এর বাইরে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দূতদের সমর্থন কামনা করেন তিনি।বৈঠকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অব্যাহত স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় কূটনৈতিক মিশন খোলার বিষয়ে নিজ নিজ সরকারকে অনুরোধ করার জন্য রাষ্ট্রদূতদের অনুরোধ করেন পররাষ্ট্র সচিব।সেই সঙ্গে তাদের এই প্রক্রিয়া সহজতর করতে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা ও সহায়তার আশ্বাসও দেন তিনি।

ডিসেম্বরে ১১০ কোটি ঋণ পেতে পারে বাংলাদেশ

আইএমএফ-এডিবি

ঢাকা ডেস্ক

আগামী ডিসেম্বরেই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে ১১০ কোটি টাকা ঋণ পাওয়ার আশা করছে বাংলাদেশ। ২৪ নভেম্বর শুক্রবার আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে এ আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক।

মেজবাউল হক বলেন, 'আমরা আশা করছি আগামী ডিসেম্বরে আইএমএফ ও এডিবি থেকে ঋণ পাব।'

তবে এই ঋণের ব্যাপারে আইএমএফ এবং এডিবি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে কোন সাড়া পায়নি বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরোও জানান, গত জানুয়ারিতে আইএমএফের সঙ্গে ৪৭০ কোটি টাকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেটির অংশ হিসেবে আইএমএফ থেকে ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার এবং আইডিবি থেকে ৪০ কোটি ডলার ঋণ পাওয়ার আশা করছে বাংলাদেশ। এ ছাড়া গত অক্টোবরে বাংলাদেশ ও আইএমএফের কর্মকর্তারা আরও তহবিল ছাড়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটা অনুযায়ী, গত বছর বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এক চতুর্থাংশে নেমে আসে। নভেম্বরে রিজার্ভ দাঁড়ায় ২ হাজার ৫১৬ কোটি ডলারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ প্রথমে আইএমএফের পরবর্তী ঋণ ছাড়ের খবর প্রকাশ করে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন বলছে, ৪১ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল দেশের একটি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি করা জ্বালানির মূল্য পরিশোধ করতে বাংলাদেশকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

এদিকে ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দেড় বছরের বেশি সময় ধরে অস্থিরতার পর ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতার আভাস দেখতে পাওয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আমদানি ও স্বল্প মেয়াদি বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায় কমে আসার কারণে সামনের দিনগুলোতে চাপ আরও কমবে বলেও মূল্যায়ন করেছে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

ডলার সংকটে ২১ ব্যাংক

ঢাকা ডেস্ক

দেশের ডলার-সংকটের উন্নতি হলেও ২১ ব্যাংক এখনো সংকটে। পাশাপাশি ৩৫ ব্যাংকের প্রয়োজনীয় ডলার রয়েছে। তাদের কোনো সংকট নেই। আমদানি বিল কমায় ডলারের উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, বিদেশি ঋণ ও বিনিয়োগের কারণে ডলার এসেছে। ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. মেজবাউল হক।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের বেশিরভাগ ব্যাংকের কাছেই প্রয়োজনের বেশি ডলার আছে। সংকটেও রয়েছে কিছু ব্যাংক। এসব ব্যাংক গ্রাহক চাহিদা অনুযায়ী ঋণপত্র খুলতে পারছেন না। তারা বাধ্য হয়ে অন্য ব্যাংকের শরণাপন্ন হচ্ছে। এ কারণেই কখনও কখনও অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে ডলার বাজারে।

রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রির প্রসঙ্গে মুখপাত্র জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে সরকার তার প্রয়োজনে ডলার নেয়। প্রয়োজন হলে দেশের স্বার্থে সেটা দিতেই হবে। বন্ধ করার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, দেশের ডলার খরচের মূল খাত হলো 'আমদানি মূল্য পরিশোধ করা এবং সেবামূল্য পরিশোধ।' এ দুই জায়গাতেই চাহিদা কমাতে সক্ষম হয়েছি। এরই মধ্যে ডলার পরিশোধের পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাসিক ডলার পরিশোধ নেমে ৪৯ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। বেশ কিছু পণ্য আমদানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। এখন দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্রও খোলা কমেছে। ব্যবসায়ীরা এখন যেসব ঋণপত্র খুলছেন তার বেশির ভাগই অ্যাট সাইট এলসি বা তাৎক্ষণিক। তাই বলাই যায়, অল্পসময়ের মধ্যেই ডলার সংকট নিরসনের পাশাপাশি দেশের মূল্যস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

এর আগে ১৯ অক্টোবর আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে মেজবাউল হক জানিয়েছিলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৬ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইমরান ছুটিতে গেলেন?

বিশেষ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ ইমরান

ছুটিতে গেছেন ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান? ২২ নভেম্বর বুধবার থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করছেন। দেশের নির্বাচন এবং বাংলাদেশ আমেরিকার সম্পর্কের চলমান এ উঠানামার সময়ে রাষ্ট্রদূত ইমরানের এমন হুট করে দেশে যাওয়া নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করেছে।

এ নিয়ে ঢাকার একটি পত্রিকা প্রথম অনলাইনে সংবাদ পরিবেশন করে গত শনিবার সন্ধ্যায়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষেই রাষ্ট্রদূত ছুটিতে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থান কোথায়? সে বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি হননি। দায়িত্বশীল একটি সূত্র দাবি করেছে, রাষ্ট্রদূত প্রায় এক মাসের ছুটিতে গেছেন এবং দেশের পথে রয়েছেন।

এ নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পক্ষ থেকে ওয়াশিংটন ও ঢাকায় কূটনৈতিক মহলে যোগাযোগ করা হয়। রাষ্ট্রদূতের এ ছুটিতে যাওয়া নিয়ে রহস্যের কিছু নেই বলে দায়িত্বশীল লোকজন বলছেন। যদিও নানা পর্যায়ে এ নিয়ে রাখঢাক করাটাও রহস্যের জন্ম দিয়েছে।

ঢাকার মানবজমিন অনলাইনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, " রাষ্ট্রদূত ছুটিতে যাওয়ার দিন অর্থাৎ ২২শে নভেম্বর ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস নোট ভারবাল পাঠিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে বিষয়টি অবহিত করেছে। দূতাবাসের নোটে জানানো হয়, ২২শে নভেম্বর মধ্যাহ্ন থেকে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকবেন। রাষ্ট্রদূতের অনুপস্থিতিতে দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার মাহাদী হাসান চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রদূতের ছুটি কবে শেষ হবে অর্থাৎ তিনি পুনরায় কবে কর্মস্থলে ফিরবেন? সেই দিনক্ষণ উল্লেখ না করে নোটে বলা হয়, রাষ্ট্রদূতের ফেরার বিষয়টি পরবর্তীতে (স্টেট ডিপার্টমেন্টকে) জানানো হবে।

উল্লেখ্য, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে এলিট ফোর্স র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা, বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র এবং নজিরবিহীন ভিসা নীতি কার্যকর করা, অত্যাসন্ন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ করতে শর্তহীন সংলাপের আহ্বানসহ নানা ইস্যুতে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপড়েন যখন চরমে ঠিক সেই সময়ে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ছুটিতে গেলেন! স্মরণ করা যায়, ২০২১ সালে ডিসেম্বরে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির কয়েক মাসের মধ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মো. শহীদুল ইসলামকে ফিরিয়ে আনে সরকার। মেয়াদপূর্তির আগে মিস্টার ইসলামের চাকরির চুক্তি বাতিল করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত বছরের জুলাইতে নয়াদিল্লিতে থাকা বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পান। চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করা পেশাদার ওই কূটনীতিক বর্তমানে সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে কাজ করছেন। নয়াদিল্লিতে থাকা অবস্থায় তার চাকরির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়। পেশাগত জীবনে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার, জেদ্দা, অটোয়া, বন ও বার্লিনের বাংলাদেশ মিশন এবং হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি জনসমাজের রাজনীতিমনস্ক লোকজন রাষ্ট্রদূত ইমরানের সংবাদ নিয়ে মিশ্র সংলাপে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেউ বলছেন, মোহাম্মদ ইমরান একজন পেশাদার কূটনীতিবিদ। চাকুরীর স্বাভাবিক ছুটি কাটানো ও

এবার শুধু কন্ঠ শুনেই ডায়বেটিস সম্পর্কে জানাবে এআই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রতিনিয়ত বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) -এর ব্যবহার। পৃথিবীর বিভিন্ন পেশাদার ক্ষেত্রগুলির পাশাপাশি এবার শরীরে রোগ নির্ণয়ও করবে এই প্রযুক্তি।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা জানাচ্ছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টাইপ ২ ডায়াবেটিস শনাক্ত করতে পারে। কণ্ঠ শুনেই এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) মাত্র ১০ সেকেন্ডে যেকোন ব্যক্তির শরীরে ডায়াবেটিস বাসা বেঁধেছে কি না তা নির্ণয় করা সম্ভব।

সম্প্রতি আমেরিকান স্বাস্থ্য সংস্থা মায়ো ক্লিনিক এ গবেষণাটি করেছে। গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাদের ডায়াবেটিস হয়েছে এবং যাদের ডায়াবেটিস হয়নি, তাদের কণ্ঠ শুনে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে। এমনকি মোবাইলে ধারণ করা কণ্ঠ শুনে কোন ব্যক্তির টাইপ-২ ডায়াবেটিস আছে তা বের করতে পারে।

একদল গবেষক ভারতে মায়ো ক্লিনিকের পৃষ্ঠপোষকতায় ২৬৭ জনের ওপর গবেষণাটি করেছেন। ২০২১ সালের

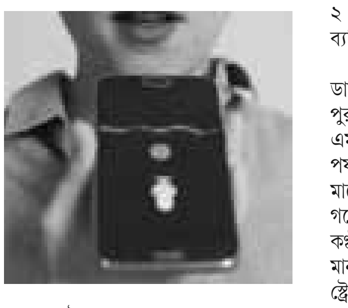

৩০ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

এ গবেষণায় স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একটি নির্দিষ্ট বাক্য দিনে সর্বোচ্চ ছয়বার করে দুই সপ্তাহ ধরে রেকর্ড করেছেন। মোট ১৮ হাজার ৪৬৪টি রেকর্ডিং ধারণ করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রতিটি রেকর্ডিং থেকে ১৪টি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে বের করে তা বিশ্লেষণ করে। সেই বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনটি টাইপ-২ ডায়াবেটিস আছে বা নেই এমন ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারে।

ফলাফল হিসেবে এআইটি সফলভাবে ডায়াবেটিস ও নন-ডায়াবেটিস নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে। এমনকি তাদের বয়স ও 'বডি ম্যাস' পর্যবেক্ষণ করে সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করছে। মায়োক্লিনিকের 'ডিজিটাল হেলথ'-এ গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে কণ্ঠ বিশ্লেষণ পারকিনসনস, আলঝেইমারস, মানসিক অসুস্থতা, বিষণ্নতা, পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার ও হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগ শনাক্তে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া এটি সংকুচিত রক্তনালি বা ক্লান্তির লক্ষণ শনাক্ত করতে পারে, যা রোগীর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

এআই টুলটিও তাড়াতাড়ি ডায়াবেটিস রোগী শনাক্তে সাহায্য করতে পারবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিক ফেডারেশনের তথ্য বলছে বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৪ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিজের অজান্তেই ডায়াবেটিস বয়ে বেড়াচ্ছেন, যার প্রায় ৯০ শতাংশ টাইপ-২ ডায়াবেটিস।

ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান প্রশ্নের মুখে

সুব্রত বিশ্বাস

আমেরিকার বিপরীতে বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি অনেক বছর ধরেই সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা মাথা ব্যাথার অন্যতম প্রধান কারণ। এই অবস্থায় যেভাবেই হোক চীনকে ঠেকানোই আমেরিকার লক্ষ্য। কিন্তু চলতি শতাব্দীর গোড়া থেকে মার্কিন অর্থনীতির আধিপত্য এবং সামরিক দাপট ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকায় এককভাবে চীনকে সামাল দেওয়া আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব ও ঝুঁকিবহুল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পশ্চিমী অর্থনৈতিক জোটসঙ্গী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং সামরিক জোট্ সঙ্গী ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিও হাজারো সঙ্কটে জর্জরিত।

এই অবস্থায় আগের মতো শক্তি ও ভরসা নিয়ে আমেরিকার পাশে দাঁড়ানোরও তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে রুশ জুজুর আতঙ্ক বাড়ছে গোটা ইউরোপ জুড়ে। তাই ইউরোপের যত বেশি সংখ্যক দেশকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর সদস্য করে সবদিক থেকে ঘিরে ফেলে রাশিয়াকে কোণঠাসা করতে তারা মরিয়া। পশ্চিম ইউরোপের চাপে আমেরিকাকে বাধ্য হতে হয় বিপুল ঝুঁকি নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিক সংঘাতে নামতে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আসল রহস্য লুকিয়ে আছে এই জায়গাতেই।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ যে আসলে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমী দুনিয়ার আধিপত্য রক্ষার লড়াই তা ইতিমধ্যেই পরিস্কার হয়ে গেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অর্থ, অস্ত্র সহ সমস্ত রকমের সাহায্য আসছে আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে। ইউক্রেন কার্যত মার্কিন ও ইউরোপিয়ান জোটের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভাড়া খাটছে।

আমেরিকা ভেবেছিল সার্বিক অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে রাশিয়ার অর্থনীতি বিপর্যস্ত করে যুদ্ধে পরাস্ত করতে। এটাও ভেবেছিল আর্থিক সঙ্কটে বিপর্যস্ত হয়ে রাশিয়া আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। চীন, গণতান্ত্রিক কোরিয়া, ইরান সহ বেশ কিছু দেশ রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে। ফলে অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

অন্যদিকে তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করে চীনের বিরুদ্ধে এশিয়ায় ন্যাটো-ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো নতুন অর্থনৈতিক ও সামরিক জোট গড়ে তুলতে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যে ভারত রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে মার্কিন চাপ সত্বেও 'নিরপেক্ষ' অবস্থা নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করছে সেই ভারতই আবার চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে চার দেশের জ্টো কোয়াডকে অর্থনৈতিক জোট থেকে সামরিক ও স্ট্র্যাটেজিক জোটে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ যত প্রলম্বিত হচ্ছে ততই আমেরিকার চীনাতঙ্ক বাড়ছে। মার্কিন উদ্বেগ আরও বেড়েছে গণতান্ত্রিক কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সম্প্রতি রুশ সফরের ফলে। তিন পরমাণু শক্তিধর দেশ চীন, রাশিয়া, গণতান্ত্রিক কোরিয়া একদিকে। ভারতের সঙ্গে শত্রæতা এবং চীনের সঙ্গে শত্রæতা এবং চীনের সঙ্গে মিত্রতার সুবাধে আর এক পরমাণু শক্তিধর দেশ নিঃসন্দেহে চীন-রাশিয়ার সঙ্গেই থাকবে। এই অবস্থায় এক চীন নীতি অনুযায়ী তাইওয়ানকে চীনের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে আমেরিকা যদি তাইওয়ানের হয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তাহলে আমেরিকার পাশে কারা থাকবে সেটা নিয়ে আমেরিকা নীতিমতো দুঃশ্চিন্তায়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শক্তি ভারতে অবস্থান স্পষ্ট হওয়া জরুরি।

বস্তুত ভারত যদি চীনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আমেরিকার সঙ্গী না হয়ে যদি রাশিয়া ইউক্রেনের মতো ধরি মাছ না ছুঁই পানির অবস্থান নেয় তাহলে চীনের সঙ্গে লড়াই আমেরিকার পক্ষে কঠিন হয়ে যাবে। ইউক্রেন প্রশ্নে ইউরোপ যতটা সক্রিয় চীন-তাইওয়ান প্রশ্নে ততটা সক্রিয় নাও হতে পারে। তাছাড়া এক সঙ্গে দু'টো ফ্রন্টে সামরিক সংঘাত চালানোর সামর্থ ইউরোপ-আমেরিকার আছে কিনা সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। এই অবস্থায় তাউওয়ান প্রশ্নে আমেরিকা ভারতের স্পষ্ট অবস্থান জানতে চায়। সেটা জেনে চীনের বিরুদ্ধে , কতদূর পর্যন্ত যাবে সেটা আমেরিকা ঠিক করবে। এখন দেখা যাক 'বিশ্বগুরু' আমেরিকা কী বার্তা দেন।

গ্রীস প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঋষি সুনাকের বৈঠক বাতিল

ভাস্কর্য ফেরত চাওয়া

নিউজ ডেস্ক

ঋষি সুনাক

পার্থেনন ভাস্কর্য ফিরিয়ে নেওয়া সংক্রান্ত কূটনৈতিক বিতর্কের মাঝে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিৎসোটাকিসের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আড়াই হাজার বছরের পুরানো ভাস্কর্যগুলো স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে দিতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে তাগাদা দিয়ে আসছিল গ্রিস কর্তৃপক্ষ। অটোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূত থাকাকালে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ কূটনীতিক লর্ড এলগিন পার্থেনন মন্দির থেকে ভাস্কর্যের অংশগুলো নিয়ে আসেন।

মিৎসোটাকিস এক বিবৃতিতে বলেছেন, পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের কয়েক ঘণ্টা আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাতিল করেছেন। এতে আমি বিরক্ত।

তিনি বলেন, পার্থেনন ভাস্কর্য ইস্যুতে গ্রিসের অবস্থান সবার জানা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পাব বলে আশা করেছিলাম। যার নিজের অবস্থানের সঠিক ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করে তারা কখনওই যুক্তির মুখোমুখি হতে ভয় পায় না।

ভাস্কর্যগুলো দুই শতক ধরে দেশ দু'টির মধ্যে বিরোধের উৎস। তবে গ্রিক সরকার এ শিল্পকর্ম সম্ভাব্য ধার নেওয়ার বিষয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রধান জর্জ ওসবোর্নের সঙ্গে আলোচনা করছে।

এর আগে রবিবার বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে মিৎসোটাকিস অভিযোগ করেন, এথেন্সে ভাস্কর্যগুলোর ফেরত নেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনার গতি যথেষ্ট নয়। তার মতে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভাস্কর্যগুলোর অব্যাহত উপস্থিতি 'মোনালিসাকে অর্ধেক কেটে ফেলার মতো' এবং এটি মালিকানার প্রশ্ন নয় বরং 'পুনর্মিলন'।

এদিকে বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায়, ভাস্কর্য নিয়ে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রীর আগাম মন্তব্যে বিরক্ত হয়েছেন ঋষি সুনাক। তাই বৈঠক বাতিল করেছেন তিনি। এর বদলে উপপ্রধানমন্ত্রী অলিভার ডাউডেনের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দিলে প্রত্যাখ্যান করেন মিৎসোটাকিস।

ঋষি সুনাকের এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, ভাস্কর্যগুলো ফেরত দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

মিৎসোটাকিসের বিবৃতি সম্পর্কে সুনাকের কার্যালয় বলছে, গ্রিসের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' এবং অবৈধ অভিবাসন মোকাবেলার মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোতে দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাই ভাস্কর্য প্রসঙ্গ এড়িয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন সুনাক।

ব্রিটিশ সরকার সবসময়ই মার্বেল মূর্তিগুলোর মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। বরং বলে থাকে যে ১৬০ মিটার মূর্তির অর্ধেক অংশটি আইনগতভাবে তারা অর্জন করেছে। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে কোনও সংগ্রহ অপসারণে বাধা দেয় ব্রিটিশ আইন। তবে এতে ধার দেওয়া নিষিদ্ধ নয়।

সম্পাদকীয়

কোথাও উৎসব, কোথাও তালা, উপেক্ষিত জনগন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে সাম্প্রতিক ধারাবাহিক অবরোধ কর্মসূচির এখন ঢিলেঢালা ভাব। গ্রেফতার এড়াতে আড়ালে থাকলে থাকছেন বিএনপির নেতারা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর অবস্থানের কারণে ঝটিকা মিছিল ও পিকেটিং করেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়াতে পারছেন না বেশিক্ষণ।

এ অবস্থায় আন্দোলনও হয়ে পড়েছে অনেকটা নিরুত্তাপ। আপাতত নভেম্বর পর্যন্ত এভাবে আন্দোলন চালিয়ে ডিসেম্বর থেকে ‘অলআউট মুভমেন্টে’ যাওয়ার টার্গেট রয়েছে। তাই এখনই সব শক্তি ক্ষয় না করে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকতে চাইছে বিএনপি। এছাড়া প্রতিদিনই একাধিক স্থানে শান্তি সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ঢাকায় গত ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশের আগে বিএনপির তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে যে উচ্চাশা ও উচ্ছ্বাস ছিল, দৃশ্যত তাতে এখন ভাটা পড়েছে। বিএনপির ফেইসবুক পেইজের ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারের সংখ্যাও কমে গেছে। মাঠের চিত্রেও দেখা গেছে হরতাল ও অবরোধের টানা কর্মসূচিতেও মিছিল চোখে পড়ে কদাচিৎ; রাজধানী ঢাকাতে জড়ো হওয়ার চেষ্টার দেখা মেলে না একেবারেই।

যদিও গত এক বছর ধরে নেতারা বলে আসছিলেন, তাদের ‘চূড়ান্ত আন্দোলনে’ লক্ষ্য থাকবে ঢাকা। তবে সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের পরদিন গত ২৯ অক্টোবর থেকে টানা কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর দলটির কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশ কারাগারে, বাকিরা আত্মগোপনে। নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় তালাবন্ধ। এর মধ্যেই ঘোষণা হয়ে গেছে নির্বাচনী তফসিল, ভোটের দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আওয়ামী লীগও ‘নির্বাচনী ট্রেন’ ছেড়ে দিয়ে তাতে উঠতে আহ্বান জানিয়েছে বিএনপিকে। এর প্রতিবাদে সরকার পতনের ‘এক দফা’ দাবিতে থাকা বিএনপি ও সমমনারা আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েই চলেছে। অবরোধ শেষ হতে না হতেই আবারও ৪৮ ঘণ্টার অবরোধের ডাক আসছে। তবে টানা এসব কর্মসূচির প্রভাব জনজীবনে থাকলেও তা সরকারকে চাপে ফেলতে পারছে এমন নয়। কারণ, অফিস-আদালত সবই চলছে স্বাভাবিকভাবে। দূরের পথে যাত্রীবাহী বাস চলাচলে ব্যাঘাত হলেও পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকতেই দেখা গেছে।

এবার ব্যবসায়ীদের থেকেও রাজনৈতিক সমঝোতার ডাক সেভাবে আসছে না। আগের বছরগুলোর মতো কূটনীতি পাড়ার তৎপরতাও খুব একটা দৃশ্যমান নেই। এ অবস্থায় বিএনপির তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে হতাশার বিষয়টি স্পষ্ট বলেই মানছেন দলটিরই অনেকে।এভাবে আত্মগোপনে থেকে রাজনীতি বিএনপিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা ভাবতে হবে। তৃণমূলে হতাশা এবং নির্বাচন বর্জন নিয়ে নেতাদের মধ্যে ভিন্ন চিন্তা; বিএনপি তবে কী করবে? একতরফা নির্বাচন রাজনৈতিক যে সংকট তৈরি হয়েছে এটাকে রাজপথেই মোকাবিলা করতে হবে বিএনপি এই নীতিতেই এগুচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে ৫০ জনের মতো পুলিশ সদস্য ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, মনোনয়ন প্রত্যাশীরা তাদের সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়ন কিনতে হাজির হচ্ছেন। আর একই সময় বিএনপির নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেও গত তিন সপ্তাহের মতো এদিনও দায়িত্বরত পুলিশকে দেখা যায়। সেখানে অবশ্য পুলিশ ছাড়া আর কারো উপস্থিতি চোখে পড়েনি।

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম বিক্রি ও জমা নেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে শেষ সময়ের হিসাব কষছেন আওয়ামী লীগের নেতারা। এরই মধ্যে টানা দুদিনের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় বেশির ভাগ আসনের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করেছে দলটি। কৌশলগত কারণে এখন পর্যন্ত সে তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ৩০০ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে আওয়ামী লীগ। তবে তার আগে এদিন গণভবনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করবেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরুর পর থেকেই মনোনয়নপ্রত্যাশীরা ঢাকায়ই অবস্থান করছেন। তাদের অনেকেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর এলাকায় যাবেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীরা এখন ভিড় করছেন কেন্দ্রীয় নেতাদের বাসা ও কার্যালয়ে। বিশেষ করে মনোনয়ন বোর্ডে আছেন এমন নেতাদের কাছে ভিড় করছেন তারা।

জোট-মহাজোটের জটিল সমীকরণে অনেকের মনোনয়ন ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জরিপে যাদের বিষয়ে নেতিবাচক তথ্য এসেছে, তারা বর্তমানে এমপি বা মন্ত্রী হলেও আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে না তাদের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল ১০টায় এখানে আসেন। তাঁর নেতৃত্বেই দলীয় কার্যালয়ে চলছিল প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার কাজ। সেখানে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের প্রবেশাধিকার নেই। মনোনয়ন পাবেন কি পাবেন না, এই আশা-নিরাশার দোলাচলে পথে অপেক্ষা করেন নেতা–কর্মীরা।

আশপাশের সড়কে কড়া নিরাপত্তা। প্রধানমন্ত্রীর দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশের পর দলীয় প্রার্থী, সমর্থক নেতা–কর্মী ও গণমাধ্যমের কর্মীদের কার্যালয়ের কাছাকাছি এসেনসিয়াল ড্রাগসের কার্যালয় পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়। সেখানে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বা ফুটপাতে বসে, চায়ের টংদোকানের সামনে নির্বাচন নিয়েই নানা কথাবার্তায় মগ্ন ছিলেন তাঁরা। তবে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

বাংলাদেশে জনপথ বলে কিছু নেই, আমাদের সবই রাজপথ। একদল ককটেল, পেট্রল ও ঢিল নিয়ে রাজপথের রাজা হয়, আরেক দল হাতি-ঘোড়া-গাড়ি-মোটর নিয়ে শোভাযাত্রা করে রাজপথকে রাজকীয় কাজে ব্যবহার করে। দুই দলের শক্তি প্রদর্শনের চাপে জনতা আর পথ পাচ্ছে না।

নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নয়

জাহীদ রেজা নূর

আমাদের দেশে নির্বাচনী মাঠে প্রতিপক্ষকে দমননিপীড়ন করার ঐতিহ্য আজকের নয়। আইয়ুব খানের আমল থেকে ধরলে দেখা যায়, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় বিরোধীপক্ষের কর্মীদের তুমুলভাবে দমননিপীড়ন করা হয়েছিল। তাতে ভোটের মাঠে নিজেদের কর্তৃত্ব রাখার পথ সুগম হয়েছিল।

আইয়ুব খানের বিচিত্র সৃষ্টি মৌলিক গণতন্ত্রীরাই তৎকালীন দুই পাকিস্তানে ভোট দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় আইয়ুব খানের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। এতে ভীষণ রকম খেপে গিয়েছিলেন আইয়ুবশাহি। করাচির বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি চালানো হয়েছিল স্বয়ং আইয়ুব খানের ছেলে গওহর আইয়ুবের নেতৃত্বে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার জনকও বোধ হয় আইয়ুব খান। খুবই অবাক করা বিষয় হলো, এই নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহর হয়ে ন্যাপের পক্ষ থেকে মাওলানা ভাসানীর প্রচারণা চালানোর কথা ছিল উত্তরবঙ্গে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালানো হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রামে। কেন আওয়ামী লীগকে পূর্ববঙ্গের দুটো বিভাগে প্রচারণা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এ নিয়ে ভাসানী সাহেবের দলের আপত্তি ছিল। তাই তিনি একবারের জন্যও উত্তরবঙ্গে গিয়ে মিস ফাতেমা জিন্নাহর হয়ে ভোট চাননি। এতে আইয়ুব খানের সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর কোনো আঁতাত হয়েছিল কি না, তা নিয়ে একধরনের জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় যদি সম্মিলিত বিরোধী দলের ঐক্য বজায় থাকত, তাহলে আইয়ুব খানের প্রতি অনাস্থার বিষয়টি সহজেই প্রমাণিত হতে পারত বলে অনেকে মনে করেন। আইয়ুব খানের তৈরি মৌলিক গণতন্ত্রীদের অনেকেই তখন ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দিয়েছিলেন।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে জনগণের ভোট দেওয়ার পথ সুগম হয়। এবার আর মৌলিক গণতন্ত্রীরা ভোট দেননি; বরং সাধারণ জনগণ তার নিজের ভোট প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। ইদানীং কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন যে সেই নির্বাচনেও কারচুপি হয়েছিল। এই হঠাৎ ‘হয়ে ওঠা’ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচন-পরবর্তীকালে নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, এ রকম অভিযোগ কোনো পক্ষ থেকেই করা হয়নি। নির্বাচনের ফলাফল এ রকম হওয়ার একটা বড় কারণ ছিল এই, জাতি তত দিনে ঠিক করে ফেলেছিল, কে হবে তাদের মূল নেতা। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে ভাসানী ন্যাপ যে দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়েছে, সেখানেও ভাসানী-ইয়াহিয়ার মধ্যে কোনো সমঝোতা হয়েছিল কি না, সে প্রশ্ন উঠেছিল। আওয়ামী লীগ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে ভাসানী ন্যাপের জনপ্রিয়তা ছিল। কেন তারা নির্বাচনে অংশ নিল না, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হওয়া দরকার।

১৯৭৩ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কারচুপির বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল বলে লেখালেখি হয়েছে। জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন বিরোধী দলকে এক শর মতো আসন ছেড়ে দিতে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল সংসদে বিরোধীদের প্রায় ঠাঁই নেই বললেই চলে। সে সময় গণতন্ত্র পোক্ত করার একটি সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে।কিন্তু সে সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের অব্যবস্থা, সরকারের পিঠে ছুরি মারার ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মিশেলে যে নির্বাচন হয়েছে, তা খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে হয়েছে, সেটা বলা যাবে না। গণতন্ত্র তাতে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় ছিলেন ৮২ দিন। এই সময়কালে তিনি দেশের পাকিস্তানীকরণের ক্ষেত্রে যে দুটি বড় কাজ করেছিলেন, তার একটি হলো জেল হত্যা এবং অপরটি হলো ১৫ আগস্টের খুনিদের বিচার করা যাবে না—এই মর্মে একটি ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তির অধ্যাদেশ জারি করা।

এরপর বেশ কিছু ঘটনার মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল হতে হতে একসময় জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি শেখ মুজিবের মতো তাঁর চারপাশে কোনো ফাঁকফোকর রাখেননি। তিনি সে সময় ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, ছিলেন সেনাপ্রধান, ছিলেন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ; অর্থাৎ মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ পথ দখল করে রাখলেন তিনি।

১৯৭৭ সালের মে মাসে তিনি আন্তর্জাতিক অনুমোদনের জন্য একটি গণভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই গণভোটে তিনি পেয়েছিলেন শতকরা ৯৮.৯ ভাগ ভোট। এটা যে স্বয়ং জিয়াউর রহমানের জন্য বিব্রতকর ছিল সে কথা বলার অপেক্ষায় রাখে না। কর্মকর্তাদের বলা হয়েছিল ভোটদাতার সংখ্যা যেন মোট ভোটদাতার শতকরা ৭০ ভাগের বেশি না হয়। কিন্তু অতি উৎসাহী কর্মকর্তারা নিজেদের উৎসাহ এবং দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য ভেলকি দেখিয়েছিলেন। শতকরা ৮৮.৫ ভাগ ভোট পড়েছিল এই সুপরিকল্পিত নির্বাচনে।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওসমানীকে দেওয়া হয় ২১.৭ ভাগ ভোট আর জিয়াউর রহমানের ভাগে পড়ে ৭৬.৭ ভাগ ভোট। কারচুপি হয়েছিল কি না, সে কথা না বলে আমরা বরং বলতে পারি ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছিল বিকেল ৫টায়, আর কেরানীগঞ্জের একটি ভোটকেন্দ্রের ফলাফল বেতারে প্রচারিত হয়েছিল সাড়ে ৫টার আগেই।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, তিনি যে গণভোটের আয়োজন করেছিলেন, তার সঙ্গে আইয়ুব খানের নির্বাচনী মেজাজের বেশ মিল আছে। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি আইয়ুব খানের দেখানো পথ ধরে হেঁটেছেন। শেখ মুজিবের সমাজবাদী অর্থনীতির জায়গায় তিনি ব্যক্তিমালিকানা বা ফ্রি এন্টারপ্রাইজের জয়গান করলেন।

এরশাদ আমলের নির্বাচন নিয়ে কথা বলার কোনো মানে নেই। এরশাদ তাঁর স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এমনভাবে চালিয়েছিলেন যে তাঁর আমলে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

এরশাদ-পরবর্তী গণতন্ত্রের যুগে বিএনপি আমলের একটি নির্বাচনের উল্লেখ করাই যথেষ্ট। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির সেই নির্বাচন প্রমাণ করেছে, কারচুপির সুযোগ পেলে বিএনপি তা হাতছাড়া করে না। সেই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ২১ শতাংশ। বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২৭৮টি আসন লাভ করেছিল। আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করেছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচনগুলোই বরং অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে ক্ষমতা ছাড়ার আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি যে নির্বাচনী পরিকল্পনা করেছিল, তাতে এই ব্যবস্থায় সত্যিই আর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এরপর ক্ষমতায় থেকে ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ যে নির্বাচন করেছিল, সেই নির্বাচনকেও প্রহসনের নির্বাচন বললে অত্যুক্তি হবে না।

২. নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নয়। কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজন রয়েছে। বিগত সময়ে আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করে তুলতে পেরেছি বলে মনে হয় না। জোর যার মুল্লুক তার—এই প্রবাদবাক্যই হয়ে উঠেছে আমাদের গণতন্ত্রের একধরনের সংজ্ঞা। তাই মুখে যতই গণতন্ত্রের বুলি কপচানো হোক না কেন, আদতে আমাদের দলের মধ্যেই গণতন্ত্র নেই, তাই ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্রের লালন-পালন করার যে স্বপ্ন দেখা হয়, তার মধ্যে সত্য রয়েছে কম।

এ রকম একটা বাস্তবতা নিয়েই বারবার নির্বাচন আসে। যে দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেয়, তারা প্রত্যেকেই জয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে। যে দল পরাজিত হয়, সেই দল অবধারিতভাবেই নির্বাচনে কারচুপির কথা বলে। যে দল জয়ী হয় তারা বলে যে জনতার জয় হয়েছে।এর ব্যত্যয় ঘটে না।

রাজনীতি যখন থেকে আখের গোছানোর বড় মাধ্যম হয়ে পড়েছে, তখন থেকে রাজনীতির মাধ্যমে জনসেবা নয়, নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার দিকেই মন দিয়েছেন জননেতারা। ফলে আত্মত্যাগী নেতারা রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ধীরে ধীরে নির্বাসিত হয়েছেন এবং তাঁদের জায়গায় উঠে এসেছেন সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী এবং পেশিশক্তির অধিকারীরা। এ রকম একটা জায়গায় যখন রাজনীতি এসে দাঁড়ায়, তখন সুষ্ঠু নির্বাচন তার গুরুত্ব হারায়।

শুধু ভোটের ব্যাপারেই চিন্তা-ভাবনা না করে নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময় দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কীভাবে জনকল্যাণে ব্যয় করা যাবে—সেটা নিয়েই আলোচনায় বসা দরকার।

খেয়াল করলেই দেখা যাবে, দেশ আজ নেতৃত্বশূন্যতায় ভুগছে। যে নেতাদের পেছনে একসময় দাঁড়াত মানুষ, তাঁদের অনেকেই মারা গেছেন কিংবা রাজনৈতিকভাবে আর ততটা সক্রিয় নন। নতুন যাঁরা নেতৃত্ব উঠে এসেছেন, তাঁরা কতটা জনসম্পৃক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। তাই একদলকে ক্ষমতাচ্যুত করে আরেক দল ক্ষমতায় এলে জনগণের খুব লাভ হবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।

এই যে রাজনৈতিক অঙ্গনে অন্ধকারের অতলান্ত দেখতে পাচ্ছি আমরা, তা থেকে মুক্ত হতে হলে যে রাজনীতির প্রয়োজন, সেই রাজনীতির সন্ধান আমরা কবে পেতে পারি, সে আশঙ্কা এখনো কাটেনি।

গণতন্ত্রমনা হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি থাকা দরকার, তার কোনো চর্চা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। তাই সামনে যে নির্বাচন আসছে, তাতে কোন দল অংশ নিল আর কোন দল নিল না, কোন দল নির্বাচনে জয়ী হলো আর কোন দল হলো না, সেটা সাধারণ মানুষের জীবনে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। গণতন্ত্রের চর্চা শুধু মুখে মুখে থাকলে দেশের জনগণ তাতে উপকৃত হবে না।

থ্যাংকসগিভিং ডে

রতন শরীফ

ধর্মীয় ও সামাজিক সব উৎসবের মাঝে এই দেশে Thanksgiving Day-কে সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে গন্য করা হয়। Christmas পালন করে শুধু খ্রীষ্টান ধর্মালম্বীরা। কিন্তু ধর্ম, গোত্র, জাঁত-পাত নির্বিশেষে সবাই মেতে উঠে Thanksgiving নিয়ে। এই উপলক্ষে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষ ভ্রমন করে নিজের পরিবার বা আপনজনদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে। "ট্রিপল এ"-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী এবারের Thanksgiving-এ ভ্রমণকারীর সংখ্যা প্রায় ৫৫ মিলিয়ন। সাধারনত বিভিন্ন উৎসবে সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রচুর ব্যবসা করে। তবে কেনা-বেঁচা সবচেয়ে বেশী হয় এই সময়ে। বিশেষ করে Thanksgiving-র পরের দিনের শুক্রবারটির অপেক্ষায় থাকে সবাই। এই শুক্রবারে আমেরিকার সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আকর্ষনীয় মূল্যহ্রাস থাকে। এই শুক্রবারটিকে Black Friday বলা হয়। ভোরের আলো ফোঁটার অনেক আগে প্রায় অন্ধকার থাকতেই মানুষ বিভিন্ন মল বা দোকানের সামনে লাইনে দাড়িয়ে থাকে। অন্ধকার থাকতে দিন শুরু হয় বলে এই দিনটির নাম Black Friday. একই উইক-এন্ডে নতুন চালু হয়েছে Cyber Monday. এই বৎসর বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রায় ১৮২ মিলিয়ন লোক কেনা-কাটা করবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। আসলে কর্পোরেট কর্তাদের কারসাজিতে ধর্মীয় বা সামাজিক সব উৎসবই এখন মুনাফা করার উৎসে পরিনত হয়েছে।

প্রথম Thanksgiving পালন করা হয় ১৬২১ সালের নভেম্বরে। মেফ্লাওয়ার জাহাজে আগমনকারী তীর্থযাত্রীরা নুতন দেশে ছল-চাতুরি করে বসতি স্থাপনের পর প্রথম ফসল ঘরে তোলার আনন্দে ভূড়িঁ-ভোজের আয়োজন করে। তারা স্থানীয় নেটিভ আমেরিকানদেরও আমন্ত্রণ জানায়। প্রচলিত আছে যে আমন্ত্রিত নেটিভ-আমেরিকানরা উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিলো টার্কি। কিন্তু ইতিহাসবিদদের ধারনা যে তারা উপহার হিসেবে এনেছিলো হরিন। খাওয়ার তালিকায় ছিলো হরিনের মাংস, সব্জী আর Fowl (হাঁস, মুরগী বা টার্কি)-র মাংস। গৃহপালিত পশু বা হাঁস-মুরগী অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় বিধায় সেগুলিকে নেহাত প্রয়োজন না হলে জবাই করা হতো না। তাই ধারনা করা হয় যে Fowl বলতে টার্কি বুঝানো হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারে টার্কি তেমন অত্যাবশ্যকীয় ছিলো না। অধিকন্তু টার্কিতে হাঁস-মুরগীর তুলনায় মাংসের পরিমান বেশী হয়, যার কারনে টার্কিকে Meaty Birds বলা হয়।

নেটিভ-আমেরিকানরা Thanksgiving উৎসব পালন করে না। তারা এই উৎসবকে মনে করে আগ্রাসন ও গনহত্যার উৎসব। তীর্থযাত্রীরা আগমনের পর থেকেই তাদের উপড় শুরু হয়

আগ্রাসন আর গনহত্যা। বন্ধু ভেবে যাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলো, সেই বহিরাগতের কারনে আজ তারা নিজ দেশেই পরবাসী। যেমনটা এখন ঘটছে প্যালেষ্টাইনীদের বেলায়। তাই নেটিভ আমেরিকানরা বিশ্বাস করে যে Thanksgiving Day হওয়া উচিত বন্‌চনা, গনহত্যা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস।

আজকের আমেরিকানদের গোড়াপত্তন করে ছিলো মেফ্লাওয়ারের সেই তীর্থযাত্রীরা। প্রথম ব্যাচে এসেছিলো প্রায় একশো দুইজনের মতো তীর্থযাত্রী, যারা চার্চ অব ইংল্যান্ড থেকে বিদ্রোহ করে এই দেশে এসেছিলো ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য। ধর্মের নামে এই দেশে অবতরন করে পুরো দেশটাই দখল করে ফেলেছিলো। যেমনটা ভারতবর্ষে করেছিলো ব্রিটিশরা। ব্যবসার উছিলায় ঢুকে ক্রমান্বয়ে তারা পুরো ভারতবর্ষ দখল করেছিলো। ওদিকে আমাদের রাজা-বাদশারা ব্যস্ত ছিলো সুরা আর লক্ষ্নৌর বাইজী নিয়ে। অত্যাচারী ব্রিটিশদের থেকে মুক্ত হতে আমাদের লেগেছিলো দুই শত বছর। ব্রিটিশদের অবাস্তব পরিকল্পনার কারনে দেশহারা নির্যাতিত প্যালেষ্টাইনীদের স্বাধীনতা পেতে কতো শত বছর লাগবে কে জানে! তবে যে হারে গনহত্যা চলছে, তাতে স্বাধীনতার আনন্দ ভোগ করার জন্য কোন প্যালেষ্টাইনী আদৌ বেচে থাকবে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। আগেকার যুগে দুনিয়াব্যাপী সব সমস্যার মূলে ছিলো ব্রিটিশ। আর এই যুগে তাদের স্থান দখল করেছে ইয়াংকীরা।

শুরুর দিকে Thanksgiving শুধু তীর্থযাত্রী বা কৃষকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ১৭৮৯ সালে Elias Boudinot নামে ম্যাসাচুসেটস-র একজন রিপ্রেজেনটিভ প্রস্তাব করেন যে Thanksgiving Day-কে সরকারী করা হউক যার উদ্দেশ্য হবে - স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানানো, যিনি আমেরিকার জনগনকে তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটা সংবিধান করার সুযোগ দিয়েছেন। দুঃখজনক ব্যাপার যে নেটিভ আমেরিকানদের শান্তিপূর্ন একটা দেশকে ছলে-বলে দখল করাকে বলা হচ্ছে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা। রিপ্রেজেনটিভের প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ২৬শে নভেম্বরকে Thanksgiving Day হিসেবে ঘোষনা করেন। তারপর আরও কয়েকবার তারিখ পরিবর্তন করা হয়। সম্পাদক সারাহ জোসেফ হেল-র ৩৬ বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন ঘোষনা করেন যে Thanksgiving Day হবে প্রতি বৎসর নভেম্বরের চতুর্থ বৃহস্পতিবার। সেই থেকে আজ অবধি সেভাবেই চলছে।

নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দ-উৎসব করা পৃথিবীর সব কৃষক সমাজেই বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। রবি ঠাকুর লিখেছিলেন - নতুন ধান্যে হবে নবান্য....... আমাদের দেশে সরকারিভাবে কোন Thanksgiving Day না থাকলেও নবান্ন উৎসব গ্রামে খুব ব্যাপক ভাবে পালন করা হতো। নির্দিষ্ট কোন তারিখ না থাকলেও ফসল তোলার মওসুমে গ্রামের ঘরে ঘরে চলতো পিঠা-পার্বণের ধুম। বিবাহিত মেয়েরা তখন স্বামী-সন্তান নিয়ে বাবার বাড়ি "নাইওর" যেতো। বাবার অনুপস্থিতে ভাইয়েরা দায়িত্ত পালন করতো। এই যুগে আমাদের চিরন্তন অনেক প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আজকাল কিছু প্রবাসী ফতোয়া দিচ্ছে যে Thanksgiving পালন করা গুনাহ। আরেক দল বিপুল উৎসাহে দিনটি পালন করছে। কিন্তু Thanksgiving বলা যাবে না - বলতে হবে গেট-টুগেদার। মদের বোতলে শরবত লেভেল লাগিয়ে পান করলে মদ কি জায়েজ হয়ে যাবে !!!

পাকিস্তান: ইয়াহিয়ার ভুল কি আসিম মুনিরও করতে চলেছেন

সেলিম খান

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে নির্বাচন নিয়ে দোলাচল আর গেল না। কোনোভাবে গুছিয়েই উঠতে পারল না দেশটা। এর একটা বড় কারণ মনে হয়, দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অবিশ্বাস। জন্মকাল থেকেই দেশটির এলিট শাসকগোষ্ঠী ধরেই নিয়েছে, দেশ চালানোর মতো নেতৃত্ব নির্বাচনের যোগ্যতা এখনো পাকিস্তানের মানুষ অর্জন করেনি। একাত্তরে বড় ধরনের খেসারত দেওয়ার পরও তাদের সেই খাসলত আজও যায়নি। পাকিস্তান বোধহয় বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তাঁর পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন না। অথচ তাঁরই নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান শুধু মেয়াদই পূরণ করেন না, প্রয়াশই চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধিরও সুযোগ পান। আর কপাল ভালো হলে তো কথাই নেই। দেশের ত্রাতা সেজে নিদেনপক্ষে কয়েক বছর সামরিক শাসনের যাঁতাকলে দেশবাসীকে পিষ্ঠ করে তবেই বিশ্রাম নেন। কী মজা, কেউ টু শব্দটিও করে না!

এখন অবশ্য অবস্থা কিছুটা বদলেছে। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী এখন কিং সাজার পরিবর্তে কিং মেকার হওয়ায় অনেক বেশি আগ্রহী। আর আগ্রহ থাকবে নাই-বা কেন! পাশে যদি একাধিক ধামাধারী রাজনৈতিক দল পাওয়া যায় তো কথাই নেই। পাকিস্তানের আইনসভার (প্রতিনিধি পরিষদ) মেয়াদ পার হয়ে গেছে আগেই। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার উল হক কাকরের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে গেছেন। ঠিক ছিল গত অক্টোবরে নির্বাচন হবে। কারণ, পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভোটের মাধ্যমে নতুন পার্লামেন্ট গঠনের কথা। সে তো আসলে কথার কথা। সংবিধান নামের কেতাবে তা লেখা আছে। তা যে মানতে হবে—এমন দিব্যি কি কেউ দিয়েছে? দেয়নি। অতএব যষ্মিন দেশে যদাচার!

তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো, নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি নিল তারপরও যথাসময়ে ভোট হলো না। কেন? সে এক বিরাট ইতিহাস। এই ইতিহাসের শিরোনাম 'মাইনাস ওয়ান'। সেটা আবার কী, প্রশ্ন তুলতেই পারেন। সে গল্পে পরে আসছি। এখন মোটামুটি ঠিক হয়েছে আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভোটগ্রহণ হবে। ৮ বা ১১ বা ১২—এই তিনটি তারিখ এখন ভোটের আসরে আলোচিত। দেখা যাক, কে জয়যুক্ত হয়।

পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন তিন মাস পিছিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে সংসদীয় আসনগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণ। এটা আসলে কথার কথা। কালক্ষেপণের একটা অছিলা মাত্র।

আসলে ২০১৮ সালের সাজানো নির্বাচনে ইমরান খানের দলকে জিতিয়ে আনার আক্কেলসেলামি দিচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তৎকালীন সেনাপ্রধান কামার জাভেদ বাজওয়া ভেবেছিলেন ইমরান নামের একটা পুতুল পেয়ে গেছেন, একে যেমন নাচাবেন তেমনি নাচবে। বছর দুয়েক তেমনটাই চলছিল। কিন্তু যিনি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হয়ে বোর্ডের কর্তাদের নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিনস্ত সেনাপ্রধানের 'জো হুজুর' হয়ে থাকবেন–এ ভাবাটা বড্ড বাড়াবাড়ি। আবার আইএসআই প্রধান পদে ইমরান নিজের পছন্দের লোককে নিয়োগ দেবেন, এটা কোনোভাবে জেনারেল বাজওয়া বা সেনা নেতৃত্ব মানতে পারেননি। ফলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হেরে প্রধানমন্ত্রী পদ খুইয়ে খেসারত দিতে হয়েছে ইমরানকে।

কপালের কী ফের, যে আসিম মুনিরকে মহাক্ষমতাধর সেনা-গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর প্রধান পদে রাখতে চাননি ইমরান খান, সেই আসিমই এখন সেনাপ্রধান। আর ইমরান খান জেলে, কবে ছাড়া পাবেন—তার কোনো ঠিক নেই। নির্বাচনের আগে তো নয়ই, তা জোর দিয়ে বলা যায়। ক্ষমতা হারিয়ে ইমরান অপরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্যে মূল হলো: তাঁর সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে দায়ী করা; দুই. আইএসআই-এর বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যা চেষ্টার প্রকাশ্য অভিযোগ আনা; তিন. আদালতের মাধ্যমে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর দলের সমর্থকদের সেনাস্থাপনায় হামলা। এই তিনটি কাজ করে একদা 'নয়নের মণি' ইমরান এখন সেনাবাহিনীর চক্ষুশূল। তাঁকে বা তাঁর দল ও তাঁর দল তেহরিক-ই ইনসাফ (পিটিআই)কে কোনোভাবেই নির্বাচনে অংশ নিতে দিতে চায় না পাকিস্তান সেনাবাহিনী। প্রধানমন্ত্রী কাকর স্পষ্ট বলেছেন, ইমরানের দলের মধ্যে যে নেতারা আন্দোলন বা সহিংসতায় অংশ নেননি, তাঁরা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন। মোদ্দা কথা, ইমরানের সাথে থাকলে নির্বাচন থেকে দূর হটো। কাকরের মুখে তো আসলেই আসিম মুনিরেই কথা।

কিন্তু বললেই তো হলো না। কাকর বা মুনির যেটা ভাবছেন সেটা যে হবে, এ নিশ্চয়তা তাঁরা পেলেন কোত্থেকে? পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশে পাঞ্জাব। জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের ২৬৬টি আসনের অর্ধেকই সেখানে। কিছুদিন আগেও ইমরানের দল এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল। ইমরান গ্রেপ্তার হওয়ার পর পাঞ্জাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্বমুখী। এই মুহূর্তে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সেখানে পিটিআইকে হারানো অসম্ভব। আর এই প্রদেশে যে ভালো করবে, সেই পাকিস্তানে ক্ষমতায় বসবে—এমনটাই দস্তুর।

সেজন্য জেনারেল আসিম মুনিররা অনেক পরিকল্পনা করে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন)-এর নির্বাসিত নেতা নওয়াজ শরিফকে লন্ডন থেকে জামাই আদরে দেশে ডেকে এনেছেন। কিছুদিন আগেও যিনি দুর্নীতির দায়ে সাজা ভোগ করছিলেন, যার জেলে থাকার কথা, যিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে ছিলেন, তিনিই এখন বেকসুর। চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হবেন কিনা—এটাই এখন বড় প্রশ্ন। তবে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আয়েশা সিদ্দিকির মতে, ইমরান ঠেকাতে নওয়াজকে আনা হয়েছে ঠিকই, তবে প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়ার জন্য নয়। কারণ সেনাবাহিনী দেশ চালাতে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে বিশ্বাস করে না।

তাহলে সেনাবাহিনী কী চায়? চায় একটা দুর্বল জাতীয় পরিষদ, যেখানে কেউ খুব বেশি আসন পাবে না। তাহলে ইচ্ছামতো দল ও দলনেতাকে টেনে নামানো-ওঠানো যাবে। সেনাবাহিনী হিসেবে জেনারেল আসিম মুনিরদের ভাবনাটা খুব একটা অযৌক্তিক না, বরং এতে ইতিহাস ও পরম্পরা রক্ষা পায়। কারণ ১৯৪৭-এর পর থেকে তো তাঁরা এমনটাই ভেবে এসেছেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে জেনারেল ইয়াহিয়া খানও এমনটাই ভেবেছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে কেউ গরিষ্ঠতা পাবে না। ফলে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে ব্যস্ত থাকবে। আর মাঝখানে তিনি ক্ষমতার মধু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন। কিন্তু কে জানত পূবের মানুষ এভাবে তাঁর পাশার দান উল্টে দেবে? তাঁর সোনার সংসার সিন্ধুর পানিতে ভেসে যাবে? ভেঙে 'খান খান' হয়ে যাবে ইয়াহিয়া খানের পেয়ারা পাকিস্তান।

সেই '৭০-এর সাথে ২০২৪ এর কোথায় যেন একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো দূরতম।

গৃহবাসী ইমরানের চেয়ে কারাবন্দি ইমরান এখন অনেক শক্তিশালী। শুধু পাঞ্জাব না, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশেও তাঁর দল ক্ষমতায় আসবে, এটা নিশ্চিত। সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে পিটিআই-এর সমর্থন বাড়ছে। এমনটাও হতে পারে, বহুদিন পর পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এমন একজন নেতাকে পেয়েছে, যিনি শক্তিশালী সেনা নেতৃত্বের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেন। কেমন যেন একাত্তরের গন্ধ পাচ্ছেন, না? সেদিনও অনেকে ভাবতে পারেনি 'পরাক্রমশালী পাকিস্তানি সেনারা' মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে '৯০ হাজার বন্দী' হয়ে হাতকড়া পরে মাথা নিচু করে দেশে ফিরবে।

ইমরানের ভাঙাচোরা দল যদি এবার সত্যিই ভালো করে ফেলে তো কী হবে? কোথায় যাবে মাইনাস ওয়ান ফরমুলা? একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে আছে। "নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' বাকিটা ইতিহাস।

জেনারেল আসিম মুনির যদি ইয়াহিয়ার মতো গোঁ ধরে থাকেন যে, ইমরান বা তাঁর দলকে নির্বাচনে আসতেই দেবেন না, তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারে। ঠিক যেমনটা হয়েছে ১৯৭১-এ। জেনারেল মুনির মনে রাখলে ভালো করবেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, নওয়াজ শরিফ—এরা সবাই জেল থেকে বেরিয়ে রাজনীতিতে আরও শক্তিশালী হয়েছেন। আর একজন তো জেল থেকে বেরিয়ে স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন—জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসকে কোন পথে চালিত করবেন, তা এখন জেনারেল আসিম মুনিরকে ঠিক করতে হবে।

বাংলাদেশের ভূ–রাজনৈতিক গুরুত্ব নতুন কিছু নয়

ড. নেওয়াজ মোহাম্মদ বাহাদুর

> **বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাথা নোয়াবার মানুষ নন। বাস্তবতার নিরিখে তিনি দেশের সেসব চ্যালেঞ্জ ভালোভাবেই মোকাবিলা করছেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি বদ্ধপরিকর।**

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত ও আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে প্রতিহত করতে দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য আগে থেকেই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল বিএনপি-জামায়াত জোটের। তারই অংশ হিসেবে তারা দেশের ভেতরে জ্বালাও-পোড়াও করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের নামে সারা দেশে আগুন-সন্ত্রাস শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন কর্মসূচিকে জনসম্পৃক্ত করে তুলতে না পারা এবং আন্দোলনের জন্য নতুন ইস্যু সৃষ্টির ব্যর্থতায় সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে তারা।

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশের ডাক দেয় বিএনপি। একসঙ্গে একই দিনে সমাবেশ করে জামায়াতে ইসলামী। সেদিন সকাল থেকে সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলটির নেতা-কর্মীরা সহিংস হয়ে উঠতে থাকে। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তারা। পিটিয়ে হত্যা করে পুলিশের এক সদস্যকে।

রাজধানীর কাকরাইলে বাসে আগুন, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সসহ অন্তত ৭টি গাড়িতে আগুন দেয় দলটির নেতা-কর্মীরা। নির্বাচন এলেই সহিংসতা ও আগুন-সন্ত্রাসে অভ্যস্ত বিএনপি-জামায়াত তাদের স্বরূপে ফেরে। তারা যে জনগণের ওপর নির্ভরশীল নয়, জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, ক্ষমতার সোনার হরিণের জন্য হিংস্র হয়ে উঠতে পারে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব কর্মকাণ্ডে।

বিএনপির সমাবেশ মানেই জ্বালাও-পোড়াও। তাদের ঘোষিত হরতাল মানেই এ দেশের মানুষের ভোগান্তি ও জানমালের ক্ষতি। জ্বালাও-পোড়াও, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ যাদের কর্মকাণ্ড, তারা কোনোদিন সুষ্ঠু ধারার রাজনীতি করতে পারে না—সেটাই আবার প্রমাণ করল তারা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে যখন দেশে একটি সুন্দর সময় চলছে, মানুষের জীবনযাত্রা যখন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই আবার বিএনপি-জামায়াত জোট আগুন সন্ত্রাসের খেলায় মেতে উঠেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তারা এবারও লাগাতার অবরোধ-ধর্মঘট শুরু করেছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে তাদের সহিংসতা ও আগুন-সন্ত্রাস।

বিএনপির শীর্ষ নেতা সাজাপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমান দেশের মাটিতে না ফিরে লন্ডনে বসে ভিডিও বার্তায় হরতাল-অবরোধের ডাক দিয়ে সহিংসতা উসকে দিচ্ছেন। ফলে মানুষের দুর্দশা ও জীবনের ঝুঁকি বাড়ছে। এ ছাড়া দেশের অর্থনীতির চ্যালেঞ্জিং সময়ে ঘোষিত হরতালের কারণে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে বলে মত অর্থনীতিবিদদের। একটা দল কতটা দেউলিয়া হলে জঙ্গিদের মতো করে ভিডিও বার্তা দিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে।

দেশে-বিদেশে নিজেদের ভাবমূর্তির দিকেও লক্ষ্য করেনি বিএনপি। জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাসময় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে বিএনপিকে জঙ্গি উত্থানের দায়ে অভিযুক্ত করেছে এবং আরও করতে পারে, সেটাও তাদের মাথায় কাজ করছে না।

হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়েই বিএনপির জন্ম, তাই তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কখনো বিশ্বাস করে না। বিএনপির আন্দোলন মানেই জ্বালাও-পোড়াও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম করে জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে জিম্মি করে রাখা। এ জন্যই তারা জনগণ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। রাজনীতির তপ্ত রোদে হেমন্তের নিঃশব্দ আগমনরাজনীতির তপ্ত রোদে হেমন্তের নিঃশব্দ আগমন

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কেমন হবে, সেটি দেশের জনগণেরই ঠিক করার কথা। বিএনপির বিদেশ–নির্ভরতা বিদেশিদের আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দেয়। মেরুদণ্ড সোজা না হলে এমনই হয়। বিএনপি বিশ্বাস করে বন্দুকের শক্তি, ষড়যন্ত্র আর বিদেশিদের ওপর ভর করে ক্ষমতায় যাওয়া যায়। স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি দেশে বিএনপি-জামায়াত গোষ্ঠীর বিদেশিদের কাছে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করে ক্ষমতায় বসার জন্য দেশের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো খুবই দুঃখজনক। এই প্রচেষ্টা দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বলেই প্রমাণ হয়।

বাংলাদেশকে ঘিরে ভূ-রাজনৈতিক যে গুরুত্ব, তা নতুন কিছু নয়। বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের গুরুত্ব কখনোই কমেনি। এখন ভারত মহাসাগরীয় কৌশলের প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণে আমাদের নিয়ে পশ্চিমাদের মনোযোগ আগের থেকে বেড়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেপরোয়া ও দুরভিসন্ধিমূলক। এ ছাড়া বিএনপি আমেরিকায় লবিষ্ট নিয়োগ করেছে, যেন তারা বাংলাদেশে কোনো সহায়তা না দেয়। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক। তারা এখানে অনেক বিনিয়োগ করেছে। এতে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে। তবে এই বিনিয়োগ যেন না করে, সেজন্য লবিং হয়েছে। যারা এসব করেছে, তারা বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গল চায় না।' বিএনপি জামায়াত জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে দূতাবাসে দূতাবাসে ঘুরে বেড়ালে বিদেশিরা তাদের ক্ষমতায় বসাবে। কিন্তু এ দেশের ক্ষমতায় বসানোর মালিক হচ্ছে জনগণ।

দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাদক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন নিয়ে আমেরিকাসহ পশ্চিমা বিশ্ব তাদের মতামত জানাচ্ছে। সম্প্রতি একটি দেশের রাষ্ট্রদূতের আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি খুবই অনভিপ্রেত। কূটনীতিকদের অবশ্যই জানা উচিত তাঁদের আচরণ ১৯৬১ সালে প্রণীত ভিয়েনা কনভেনশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা কী করতে পারেন এবং কী পারেন না, তাঁদের অধিকার কতটুকু, তা বিস্তারিতভাবে সেখানে বলা আছে। কোনো বিদেশি শক্তির অযাচিত, অনভিপ্রেত, শিষ্টাচারবহির্ভূত হস্তক্ষেপ দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কখনো সুসংহত করতে পারে না; বরং তা দেশের অসম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা দেশ যখনই উন্নতি-অগ্রগতির মধ্যে থাকবে, গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকবে, সে দেশের চ্যালেঞ্জও বাড়তে থাকবে।

বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাথা নোয়াবার মানুষ নন। বাস্তবতার নিরিখে তিনি দেশের সেসব চ্যালেঞ্জ ভালোভাবেই মোকাবিলা করছেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি বদ্ধপরিকর। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। তিনি তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেম দিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বলেই বাংলাদেশ আজ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। এই উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে হলে দেশের জনগণকে আগামীতেও শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনতে হবে।

ভোট জমছে না?

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেয়ার গ্যারান্টি চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এবার নির্বাচনটি হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, কেউ বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারবেন না, প্রয়োজনে 'ডামি প্রার্থী' রাখতে হবে। একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, এবার দিনের ভোট দিনে হবে। ড: মাহবুব হাসান দৈনিক ভোরের কাগজে পিটার হাসকে নিয়ে একটি শক্তিশালী কলাম লিখেছেন, তাকে ধন্যবাদ। ক'দিন আগে আবেদ খান একটু সাহস দেখাতে গিয়ে চাকুরী হারিয়েছেন। ষাটের দশকে সাংবাদিকদের সংগ্রামী ভূমিকার কথা আমরা জানি। আশীর দশকে সাংবাদিকদের স্বৈরাচার-বিরোধী ভূমিকায় আমিও অংশীদার। গত এক দশকে সাংবাদিকদের ভূমিকায় জাতি হতাশ। সুযোগ সুবিধা হয়তো অনেকে নিয়েছেন, অনেকের নির্লজ্জ ভূমিকা চোখ এড়ায়নি, কিন্তু ডিএসএ/ সিএসএ মিডিয়ার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

দেশে মানুষ ভয়ভীতির মধ্যে বাস করছে, কথা বলতে পারছে না! প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলে কেউ কেউ জেলে আছেন, কিন্তু পিটার হাসকে পেটানোর হুমকি দিয়ে আওয়ামী নেতা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশে উন্নয়ন হয়েছে, তবু সরকার জনবিচ্ছিন্ন, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হচ্ছেনা, তাই 'ডামি প্রার্থী' দরকার। আমেরিকা বা পিটার হাস আসলে কি বলেছিলেন, বা কি চেয়েছিলেন? তাঁরা তো শুধুমাত্র একটি গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠূ নির্বাচন চেয়েছিলেন, যা এ সময়ে বাংলাদেশের জন্যে একান্তভাবে দরকার। পিটার হাস বাংলাদেশ ছেড়েছেন। তাঁকে নিয়ে সরকারি দল, মন্ত্রী, নেতারা কত বাহাস করেছেন। শুনছি, তিনি নাকি ফিরে আসছেন! এটি ভাল সংবাদ। অবশ্য হটাৎ করে বিদেশমন্ত্রী বললেন, 'সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা।

ঢাকায় বিদেশিরা যে তৎপরতা চালিয়েছেন, যত কথা তারা বলেছেন, সবই তো নির্বাচন নিয়ে! লোকে তো কথা বলবেই। পরপর দু'টো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ছিলোনা, জনগণ ভোট দিতে পারেনি। ৫২ বছরে কোন সরকার একটি কার্যকর নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেয়নি! কারণ যাঁরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তারাই স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছেন। জিয়া-এরশাদ-খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়তে চাননি, শেখ হাসিনাও ক্ষমতাকে একটু বেশিই ভালবেসে ফেলেছেন। ২০১৪ ও ২০১৮'র নির্বাচন দেশের মুখে কালি লেপে দিয়েছে। ২০২৪-এ তা শুধরানোর সুযোগ ছিলো, তা আর হচ্ছে কৈ? বিএনপি নির্বাচনে নেই, জাপায় ভাঙ্গনের সুর, কিংস পার্টি মুখ থুবড়ে পড়ছে। জনগণ এসব বুঝে, সোজাসুজি নির্বাচনী প্লেয়িং ফিল্ড তৈরী না করে, অপচেষ্টা চালিয়ে সরকার আবারো বেকায়দায় পরতে যাচ্ছেন?

নির্মল সেন লিখেছিলেন, 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র গ্যারান্টি চাই'! বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেয়ার গ্যারান্টি চায়। এজন্যেই হয়তো নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, 'এবার দিনের ভোট দিনেই হবে'। তা ভোটার এলেও তো ভোট দেবে। নির্বাচন উৎসবমুখর হচ্ছে কৈ? গ্রহণযোগ্য হবে কিভাবে? যারা আওয়ামী লীগের নমিনেশন পেয়েছেন তারা তো ধরেই নিয়েছেন, তাঁরা সংসদে যাচ্ছেন। তাদের ঠেকায় কে? বিনা ভোটে জয়ী হবার যে প্রবণতা গড়ে উঠেছে, এবারো হয়তো এ থেকে বের হয়ে আসা যাবেনা। আওয়ামী লীগ সাধ্যমত চেষ্টা করেছে বিএনপি যাতে নির্বাচনে না আসে, বিএনপি আসছে না, সরকারি দল জয়ী। এই জয় নুতন সমস্যা সৃষ্টি করবে, যা দেশের জন্যে মোটেও সুখকর হবেনা। সরকার যত চেষ্টাই করুক, কিচ্ছুতে কাজ হচ্ছেনা। মানুষ আসলে সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না!

টিআইবি বলেছে, রাজনৈতিক অস্থিরতায় অগণতান্ত্রিক শক্তি লাভবান হবে! পরপর তিনবার প্রহসনের নির্বাচন দেশে বিপদজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের চরিত্র অনেকটা 'স্বৈরাচারী', মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, বিচার বিভাগ পরাধীন, নির্বাচন কমিশন আজ্ঞাবহ, পার্লামেন্ট রাবারস্ট্যাম্প। এজন্যে কি নূর হোসেন পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে জীবন দিয়েছিলো? সমস্যা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দল বিরোধী দলে থাকলে গণতান্ত্রিক, সরকারে গেলে স্বৈরাচারী! অথচ আওয়ামী লীগের একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র ছিলো? ক্ষমতার মোহ দলটিকে তা থেকে বিচ্যুত করেছে। বাংলাদেশে এখন চীনের মত গণতন্ত্র, বা রাশিয়ার মত উদার-উন্মুক্ত শাসন-ব্যবস্থা! পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জানোয়ারের সাথে আলোচনা নয়'-ভাবা যায়? গল্পে আছে, "রাজা কহিলেন, নিশ্চয় তোমার কথা বলার অধিকার আছে; তবে তুমি তাহাই বলিবে যাহা আমি শুনতে চাই"।

আওয়ামী লীগ আসলে বিএনপি'র বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করে, সবক'টি দোষে তারাও দোষী। সত্যিকার অর্থে, বিএনপি আর আওয়ামী লীগে এখন আর তেমন তফাৎ নেই? বিএনপি ভোটচোর, আওয়ামী লীগ ভোট চোর। বিএনপি সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে; আওয়ামী লীগ দেশকে আফগানিস্তান বানিয়ে দিয়েছে। বিএনপি সংখ্যালঘু নির্যাতন করেছে, আওয়ামী লীগ রামু থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত সংখ্যালঘু'র বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। বিএনপি'র আমলে গণতন্ত্র ছিলোনা, এখনো নেই। বিএনপি গুম করেছে, আওয়ামী লীগ গুম করেছে, র‍্যাবের নিষেদ্ধাজ্ঞার পর কমেছে। বিএনপি চোর, আওয়ামী লীগ চোর। বিএনপি ক্ষমতা ছাড়তে চায়নি, আওয়ামী লীগও চায়না। আর বাকি থাকলো কি? বিএনপি'র প্রধান বিচারপতির বাড়ীতে হামলা করেছে, আওয়ামী লীগ একজন প্রধান বিচারপতিকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। বিএনপি খারাপ, আর আমাদের আওয়ামী লীগ ভাল?

ইতিহাস বড় নির্মম, কাউকে ছাড় দেয়না। সময় হয়তো এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

আন্দোলনে আউটসোর্সিং নয়

আব্দুর রাজ্জাক

সমাজে একটি প্রচলিত ব্যবস্থাপনা আছে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি কাজের জন্য নিজের ব্যবস্থাপনা, সম্পদ বা স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের ঘাটতি থাকে, তাহলে আউটসোর্সিং করা হয়। এটা দোষের কিছু না। হরহামেশা বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, করপোরেট হাউস বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও আউটসোর্সিং করে থাকে।

বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অনেক দারোয়ান-পিয়ন নিয়োগ থেকে শুরু করে ছোটখাটো কাজের জন্য আউটসোর্সিং হয়। আউটসোর্সিংয়ের সুবিধা আছে—খণ্ডকালীন বেতন দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করানো যায়। সময় যখন ফুরিয়ে যাবে অথবা তার কাজ যদি অপছন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করা যাবে। তাই এখন আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিংয়ের একটা হিড়িক দেখি।

নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশিত অঞ্চলগুলোতে বা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন এনজিও আউটসোর্সিং করে। অনেক ক্ষেত্রে এই আউটসোর্সিং সফল হয়েছে। কর্মসংস্থান হয়েছে আমাদের দেশের অনেক লোকের। তবে এই সব আউটসোর্সিংয়ে যারা কাজ করেন, তাঁদের মনে সব সময় একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায় যে তাঁদের কাজটি স্থায়ী নয়, কর্তাব্যক্তিদের একটু কুনজড়ে পড়লেই গাট্টি-বোঁচকাসহ বাড়িতে যেতে হবে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে আউটসোর্সিং শুরু হয়েছিল ১৯৭৫-এর পর থেকে। সামরিক শাসকেরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বা স্বপ্নের দল গড়ার জন্য আউটসোর্সিং শুরু করেন। প্রথম শাসক জিয়াউর রহমান জাগোদল নামে একটি দল গঠন করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অতিবাম নকশাল আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট, পলাতক রাজাকার মুসলিম লীগার ও কিছু কিছু সামরিক এবং বেসামরিক আমলা আউটসোর্সিং করে জাগোদলকে বিএনপিতে রূপদান করেন।

এই আউটসোর্সিংয়ের লোকজন বিএনপিতে এসে কর্তার মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় অধিকতর সময় ও শ্রম দিয়ে সামরিক শাসকের মন জয় করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সব সময় চিন্তা ছিল নিয়োগদাতাকে সন্তুষ্ট রাখা। নিয়োগদাতা এই আউটসোর্সিংয়ের মানুষদের ভালোভাবেই মোটাতাজা করেছিলেন। দিন ভালোই কাটছিল কিন্তু তার শেষ রক্ষা হয়নি। আউটসোর্সিংয়ের নেতা-কর্মীরা স্থায়ীভাবে কর্তাব্যক্তির আদর্শ বা কর্মপন্থা টিকিয়ে রাখার জন্য খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি।

পরে আরও একজন সামরিক শাসক একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। তিনি ক্ষমতায় এসেও একই রকম আউটসোর্সিং আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথমেই নজর পড়ল তাঁর পূর্বসূরির আউটসোর্সিং করা নেতাদের ওপর। সেখান থেকে বেশ কিছু বাঘা বাঘা নেতা নিয়ে এলেন। অন্যান্য জায়গা থেকেও নিয়ে আসা হলো বেশ কিছু হোমরাচোমরা নেতাকে। এভাবেই দিন কাটতে লাগল স্বৈরশাসকের, একে একে নয় বছর পার করে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এভাবে যুগের পর যুগ চলে যাবে।

এ রকম স্বৈরশাসকদের আউটসোর্সিং করা পার্টি বেশি দিন স্থায়ী হয় না, সারা বিশ্বে এর বহু উদাহরণ আছে। তিনি ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরে তাঁর আউটসোর্সিংয়ের লোকজন আবার পিপীলিকার মতো যেখানে সুবিধা পেয়েছেন, সেখানেই আস্তানা গেড়েছেন। এ ক্ষেত্রে আদর্শ, সততা, মায়া-মমতা বা ন্যায়-নিষ্ঠার কোনো বালাই নেই।

আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, দেশকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে হবে। তবে সেটা করতে হবে সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, সঠিক কর্মসূচি দিয়ে। এটাই হোক আজকের দিনের সব রাজনৈতিক দলের উপলব্ধি।

এখন আসি বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে। বেশ কয়েক বছর যাবৎ, বিশেষ করে ২০14 সালের নির্বাচনের পর থেকে আন্দোলন জমানোর জন্য বিরোধী দলগুলো আউটসোর্সিং করে। আন্দোলন-সংগ্রাম জমানোর জন্য একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির মধ্যে থাকে ধর্মঘট ও অবরোধ। কর্মসূচি সফল করার জন্য নেতা-কর্মীদের রাজপথে খুব একটা আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয় না।

কর্মসূচি গ্রহণ করে, তারপর কর্মসূচির আগের দিন বা কর্মসূচির দিনে সারা দেশে কয়েকটি গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে—এটাই থাকে তাদের কর্মসূচির সফল করার মোক্ষম পন্থা। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে কিছু লোককে নিয়ে আসা হয়। এই আউটসোর্সিং করা টোকাই বা নেশাগ্রস্ত লোকজনকে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক দিলে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজগুলো করে যায়; অর্থাৎ সম্পদ ধ্বংস করে, অগ্নিসংযোগ করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের প্রাণহানি ঘটায়। সাময়িকভাবে মনে হয়, আন্দোলন কিছুটা সফল হয়েছে!

সাধারণ মানুষ সুসংগঠিত নয়, আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সম্পদ ও নিজের জীবন রক্ষার জন্য মানুষ ঘর থেকে বের হয় কম, গাড়ি-ঘোড়া কম বের করে। আর রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে তাদের আন্দোলন সফল! এসব আউটসোর্সিংয়ে প্রতিদিন যদি এক থেকে দুই লাখ টাকা খরচ করা হয়, তাহলে এই নেতারা ঘরে বসে বসে আনন্দের ঢেকুর তুলে মনে মনে ভাবেন জনগণ তাঁদের কথায়, তাঁদের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে অবরোধ বা হরতাল সফল করেছেন!

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর বিচক্ষণতা এত কম যে বর্তমান সময়ে কোনো মানুষই এই হরতাল-অবরোধ কর্মসূচিকে স্বাগত জানায় না; বরং মনে মনে ঘৃণা করে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে আউটসোর্সিং করা হয়, সেগুলো করা হয় প্রকাশ্যে, কোনো একটি নিয়মনীতি বা আইনের মধ্য থেকে। তাই এই আউটসোর্সিং সফল হয়। গুপ্ত হামলা চালানোর জন্য আউটসোর্সিং করলে, অসৎ কাজে বা সম্পদ ধ্বংস করার জন্য আউটসোর্সিং করলে, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের জন্য আউটসোর্সিং করলে, সেই আউটসোর্সিংয়ের ফলাফল হয় বিপরীত। এটা এর আগেও প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে যে হরতাল-অবরোধ চলছে, এটাও আগের মতো ধুকে ধুকে নিস্তেজ হয়ে যাবে। নেতারা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে এসব আউটসোর্সিং কাজে লাগবে না।

শাসকদল যদি কোনো অন্যায্য, অন্যায় কাজ করে যেতে থাকে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, সঠিক কর্মপন্থা নিয়ে। সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন করার পরে নিজের দলের নেতা-কর্মীরা সম্পৃক্ত হবেন। সেই সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে সাধারণ জনগণকে, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনকে। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে, লাখ লাখ জনতা সারা দেশের প্রতিটি শহর-বন্দরে নেমে এসে সমস্বরে চিৎকার করবে, 'এই শাসন চাই না'; তখনই সফল হবে আন্দোলন-সংগ্রাম। যত দ্রুত এ ব্যাপারটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো উপলব্ধি করতে পারবে, তত দ্রুত জাতির মঙ্গল হবে। এ রকম আউটসোর্সিংয়ের চোরাগোপ্তা হামলা করে আন্দোলন সফল করা যাবে না। এটা জাতির জীবনে শুধু বিপর্যয় নামাবে।

ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু দলে পরিণত হবে এসব রাজনৈতিক দল। যেমন অতীতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক দল, তাদের অস্তিত্ব আজ আমাদের এ বাংলায় নেই।

আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, দেশকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে হবে। তবে সেটা করতে হবে সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, সঠিক কর্মসূচি দিয়ে। এটাই হোক আজকের দিনের সব রাজনৈতিক দলের উপলব্ধি।

তানজিন তিশা ও ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষণরেখা

অর্ণব সান্যাল

ঘটনার সূত্রপাত এক তারকার অসুস্থ হওয়া থেকে। এরপরই একজন সাংবাদিক তাঁকে একটি প্রশ্ন করে বসেন। সেই প্রশ্ন শুনেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তারকা। তার পরই আসে উড়ায় দেওয়া বা জীবনের অর্ধেক গায়েব করে দেওয়ার হুমকি। পাওয়ারের ধমকি শুনে পাল্টা অবস্থানে যান সাংবাদিকেরাও। প্রতিবাদ সমাবেশ করে আল্টিমেটাম দিয়ে ক্ষমা চাইতে বলে ওই তারকার কোনো ধরনের সংবাদ প্রকাশ না করার কথাও বলা হয়। একেবারে একে-অপরের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা যেন!

অভিনেত্রী তানজিন তিশা কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর 'আত্মহত্যার চেষ্টা' সংক্রান্ত কিছু সংবাদ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বটে। যদিও এই অভিনেত্রীর অসুস্থতার সংবাদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে এর প্রকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার কারণে এতটুকু জানি যে, ওই অভিনেত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার চেষ্টার তথ্যের সপক্ষে কিছু বলা হয়নি। তবে হ্যাঁ, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুঞ্জনটি রটেছিল বটে। তবে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সেটিকে গুঞ্জন ছাড়া অন্যকিছু বলার কোনো সুযোগ ছিল না, শিরোনামেও জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল না (অন্তত সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা মানলে তো অবশ্যই)। যদিও অনেক সংবাদমাধ্যম আত্মহত্যার চেষ্টাকে টেনে শিরোনামে এনেই সংবাদ প্রকাশ করে গেছে।

পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এর পরে। ওই ঘটনায় দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে নেওয়া যাক। মূলত একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের একজন সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করেছিলেন তানজিন তিশাকে। ওই টিভি চ্যানেলের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, 'বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটের দিকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানার জন্য যোগাযোগ করে চ্যানেল 24 বিনোদন টিম। তখন সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেন তিনি। একই সঙ্গে নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করে 'দেখে নেবেন' বলেও জানান অভিনেত্রী তিশা। তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে তিনি বলেন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেই উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি। আপনি প্রথম এই প্রশ্ন করেছেন, তাই আপনাকে ছাড় দিলাম। এরপর কেউ সাহস করে আমাকে এই প্রশ্ন করলে আর ছাড় দেয়া হবে না। তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে, এটা আমি প্রমিজ করলাম। আপনি এই কথাটা অন্য সব সাংবাদিককে বলে দেন ভাইয়া। এরপরই সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করার হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, নিউজ তো অনেক পরের কথা, আমি তো তখন উড়ায় ফেলব! বাট, এখানে মুখ দিয়েও কেউ যদি বলে বা আমি শুনতে পাই কারও নাম, তাহলে আমার পাওয়ার খাটিয়ে, এমনকি যতবড় পাওয়ার খাটানো যায়, সেই পাওয়ার খাটিয়ে আমি যা করার করব। আমি আপনাকে ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছি ভাইয়া। কারণ, এটি একজন মেয়ের জন্য খুবই সেনসেটিভ। তিশা আরও বলেন, তাদের জীবনের অর্ধেক শেষ করার জন্য যা করার আমি করব, এজন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত। এটা যেকোনো মেয়ের জন্য খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। আর আমি এখনই মুশফিক আর ফারহানকে নিয়ে কোনো কথা বলব না।

অর্থাৎ, কোনো একটি প্রশ্নে আক্রান্ত বোধ করেছেন অভিনেত্রী তিশা। কোন প্রশ্নে আক্রান্ত বোধ করেছেন, সেটি সম্পর্কে অবশ্য স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। তবে একটি জাতীয় দৈনিক যা লিখেছে, তাতে বোঝা যায় যে একজন নারীর অত্যন্ত ব্যক্তিগত শারীরিক পরিস্থিতির বিষয়টি নিয়েই জানতে চাওয়া হয়েছিল। ওই তথ্য যদি সঠিক হয় তবে আমাদের সাংবাদিকদের বুঝতে হবে যে, সব প্রশ্ন সবাইকে সব পরিস্থিতিতে করা যায় না এবং করাও উচিত নয়। কোনো নারী পাবলিক ফিগার হন বা যা-ই হন, তাঁকে অন্তত এমন প্রশ্নটি করা উচিত নয়। জ্ঞানপিপাসারও কিছু সীমা আছে। যখন সেই জিজ্ঞাসা অতি ব্যক্তিগত তথ্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার চেষ্টা করে, সেটি অভব্যতা। সাংবাদিকেরা বলতেই পারেন যে, তথ্য পাওয়া অধিকার। ঘটনার বিস্তারিত জানতে তারা প্রশ্ন করতেই পারেন, উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া তো যার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, তার ব্যাপার। কিন্তু কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলো কারও কারও ব্যক্তিগত ট্রমাকে উসকে দিতে পারে। অন্তত এই ক্ষেত্রে পাপারাজ্জিদের মতো আচরণ কোনো সাংবাদিকের কাছ থেকে কাম্য নয়।

আসলে কী প্রশ্ন হয়েছে, তার আনুষ্ঠানিক স্বীকারপত্র প্রকাশ্য নয়। তবে এটি প্রকাশ্য যে, তানজিন তিশা হুমকি দিয়েছেন। সেই হুমকিও এমন ভাষায় যাতে পাওয়ার খাটানো, চাকরি খাওয়া বা জীবনের অর্ধেক শেষ করে দেওয়ার মতো শব্দবন্ধের উল্লেখ আছে ভালোমতোই। এমন শব্দ তখনই কেউ একজন ব্যবহার করেন, যখন তার ওইসব হুমকিকে বাস্তবে রূপদানের কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকে। সমস্যা হলো, তিশার পেশাগত ইতিহাস অনুযায়ী তাঁর ঝুড়িতে থাকা উচিত উপচে পড়া জনপ্রিয়তা, এ ধরনের অভিজ্ঞতা নয়।

আবার বলা হচ্ছে যে, পুলিশের কাছে নাকি এ নিয়ে তিশা অভিযোগও করে এসেছেন। ফলে তিশার বক্তব্য শুনে আক্রান্তবোধ করা সাংবাদিকেরা ঘটা করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, সমাবেশ করছেন। তা সাংবাদিকেরা করতেই পারেন। এটি তাদের মৌলিক অধিকারই। অন্যদিকে কোনো কিছুতে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়াটাও বেআইনি কিছু নয়।

কারও কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি যে কেউ করতে পারে। তবে তা না পেলে সভা-সমাবেশ করে কোনো অভিনেত্রীর সংবাদ বর্জনের কথা বলাটা ঠিক পেশাদার নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে দাবি হয়তো আদায় হয়, কিন্তু জনমানসে খুব একটা শ্রদ্ধার আসন ধরে রাখা যায় বলে বোধ হয় না।

সমস্যা হলো, এ দেশের অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো ও এর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম বেশ কিছুদিন ধরেই ভিউ ও ক্লিকের ওপর অতিনির্ভরশীল হয়ে গেছে। ফলে সংবাদকর্মীদের ওপরও আলোচিত খবর খোঁজার চাপ থাকেই। এখন যারা সংবাদ তৈরি ও বিতরণের পুরো ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকেন, তাদের দায়িত্ব হলো – কোন সংবাদের রূপ কেমন হবে, তা ঠিক করা। কোনটা বাড়াবাড়ি, আর কোনটা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি – সেটি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে সংবাদমাধ্যমকেও বাণিজ্য করতে হয়, নইলে টিকে থাকাই কঠিন। আবার নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কেও অবগত থাকা প্রয়োজন বটে। এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতাকে স্মরণে রাখাই অবশ্য যথেষ্ঠ। তবে মাঝে মাঝেই অনতিক্রম্য সেই সীমা যে অতিক্রম হচ্ছে – সেটি স্বীকার করতেই হবে। কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার তুলনায় সোশ্যাল মিডিয়ার হিসেব-নিকেশকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনার দায় অবশ্যই বিভিন্ন মিডিয়া হাউজের বড় কর্তাদের ঘাড়েই বর্তায়। তাদেরই ঠিক করতে হবে যে, নৈতিকভাবে সৎ থেকে তারা কোন কনটেন্ট থেকে আয় করবেন, আর কোন কনটেন্ট থেকে করবেন না।

নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে, অভিনেত্রী তানজিন তিশার ঘটনায় এক পক্ষের সীমা অতিক্রম করা দেখে আরেক পক্ষও মুখের লাগাম তুলে নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকেই সমাধান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এখন দুই পক্ষই যদি একে-অন্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে সমস্যার সুন্দর সমাধানের পথে এগিয়ে যান, তবেই মঙ্গল হবে। এর বদলে দুই পক্ষই যদি একে-অন্যকে 'উড়ায় ফেলতে' চায়, তবে দিনশেষে কারোরই হয়তো আর এই মাটির পৃথিবীতে পা থাকবে না। হ্যাডমের জোরে শুধু উড়তেই থাকলে আর কীভাবেই বা থাকবে, বলুন!

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আ.লীগের মনোনয়ন পেলেন যারা

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন। ২৬ নভেম্বর রোববার বিকেলে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে ওবায়দুল কাদের এ তালিকা প্রকাশ করেন।

সব মিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে ২৯৮টি আসনে। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনাকে গতবারের মতো এবারও দেওয়া হয়েছে গোপালগঞ্জ-৩ আসন। আর নোয়াখালী-৫ আসনে থাকছেন ওবায়দুল কাদের।

কুষ্টিয়া-২ ও নারায়ণগঞ্জ-৫ আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে। এই আসন দুটিতে বর্তমানে সংসদ সদস্য যথাক্রমে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের একাংশের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও জাতীয় পার্টির নেতা সেলিম ওসমান। ২০20 সালে করোনাভাইরাস মহামারীর সময় ঢাকা-১০ আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী করা শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনকেও মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

২০১৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এমন সংসদ সদস্যদের মধ্যে খুব কমই বাদ পড়েছেন। যারা বাদ পড়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ফরিদপুর-৩), সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান (জামালপুর-৪), সাবেক পুলিশ প্রধান নুর মোহাম্মদ (কিশোরগঞ্জ-২), এনামুল হক (রাজশাহী-৪), হাজী মোহাম্মদ সেলিম (ঢাকা-৭), সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর (চাঁদপুর-১)

অনিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ : ভয়েস অব আমেরিকা

নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। ইতোমধ্যে ২৯৮ আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। তবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা- হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে, বিরোধীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়ে নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে সরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা বলছে, অনিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ।

এক প্রতিবেদনে গণমাধ্যমটি বলছে, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন আগামী ৭ জানুয়ারি দেশটির জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলেও বিরোধী দল, মানবাধিকার কর্মী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের পরিস্থিতি নির্বাচনের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন-পীড়ন অব্যাহত রয়েছে এবং সারাদেশে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন মানবাধিকার কর্মীরাও। তারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধীদের গ্রেফতারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কারাগারগুলো ভরে ফেলছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ গবেষক জুলিয়া ব্লেকনার ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, গত মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশে গুম, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্বিচারে গ্রেফতারের অসংখ্য ঘটনা নথিভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচন বয়কট করেছিল। ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে।

গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয়, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশি ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে তারা।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে বিএনপি ও তার মিত্ররা শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি অব্যাহত রেখেছে। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর বিরোধী দমন-পীড়নের ফলে প্রতিদিন শত শত বিরোধী নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

রাজবন্দিতে ভরা কারাগার

দেশে ৬৮টি কারাগার আছে। যার ধারণক্ষমতা ৪২ হাজার ৭০০। বর্তমানে তা বন্দিতে উপচে পড়ছে। সেপ্টেম্বরে বন্দির সংখ্যা ৭৭ হাজার ২০০ বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

বিএনপি বলছে, বন্দিদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ হাজার বিএনপি ও তার সহযোগী দলের রাজনৈতিক বন্দি রয়েছে। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেছেন, সরকার আসলে দেশের বৃহত্তম বিরোধী দলকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে চায়।

রিজভী বলেন, সরকার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ আমাদের প্রায় সব জ্যেষ্ঠ নেতা-কর্মীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে, যাতে আমাদের দল নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে। তিনি বলেন, গ্রেফতার এড়াতে বিএনপির লাখো নেতা-কর্মী বাড়ি থেকে দূরে আত্মগোপনে রয়েছেন। অবাধ, সুষ্ঠু ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের শর্ত এখন দেশে নেই।

আরেকটি একতরফা নির্বাচন হতে যাচ্ছে

সুশাসনের জন্য নাগরিকদের (সুজন) প্রতিষ্ঠাতা বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশে আরেকটি একতরফা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে আমাদের দুটি বড় দল রয়েছে- আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং এই দুটির একটির অনুপস্থিতিতে ভোটাররা একতরফা নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

জীবনের উদ্দেশ্য কেবল চাকরি নয়: বিল গেটস

সপ্তাহে ৩দিন কাজই যথেষ্ট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিল গেটস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কায়িক পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে আরও গঠনমূলক কাজের সুযোগ দেবে। তাই সপ্তাহে মাত্র তিন দিন কাজ করলেই হবে। সম্প্রতি এক পডকাস্টে এমন মত দিয়েছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। বিল গেটস এমন একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের জায়গা দখল করবে না বরং মানুষের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এবং এর ফলে মানুষকে সপ্তাহে মাত্র তিন দিন কাজ করলেই চলবে।

বিল গেটস বলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য কেবল চাকরি করা নয়। যদি আপনি এমন একটি সমাজ কল্পনা করেন, যেখানে আপনাকে সপ্তাহে শুধু তিন দিন কাজ করতে হবে, তাহলে সম্ভবত বিষয়টি ঠিক আছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভবিষ্যতে কায়িক শ্রমের কাজ করবে শুধু মেশিন। ফলে মানুষকে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমবে।'

ট্রেভর নোয়ার 'হোয়াটস নাও'- পডকাস্টে প্রযুক্তি ও মানুষের জীবনে কাজ নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন বিল গেটস। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কর্মসংস্থানকে হুমকির মুখে ফেলবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে বিল গেটস বলেন, 'গঠনমূলক কাজগুলোতে মানুষের সময় বাঁচাবে এআই।'

চলতি বছরের শুরু থেকে হামেশাই শিরোনামে দেখা গিয়েছে 'এআই'-এর নাম। এমন এক ব্যবস্থা যা অনায়াসে মানুষের কাজ করে দিতে পারে। তাও কারও হস্তক্ষেপ ছাড়াই। অনেকেই এমনটাও বলতে শুরু করেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই মানুষের প্রয়োজন পড়বে না। সব কাজ করবে এআই। বাস্তবে অবশ্য এমন ঘটনা হয়েওছিলো। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চাকরি গিয়েছিলো হাজার হাজার মানুষের। বিশেষত কর্পোরেট জগতে এই কোপ পড়েছিলো মারাত্মক হারে। আর সবকিছুর নেপথ্যে দায়ী করা হয়েছিলো এআই-কেই। এ প্রসঙ্গেই সপ্তাহে তিন দিন কাজের কথা শুনিয়েছেন বিল গেটস।

বিল গেটস বলেন, 'প্রযুক্তির অগ্রগতি যদি স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যায় এবং সরকার যদি ওই সব পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নাগরিকদের সহায়তা করে, তাহলে তা মানবজীবনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সবার নিজের দক্ষতা বাড়ানো উচিত। সফটওয়্যার সবকিছুর উৎপাদনক্ষমতা বাড়ায়। কায়িক পরিশ্রম থেকে মুক্ত হলে বয়স্ক ব্যক্তিদেরও ভালোভাবে সাহায্য করা যাবে। তবে নিজের দক্ষতার সঙ্গে মিলে গেলেও কায়িক পরিশ্রমের চাহিদা সব সময় থাকবে।'

নৌকার মনোনয়ন নেওয়া

শাহজাহান ওমরকে বহিষ্কার বিএনপির

ঢাকা অফিস

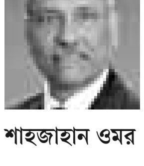

শাহজাহান ওমর

ঝালকাঠি-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় দলের ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমরকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি।

৩০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকালে নিজেই আওয়ামী লীগের হয়ে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার ঘোষণা দেন শাহজাহান। এসময় তিনি বিএনপি থেকে পদত্যাগ করবেন বলেও জানিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমানের দল থেকে বঙ্গবন্ধুর দলে যাওয়াকে নিজের পদোন্নতি হিসেবেই দেখছেন বিএনপির এই সাবেক এমপি।

বহিষ্কারাদেশে বলা হয়, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং বিএনপির গঠনতন্ত্র মোতাবেক মুহাম্মদ শাহজাহান ওমরকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এর আগে মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন বৃহস্পতিবার ঝালকাঠি-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেন শাহজাহান ওমর।

ফিক্সড মর্টগেজ রেট-কম আর্থিক আঘাত আনে

এইচ বি রিতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির মালিকরা, ৩০ বছরের ফিক্সড রেট মর্টগেজে থাকার কারণে ক্রমবর্ধমান মর্টগেজ রেট বৃদ্ধি থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে গোল্ডম্যান স্যাকসের অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণ অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, রেট বৃদ্ধির কারণে বন্ধকের হার ২০২১ সালের জানুয়ারীতে সর্বনিম্ন ২.৬৫ শতাংশ থেকে গত মাসের শেষের দিকে ৭.৭৯ শতাংশে বেড়েছে। অন্য কোনো দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ৩০-বছরের ফিক্সড মর্টগেজ রেট স্ট্যান্ডার্ড নেই, তাই এই হার বৃদ্ধি অন্যান্য দেশের পরিবারের বাজেটকে কঠিনভাবে আঘাত করলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ির মালিকরা স্থিতিশীল থাকছেন।

অর্থনীতিকে ধীরগতি এবং দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি দমন করার প্রয়াসে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি এবং অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি তাদের বেঞ্চমার্ক সুদের হার বাড়াচ্ছে, বন্ধক এবং অন্যান্য ভোক্তা ঋণের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াতে মর্টগেট রেট পরিবর্তনশীল বলে ২০২৩ সালে বাড়ির মালিকদের ৭ শতাংশ এর বেশি নিষ্পত্তিযোগ্য আয় কেড়েছে যা ২০১৯ সালে প্রায় ৫ শতাংশ থেকে বেড়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, এর বিপরীতে, অফারটি খুব কমই স্থানান্তরিত হয়েছে, মহামারীর আগে যেমন ছিল ৩ শতাংশ। বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের সাথে গোল্ডম্যানের প্রধান অর্থনীতিবিদ জ্যান হ্যাটজিয়াসের বিশ্লেষণ অনুসারে, এই সংখ্যাটি সামান্য বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে কারণ বাড়ির মালিকরা আজকের নতুন, উচ্চ হার ঋণে রয়েছে।

প্রতিটি দেশে বন্ধকী ঋণের মাত্রা, সেইসাথে রিয়েল এস্টেটের দাম এবং অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে উচ্চ মর্টগেজ রেট, আর্থিক আঘাত হানে। তবে তথ্যগুলি দেখায় যে ৩০ বছরের ফিক্সড রেটের চুক্তির দ্বারা মার্কিন পরিবারগুলির তহবিল কতটা সুরক্ষিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে ৩০ বছরের ফিক্সড রেট মর্টগেজ এর কারণে বাড়ি কেনা সহজ হয়ে উঠে। এটি সরকার-স্পন্সরকৃত উদ্যোগ, ফ্যানি মে এবং ফ্রেডি ম্যাক ইন্টারপ্রাইসগুলো ঋণদাতাদের কাছ থেকে চুক্তি ক্রয় করে নেয় এবং নিশ্চিত করে যে তারা সামান্য ঝুঁকিতেও এই ধরনের ঋণ প্রদান করা চালিয়ে যাবে। তবে এই এই কাস্টম এর সমালোচক আছে। এটি ২০০৮ সালের আর্থিক জরুরী অবস্থার মধ্যে পড়েছিল এবং ফ্যানি এবং ফ্রেডির করদাতাদের অর্থায়নে বেলআউট দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছিল। তবু গোল্ডম্যান শ্যাক্সের পরীক্ষা দেখায় কেন এটি এত জনপ্রিয়। এই এন্টারপ্রাইজ দীর্ঘ সময় বন্ধকী পেমেন্ট লক করার মাধ্যমে, বাড়ির মালিকদের অর্থনীতির উত্থান-পতন থেকে কিছুটা হলেও নিজেদের রক্ষা করতে সুযোগ দেয়। ৩০ বছরের ফিক্সড মর্টগেজ রেট ২০২৪ সালে ৬.১ শতাংশ থেকে এবং ৭.১ শতাংশ এর মধ্যে কমে যাওয়ার আশা করা হচ্ছে। হার কমার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে, বাড়ির ক্রেতারা এখনই বাড়ি কেনার কথা বিবেচনা করতে পারেন এবং পরের বছর রিফাইনান্স করতে পারেন।`

'টু গাজা ফ্রম ঢাকা' - গাজায় চলা গণহত্যার প্রতিবাদে কনসার্ট

ঢাকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনে গণহত্যার প্রতিবাদে ও যুদ্ধবিধ্বস্ত অসহায় বেসামরিক জনগণের খাবার ও চিকিৎসা সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশের সংগীতশিল্পীদের আয়োজনে 'টু গাজা ফ্রম ঢাকা' শিরোনামের একটি কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ নভেম্বর শুক্রবার বিকেলে হাতিরঝিলের অ্যাম্ফিথিয়েটারে এই কনসার্টের আয়োজন করে আর্টিস্ট অ্যাগেইনস্ট জেনোসাইড ফ্রন্ট। কনসার্টটি বেলা তিনটায় শুরু হয়ে গভীর রাতে শেষ হয়।

আয়োজকেরা জানান, কনসার্টের টিকিট বিক্রির পুরো টাকা গাজায় যুদ্ধাহত মানুষের জন্য আর্থিক সহায়তা হিসেবে পাঠানো হবে। যে কারণে কনসার্টে অংশ নেওয়া কোনো ব্যান্ড দল ও শিল্পী কেউই পারিশ্রমিক নেননি। পাশাপাশি অনলাইনেও গাজার বাসিন্দাদের জন্য আর্থিক সহায়তা সংগ্রহ করা হয়।

ছাড়া কনসার্ট দেখতে যাওয়া মানুষের কাছে স্মারক হিসেবে টি-শার্ট ও গাজার ঐতিহ্য জলপাই গাছের ছবি সংবলিত বিশেষ পোস্টার বিক্রি করেন আয়োজকেরা। ছিল হালকা খাবার বিক্রির স্টল গ্রিন অ্যান্ড পিপার রেস্তোরাঁ ও আকিজ গ্রুপের মোজো স্টল। এসব টি-শার্ট, পোস্টার ও খাবার বিক্রির লাভের টাকাও আর্থিক সহায়তা হিসেবে গাজায় পাঠানো হবে বলে জানান আয়োজকেরা।

এই কনসার্ট থেকে সব মিলে ১২ লাখ ৭২ হাজার ১৩২ টাকা সংগ্রহ হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। এর মধ্যে আকিজ গ্রুপ মোজোর যে স্টল দিয়েছিল, সেখান থেকে লাভের ৫০ হাজার টাকা গাজাবাসীর সহায়তায় দান করে। অর্জিত অর্থ 'রেড ক্রিসেন্ট' অথবা 'প্যালেস্টাইন চিলড্রেন্স ফান্ড'-এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত অসহায় বেসামরিক জনগণের খাবার ও চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে। কনসার্টের অন্যতম আয়োজক কার্টুনিস্ট মোরশেদ মিশু এ তথ্য জানিয়েছেন।

কনসার্টের শুরুতে গান পরিবেশন করে ব্যান্ড দল হাতিরপুল সেশনস, মুনফ্লাওয়ার প্রজেক্ট, ফিরোজ জং, মরুভূমিসহ শিল্পী মুয়িজ মাহফুজ ও অভিষেক ভট্টাচার্য। এ সময় শিল্পী ও ব্যান্ড দলগুলো বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় গান গেয়ে গাজায় গণহত্যার প্রতিবাদ জানান।

কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন গীতিকবি লতিফুল ইসলাম শিবলী। তিনি পঙ্গু, দুই পা হারা ফিলিস্তিনি যোদ্ধা ফাদি আবু সালাহকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। পরে একে একে মঞ্চে গান পরিবেশন করেন শিল্পী আসির আরমান, র‍্যাপ গানের ব্যান্ড দল ব্ল্যাক জ্যাং, হাইওয়ে ও শিল্পী মাশা ইসলাম।

কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় আসা ফিলিস্তিনের দোজা মেহসিন নামের এক নারী। তাঁকে মঞ্চে ডাকা হলে তিনি বলেন, 'আমার দেশের জন্য, মানুষের জন্য আপনাদের সংহতি দেখে ভালো লাগছে। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে ফিলিস্তিনকে একদিন স্বাধীন করব।'

এরপরে মঞ্চে গান পরিবেশন করেন শিল্পী আহমেদ হাসান সানি। তাঁর গাওয়া 'প্রিয় পৃথিবী ছেড়ে আমরা যাব না কোথাও' গানটির সঙ্গে প্রতীকী শিশু সন্তানের কাফনে মোড়ানো লাশ নিয়ে অভিনয় করেন শিল্পী জাকিয়া বারী মম। এর সঙ্গে প্রতিবাদী লেখা ছিল 'শিশুরা যখন ঘুমায় তখন চুপ থাক, তাদের যখন হত্যা করা হয় তখন না।'

অভিনয় শিল্পী জাকিয়া বারী মম বলেন, 'পৃথিবীর কোথাও আমরা কোনো যুদ্ধ চাই না। মানুষের জন্য, মানবতার জন্য সুন্দর পৃথিবী চাই।'

পরে ব্যান্ড দল 'মাকসুদ ও ঢাকা' তাদের প্রতিবাদী গান সামাজিক কোষ্ঠকাঠিন্য পরিবেশন করে। ২০১৮ সালে সিরিয়া যুদ্ধে নিহত শিশুদের উৎসর্গ করে লেখা 'ছোট পাখি' গানটি পরিবেশন করে ব্যান্ড দল সহজিয়া।

'সিনেমার মতো' জনজীবন বদলাতে চান ফেরদৌস

ঢাকা অফিস

ফেরদৌস আহমেদ

মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ঢাকা-১০ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ফরম সংগ্রহ করেছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।'

প্রার্থী হিসেবে নিজেকে যোগ্য দাবি করে ফেরদৌস বলেন, 'আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি। নিজের ব্যক্তি, পারিবারিক জীবনে কোনো শত্রু নেই। সবাই আমার বন্ধু। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পর থেকে সবার কাছ থেকে বেশ সাড়া পাচ্ছি।' ঢাকা-১০ আসনে চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে 'হঠাৎ বৃষ্টি' খ্যাত এই নায়ক বলেন, 'আসনটি যে এলাকার মধ্যে পড়েছে, সেটি দেশ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। এখানে নির্বাচিত হলে সংসদ সদস্য হিসেবে আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হবে।'

রাজনীতিতে হুট করে আগমন নয়, ফেরদৌস বরাবরই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'গত ১০ বছর আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পারিবারিকভাবে আমরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।' তিনি আরও বলেন, সিনেমায় আড়াই ঘণ্টায় একটি জনজীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে নায়ক। সেখানে পাঁচ বছরে একটি এলাকায় অনেক কিছু করা সম্ভব।

গত রোববার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রার্থী হিসেবে ফেরদৌসের নাম ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

গ্রেটার চট্টগ্রাম এসোসিয়েশান অব মিশিগানের নতুন কমিটির অভিষেক

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে গ্রেটার চট্রগ্রাম এসোসিয়েশান অব মিশিগানের নতুন কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় হ্যামট্রাম্যাক শহরের 'গেইট অব কলম্বাস' এ সংগঠনের নতুন কমিটির অভিষেক, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর কেক কাটার মাধ্যমে প্রথম পর্বের শুরু হয়। হল ভর্তি দর্শক শ্রোতাদের করতালির মাধ্যমে গ্রেটার চট্রগ্রাম এসোসিয়েশান অব মিশিগানের নতুন কমিটির সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। গিয়াস উদ্দিন তালুকদারকে সভাপতি ও মোহাম্মদ ফিরোজকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্যের কমিটির অভিষেক হয়। নতুন কমিটির সদস্যরা নতুন প্রজন্মকে বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিস্তারে কাজ করবেন বলে জানান। তারা আরো বলেন, নতুন যারা ইমিগ্রেন্ট হয়ে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছেন তাদেরে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন হ্যামট্রাম্যাক শহরের মেয়র আমীর গালিব। তিনি মিশিগানে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তিনি গ্রেটার চট্রগ্রাম এসোসিয়েশান অব মিশিগান ইনক এর নতুন কমিটির সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্যবৃন্দসহ কমুউনিটির প্রবীন ও নবীন নেতৃবৃন্দ। সবশেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে নৃত্য, সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগঠনের সদস্য, সদস্যাসহ স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীরা। অনুষ্ঠানে গ্রেটার চট্রগ্রাম এসোসিয়েশান অব মিশিগানের নেতৃবৃন্দ, সংগঠনের সদস্য, সদস্যাসহ মিশিগান প্রবাসী বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নৌকার প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় কামরুল হাসানকে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার অভিনন্দন

স্বীকৃতি বড়ুয়া

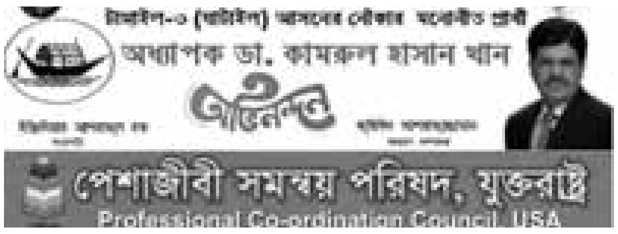

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসন থেকে নৌকার প্রার্থী মনোনীত হওয়ায় পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান-কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা।

এক বিবৃতিতে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষে সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল হক ও সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের আশার ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশ রত্ন শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনের জন্য যোগ্য প্রার্থী ডা. কামরুল হাসান খান-কে মনোনয়ন দিয়েছেন। তারা বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. কামরুল হাসান খান একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর দেশের সব প্রগতিশীল পেশাজীবী সংগঠন নিয়ে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের মহাসচিব হিসেবে দেশের প্রয়োজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের সব চিকিৎসক, পেশাজীবী, নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, টাঙ্গাইলের মাটি ও মানুষের নেতা ডা. কামরুল হাসান খান আগামী নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনটি জননেত্রি শেখ হাসিনাকে উপহার দিয়ে সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আসীন হবেন।

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue	170-12 Highland Avenue
LIC, NY 11106	Jamaica Estates, NY- 11432
Tel: 718-383-4500	www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

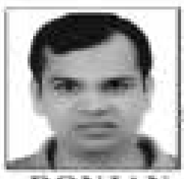

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাজার ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

'সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক' ত্রয়োদশ বছর পূর্ণ করলো

পলি শাহীনা

লেখক, সাহিত্যানুরাগীদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ' সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক ' ২৪ নভেম্বর ত্রয়োদশ বছর পূর্ণ করলো। মানুষের হৃদয়ে তেরো বছর আগে প্রতিষ্ঠানটির বীজ বপন করা হয়। পুরো আসরটি সঞ্চালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। তিনি প্রয়াত লেখক মনসুর আলী সহ যাঁরা প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে ছিলেন তাঁদের সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সাহিত্য একাডেমির রয়েছে পর্বতসদৃশ্য অজস্র ভালোবাসাময় স্মৃতির প্রাচীর। আসরে আগত সকলে সাহিত্য একাডেমিকে ঘিরে প্রাণখুলে স্মৃতি রোমন্থন করেন, শুভেচ্ছা জানান, সঙ্গে দৃঢ় প্রত্যয়ী মোশাররফ হোসেন এবং তাঁর সহযোগীদের সংগঠনটি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সঙ্গে সকলে মিলে বর্ষপূর্তির কেক কাটেন। তিনি বলেন, সাহিত্য একাডেমি আমাদের প্রাণের মেলা। সৃজনশীল সকল ক্ষেত্রের মতো লেখালেখিতেও অসাধারণ সব প্রতিভাবান লেখকরা এখন লিখছেন। প্রবাসী লেখক বলে কিছু নেই, সকলে বাংলা সাহিত্যের লেখক। আসরে উপস্থিত সিনিয়র, জুনিয়র সহ অনেক লেখক রয়েছেন যাঁরা বাংলাদেশে থাকলে তাঁদের নাম আরো বেশী উচ্চারিত হতো। প্রবাসে সাহিত্য চর্চায় সাহিত্য একাডেমি যে অবদান রাখছে, সেটি অনন্য এক দৃষ্টান্ত।

লেখক মঞ্জুর আহমেদ বলেন, ২০০১ সাল থেকে পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করে আজ অবধি জড়িত আছি। শুরুর দিকে পত্রিকার জন্য স্থানীয় লেখকদের খুব কম লেখা পেতাম। আজ আনন্দের সঙ্গে জানাই, স্থানীয় লেখকরা কবিতা- গল্প- প্রবন্ধ খুব ভালো লিখছেন। নিউইয়র্কের সাহিত্য অঙ্গন আজ খুব সমৃদ্ধ। সাহিত্য একাডেমিতে উপস্থিত অনেকের লেখা পাই, লেখাগুলো খুবই উন্নতমানের।

লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, আমরা এমন এক সময় উৎসবে মিলিত হয়েছি যখন খুবই দুঃসময়। আমাদের সামনে মানুষ মারা যাচ্ছে পাখীর মতো। গাজায় প্রায় ৬০০০ শিশু মারা গেছে। সাহিত্য একাডেমি এবং সকল লেখকদের পক্ষ হতে যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করছি, দাবী করছি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হোক। লেখকের বড় কাজ অন্যের মধ্যে আশা জাগানো। কবিতা মানুষকে বিশ্বাস, আশা যোগায়, পথ দেখায়। আমরা যেন সে কবিতা লিখি যে কবিতা মানুষকে পথ দেখাবে। বিশ্বাস করি সে কবিতা সাহিত্য একাডেমির কেউ লিখবে।

লেখক ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে ঢুকে অনেক নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছি। আজ আমাদের উৎসবের দিন। গত তেরো বছর ধরে আমরা একে অপরের স্বরচিত পাঠ শুনে, সহযোগীতা করে এখানে পৌঁছেছি। সাহিত্য একাডেমি উন্মুক্ত জায়গা। যে কেউ এখানে আসতে পারে, যোগ দিতে পারে। সাহিত্য একাডেমির বড় গুণ সবাইকে আপন করে নেয়। লেখা এবং লেখা প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য একাডেমি লেখকদের ওই মধ্যবর্তী সময়টার যত্ন নেয়।

লেখক আবেদীন কাদের বলেন, তেরো বছর ধরে একটি সাহিত্য সংগঠন চালিয়ে নেয়া সহজ কাজ নয়। সাহিত্য একাডেমি নিয়মিত আসর করছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক, লেখক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন বলেন, আসরে উপস্থিত অনেকেই আমার পত্রিকায় লেখেন। এখানে লেখালেখি করে কেউ অর্থ পান না। কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যেও যে আপনারা লিখছেন সেটাই যথেষ্ট। নিউইয়র্কের সাহিত্যাঙ্গনে সাহিত্য একাডেমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন, তাঁরা সকলকে একসঙ্গে যুক্ত রাখেন।

লেখক নীরা কাদরী বলেন, কবি শহীদ কাদরীর উৎসাহে আমি সাহিত্য একাডেমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম। সাহিত্য একাডেমির মতো নিয়মিত সাহিত্য আসর এই শহরে আর কোথাও হয় না। সাহিত্য একাডেমির সঙ্গে আছি, এবং থাকব।

নাট্যব্যক্তিত্ব, লেখক রেখা আহমেদ বলেন, সাহিত্য একাডেমি বড়, ছোট সকলকে একসঙ্গে একই জায়গায় যুক্ত করতে পেরেছে, এটি অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। মুক্তিযোদ্ধা, লেখক মোহসীন আলী বলেন, ১৯৮৬ সালে প্রথম এই দেশে যখন আসি তখন এমন সাহিত্য আসর ছিল না। আজ সাহিত্য একাডেমির তেরোতম বার্ষিকীতে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, এখানে নতুনরা অনেক ভালো লিখছে। সাহিত্য একাডেমিতে এসে নতুনদের অসাধারণ স্বরচিত পাঠ শুনে খুব ভালো লাগে। সাহিত্য একাডেমি নতুনদের জন্য লেখালেখির আবহ তৈরি করছে। আশা করি, বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে নতুনরা একদিন সুনাম অর্জন করবে।

কবি শামস আল মমীন বলেন, এই শহরে যারা নতুন লিখছে তাদের জন্য সাহিত্য একাডেমি একটি অনুপ্রেরণামূলক প্লাটফর্ম। সাহিত্য সংগঠন নিয়মিত চালানো কঠিন কাজ, সাহিত্য একাডেমি সে কঠিন কাজটি করছে।

লেখক এ বি এম সালেহ উদ্দিন বলেন, এমন শীতার্ত সন্ধ্যায় আমরা সাহিত্য একাডেমিতে একসাথ হয়েছি প্রাণের টানে। আমাদের সাহিত্য শুধু কল্পনা নির্ভর না হোক, হোক মানবতার। একদিন হয়ত নিউইয়র্কের সাহিত্যিকদের অন্যরা অনুসরণ করবে।

লেখক আবু সায়ীদ রতন বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে এলে আরো ভালো লেখার তাগিদ অনুভব করি। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সাহিত্য পাতা আলোকিত করে রাখেন সাহিত্য একাডেমির অনেকেই।

লেখক রাণু ফেরদৌস বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে আসার পর নিয়মিত কবিতা লিখি, পড়ি। এখানে এসে অন্যের লেখা শুনে অনুপ্রাণিত হই। সাহিত্য একাডেমি একটি পরিবারের মতো।

বাফার প্রতিষ্ঠাতা ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, একটি সংগঠন নিয়মিত পরিচালনা করা কঠিন কাজ। সাহিত্য একাডেমি হতে আমাদের শেখার আছে। সাহিত্য একাডেমি অনেকদূর এগিয়ে যাক।

লেখক আকবর হায়দার কিরণ বলেন, সাহিত্য একাডেমির শুরু হতে যাঁদের দেখেছি তাঁদের অনেককে আজ দেখে ভালো লাগছে। সাহিত্য একাডেমির এই যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শহীদ উদ্দিন বলেন, সাহিত্য বুঝি না, এখানে আসি আমার প্রিয় মানুষরা আসেন, তাই।

লেখক স্বপন বিশ্বাস বলেন, আমি সাধারণত কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হই না। সাহিত্য একাডেমিতে এসে মনে হচ্ছে, ভুল করি নাই। যেখানে দু'জন লেখক বন্ধু বেশীদিন একসঙ্গে চলতে পারেন না, সেখানে লেখকের সংগঠন সাহিত্য একাডেমি তেরো বছরে পৌঁছালো কীভাবে, এটি আমার কাছে বিস্ময়!

আবৃত্তিকার আবীর আলমগীর বলেন, তারুণ্যের সময় হতে এই শহরে আছি, অনেক সাহিত্য আসর দেখেছি, কয়েক বছর পর বন্ধ হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে সাহিত্য একাডেমি তেরো বছর পার করছে, তাদের ধন্যবাদ। তিনি কবি বেনজির শিকদারের কবিতা আবৃত্তি করেন।

নাট্যব্যক্তিত্ব এজাজ আলম বলেন, সাহিত্য একাডেমি এগিয়ে যাক স্বমহিমায়। তিনি নবারুণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতা পাঠ করেন। আবৃত্তিকার কবির কিরণ বলেন, সাহিত্য একাডেমি আমার কাছে একটা অন্যরকম উদ্দীপনার নাম। যাঁরা লিখছেন আপনারা সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবেন।

গীতিকার মাহফুজুর রহমান বলেন, আমি এসেছি সাহিত্য একাডেমিকে সমর্থন যোগাতে, সাহস যোগাতে, এটি আমার দায়িত্ব মনে করেছি।

ওকলাহোমা থেকে আগত আবৃত্তিকার দিনাত জাহান বলেন, আমার শহরে সাহিত্য চর্চার তেমন সুযোগ নেই। এমন সমৃদ্ধ সাহিত্য আসরে যোগ দিতে পেরে খুশি হয়েছি। তিনি শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে-আমেরিকানদের ৯.৮ বিলিয়ন ডলারের শপিং

এইচ বি রিতা

আমেরিকানরা এই বছর ব্ল্যাক ফ্রাইডে শপিংয়ে অনলাইন ব্যয়ের রেকর্ড গড়েছে। অ্যাডোবি এনালিস্ট রিপোর্ট অনুসারে, ক্রেতারা শুক্রবার ৯.৮ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যা গত বছরের থেকে ৭.৫ শতাংশ বেশি।

অ্যাডোবি ডিজিটাল ইনসাইটসের প্রধান বিশ্লেষক বিবেক পান্ডে বলেন, ব্ল্যাক ফ্রাইডে ক্রয় বৃদ্ধিতে আবেগের ভূমিকা থাকতে পারে কারণ অনলাইন বিক্রয়ের $৫.৩ বিলিয়ন মোবাইল কেনাকাটা থেকে এসেছে।

ক্রেতারা মূল্য-সংবেদনশীল হোন। সারা বছর ক্রেতারা অপেক্ষায় থাকেন ব্ল্যাক ফ্রাইডে-দিনটির জন্য। এ দিনে সব ধরনের কেনারাটায় থাকে মূল্যছাড়। অ্যামাজন এবার আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্ল্যাক ফ্রাইডে ডিসকাউন্ট দিয়েছে।প্রাইম মেম্বারদের জন্য ছিল সবকিছুতেই ডিসকাউন্ট। আর তাই যত দ্রুত সম্ভব ক্রেতারা ক্রয় করে নিয়েছেন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। অ্যাডোবি সমীক্ষা অনুসারে, $৭৯ মিলিয়ন বিক্রয় এসেছে "বাই নাও পে লেটার" অর্থপ্রদানের পদ্ধতি থেকে যা গত বছরের থেকে ৪৭ শতাংশ বেশি ছিল।

অ্যাডোবি রিপোর্ট দেখায়, ব্ল্যাক ফ্রাইডে-এর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বিভাগগুলি হলো খেলনা এবং গেমিং সহ স্মার্টওয়াচ এবং টেলিভিশনের মতো ইলেকট্রনিক্স। বাড়ির মেরামতের সরঞ্জামগুলি কম কেনা হযেছে। এই বছরের ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিক্রয়ের একটি মাস্টারকার্ড বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, অনলাইন বিক্রয়ের তুলনায় ইন-স্টোর বিক্রয় মাত্র ১ শতাংশ বেড়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৪ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ ক্রেতারা এখন অনলাইনেই শপিং করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে বেশি। কারণ অনলাইন শপিংয়ে পাশাপাশি দামের তুলনা করা যায় এবং আরও ভালো দামে জিনিস কেনা যায়।

অ্যাডোবি মার্কিন খুচরা ওয়েবসাইটগুলিতে এক ট্রিলিয়ন ভিজিট করে ১৮টি পণ্যের বিভাগ এবং ১০০ মিলিয়ন অনান্য আইটেম বিশ্লেষণ করে ডেটা সংগ্রহ করেছে।

ব্রঙ্কসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের থ্যাঙ্কসগিভিং দিবস পালন

শেখ শফিকুর রহমান

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম অব বাংলাদেশী কমিউটির উদ্যোগে থ্যাঙ্কগিভিং ডে পালন করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার স্ট্রালিং বাংলাবাজারের নীরব রেস্টুরেন্টে

স্থানীয় সিনিয়র বাংলাদেশী ও আমেরিকান সিনিয়র সিটিজেন ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কবিতা গান আনন্দ উৎসাহের মধ্যদিয়ে উদযাপন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি বারমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কাজী রবিউজ্জামানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যক্ষ সানাউল্লাহ, সহসভাপতি হুমায়ুন কবীর, কুমিল্লা সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক রিপন সরকার, বীরমুক্তিযোদ্ধা হালিম মুন্সি,বাংলা ক্লাবের সহসভাপতি

মমিনুল ইসলাম, আইন বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন,প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক কবি আবু তাহের চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক বীরমুক্তিযোদ্ধা এম আবু নাসির, অধ্যাপক কামাল হোসেন, সাবেক চেয়ারম্যান নাসির উদ্দীন চিনু, এমডি মফিজ উদ্দীন মাছুম।

অনুষ্ঠানে কবিতা ও গান পরিবেশন করেন কবি আবু তাহের চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা এম এ নাসির, বীরমুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ছালাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ।

উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম,সমাজ কল্যান সম্পাদক খলিলুর রহমান,। কার্যকরী সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা জাহাংগীর আলম, কর্পোরেল (অবঃ) আব্দুল মতিন প্রমূখ।

সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশভোজে টার্কি, চিকেন গ্রিল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হলেন সাবেক দুই সচিব

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেন দুই সচিব। জামালপুর-৫ আসনে নৌকার টিকিট পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব আবুল কালাম আজাদ এবং সুনামগঞ্জ-৪ আসনে পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ও নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক। জামালপুর-৫ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত বর্তমান সংসদ সদস্য মোজাফ্ফর হোসেনের স্থলে আবুল কালাম আজাদকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ-৪ আসনে বর্তমানে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী পীর ফজলুর রহমান রয়েছেন। রোববার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার টিকিটে মনোনীত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

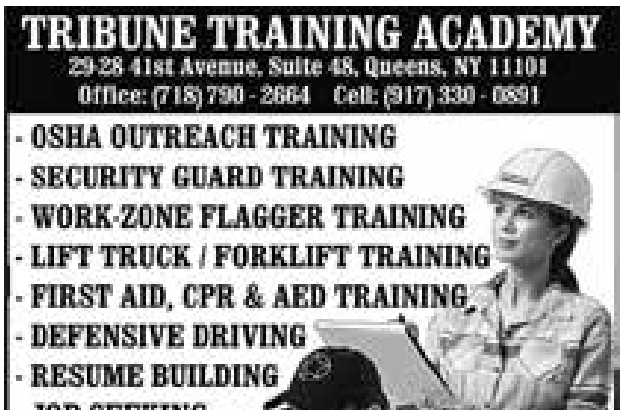

মীরসরাই উপজেলা চেয়ারম্যানকে গণসংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীর উদ্যোগে নিউইয়র্কে মীরসরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জসিম উদ্দিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে এক গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২৪ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় এ্যাস্টোরিয়াস্থ হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টের মিলানায়তনে বাংলাদেশের মীরসরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাবেক ছাত্রনেতা আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন স্বপরিবারের ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাষ্ট্র আসেন। তার এই আগমনে আমেরিকা প্রবাসী বন্ধুমহল এর পক্ষ থেকে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ। সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু। সভায় বক্তব্য করেন নাসির আহমেদ, ফখরুল ইসলাম, আজাহারুল হক মিলন, হাজী আব্দুর রহমান, লিয়াকত আলী, আজাহারুল হক খোকা, বজলুল ইসলাম, শফিউল আলম, ফেরদৌস আলম, আবদুল মোতালেব, জেসমিন আক্তার চৌধুরী, রেজবী আহমেদ, এনাম উদ্দিন, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, মিজানুর রহমান, মনিরুল ইসলাম, মোমিন সরকার প্রমুখ। সভায় প্রবাসী বন্ধুমহলের পক্ষথেকে ক্রেষ্ট উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন বলেন, গত করোনা মহামারীর সময় আমার উপজেলা মীরসরাইতে জীবনবাজী করে সকলের দুয়ারে দুয়ারে খাদ্য ও ঔষুধ যথাযথ ভাবে পৌছে দিয়েছি, আমার উপজেলায় কোন লোক খাদ্য অভাবে মারা যায় নাই, যাদের বাড়ীঘর তৈরীতে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় তাদের সাহায্য করেছি।

অনুষ্ঠান শেষে তানভীর আহমেদ সজিব গান পরিবেশন করেন।

নিউইয়র্কে উল্লাপাড়া সোসাইটির থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষে উল্লাপাড়া সোসাইটি ইউএসএ নিউইয়র্কে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানটি নিউইয়র্কে বসবাসকারি উল্লাপাড়াবাসীর মিলন মেলায় পরিনত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাবা মায়ের সাথে এ উৎসবে মেতে উঠেন।

বন্ধন তৈরি হয়েছিল আমেরিকার মূলধারার একটি উৎসবের সাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও নতুন প্রজন্মের সেতু বন্ধনের উৎসবের। ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এস্টোরিয়ার 'হ্যালো বাংলাদেশ' রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শামসুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাকিবুজ্জামান খান তনু। পরিচালনায় ছিলেন সাবেক সাধারন সাধারন সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান লিটন, বর্তমান সাধারন সম্পাদক শফিউল আলম ও মসিতুল্লাহ মাসুম। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক ফজলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডাঃ মাসুদুল হাসান, কমিউনিটি একটিভিস্ট অধ্যাপিকা হোসনেয়ারা বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা শরাফ সরকার,নিউইয়র্ক কাগজ ও সাপ্তাহিক আজকালের মনোয়ারুল ইসলাম, ডা. শাহনাজ আলম লিপি, ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম, ফজলুল হক ও আবু সেলিম রেজা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জহিরুল ইসলাম জহির। কবিতা পাঠ করেন জাফর ইমাম। রাত ১০টা অবধি উল্লাপাড়াবাসী নেচে গেয়ে থ্যাংকসগিভিং উৎসব পালন করে।

স্টেপ টু হিউম্যানিটি বাংলাদেশ 'কোস্টাল১৯' আত্মপ্রকাশ ও জাতীয় কমিটি

কানাডা প্রতিনিধি

২৫ নভেম্বর শনিবার গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, বাংলাদেশ উত্তর আমেরিকান জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে "স্টেপ টু হিউম্যানিটি বাংলাদেশ " গঠন শীর্ষক একটি সাধারণ সভায় তার জাতীয় মানবিক এ উদ্যোগ চালু করেছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ দেলোয়ার জাহিদ, যিনি ১৯টি উপ-আঞ্চলিক জেলার ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার উন্নতির কৌশল নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করেন। ফোকাস ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, দক্ষ প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশুর উন্নয়ন, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা।

দেলোয়ার জাহিদ, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত হন, সহযোগিতার উৎসকে তুলে ধরে একটি উদ্বোধনী বক্তৃতার মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি শেয়ার করেছেন যে স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন এই বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশ নর্থ আমেরিকান জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের শিকারদের সহায়তা করার জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প কমিটি গঠন ও করেছিল ।

তার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করে, জাহিদ বলেছেন, "গত ১০-১১ মাসে, আমি স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার বিশেষাধিকার পেয়েছি। ১২ নভেম্বর, তারা আমাকে নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব অর্পণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নের দিকে কাজ করার ও কম ভাগ্যবানদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য।"

জাহিদ ১৯টি উপ-আঞ্চলিক জেলায় জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশলগত দিক নিয়ে আলোচনার উপর জোর দিয়ে এই সহযোগিতার সময় হওয়া অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। প্রস্তাবিত উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা মোকাবেলা এবং স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা।

বৈঠকে, ড. আনোয়ার জাহিদ, একজন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাকারী, প্রধান আলোচক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশলগত পরিকল্পনার মুখ্য ভূমিকা তুলে ধরেন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সাবেক পরিচালক ড. কামরুল হাসান। ড. কামরুল বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু-আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সমাজতাত্ত্বিক জটিলতা মোকাবেলায় একটি চিন্তাশীল ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের মানবিক মাত্রা মোকাবেলায় সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করে একটি শক্তিশালী সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

অন্যান্য আলোচকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক খায়রুল আহসান মানিক (ইউএনবি/কুমিল্লা), অধিকার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলী আকবর মাসুম, নাসিমা আক্তার, প্রাক্তন পরিচালক, বার্ড, সাংবাদিক মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (বাসস), সাংবাদিক শামসুল হাবিব (যুগান্তর), এবং অংশগ্রহণকারী ছিলেন এসরার জাহিদ ও কোরা হাসান ইভানা।

সাংবাদিক খায়রুল আহসান জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় মৎস্যজীবী পরিবার গুলো যে চ্যালেঞ্জগুলো মুখোমুখি হচ্ছে তার টেকসই সমাধান খোঁজার ওপর জোর দেন। আলী আকবর মাসুম জলবায়ু পরিবর্তন-আক্রান্ত এলাকায় কাজের ধীরগতি এবং অ-টেকসই উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন, সুযোগ অন্বেষণ করার জন্য একটি জাতীয় সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের প্রাক্তন পরিচালক নাসিমা আক্তার নারী ও শিশুদের উন্নয়নের ওপর জোর দেন।

সাংবাদিক সাজ্জাদ হোসেন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীতে নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর জোর দেন এবং সংগঠনকে সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সাংবাদিক হাবিব তৃণভূমিতে (চর এলাকায়) মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেন, মনোযোগ ও যত্নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সভায় তিন বছরের জন্য একটি জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়:

চেয়ারম্যানঃ ড. কামরুল হাসান

ভাইস-চেয়ারম্যান: খায়রুল আহসান মানিক ও আলী আকবর মাসুম

সাধারণ সম্পাদকঃ মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: শামসুল হাবীব

অর্থ সম্পাদক: এম. ফিরোজ মিয়া

সদস্যঃ সোনিয়া রহমান

সদস্যঃ কোরা হাসান ইভানা

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মতিতে, ড. আনোয়ার জাহিদ তার উপস্থাপন করা স্মারকলিপি এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন পেশ করলে সর্বসম্মতিক্রমে পাসের পর তিনি সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।

TUITION FREE TAX SCHOOL *

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

And Join America's Fastest Growing Tax Preparation
Company for the Upcoming Tax Season.

Day, Evening & Weekend Classes are available for your convenience.

Please Contact : **718-297-3500**

LIBERTY TAX SERVICE

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435
Email: libertytaxschool101@gmail.com
(তাজমহল রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave.
Train Station, Close by F & E Train)

* The Tuition Fee is Free. The cost for books and materials varies per location.

ট্যাপট্যাপ অ্যাপে টাকা পাঠিয়ে বিড়ম্বনায় যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের হাজারো প্রবাসী ট্যাপট্যাপ অ্যাপস-এর মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে গত কয়েকদিন ধরে পড়েছেন বিড়ম্বনায়। সফটওয়্যারটির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর পর প্রাপকরা টাকা পাননি। আবার নতুন করে টাকা পাঠানোও যাচ্ছে না। অ্যাপসটির বর্তমান অবস্থা অকার্যকর হয়ে আছে। বাংলাদেশে বিকাশে টাকা পাঠাতে ট্যাপট্যাপ অ্যাপস ব্যবহার করতে হয়। এতে যারা টাকা পাঠিয়েছেন খুবই দুঃশ্চিন্তায় আছেন।

ট্যাপট্যাপ নামক অনলাইন মানিট্রান্সফার অ্যাপস-এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যুক্তরাজ্যের লক্ষাধিক গ্রাহক। মূলত বাংলাদেশে বিকাশে টাকা পাঠাতে সবাই ট্যাপট্যাপ অ্যাপস ব্যবহার করছেন। বিকাশে টাকা পাঠাতে হলে ট্যাপট্যাপ ব্যবহার করলে কোনো ট্রানজেকশন ফি দিতে হয় না, চার্জ ফ্রি এই অ্যাপসে ঝুঁকে পড়েছেন প্রবাসীরা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বাংলাদেশে বিকাশে টাকা পান প্রাপকরা। কোথাকার কোন সোর্স থেকে এই অ্যাপস পরিচালনা করা হচ্ছে তার কোনো হদিসই জানেন না অধিকাংশ প্রবাসী গ্রাহক। তারপরও ফ্রি চার্জ সুবিধার কারণে টাকা পাঠাতে সবারই প্রথম পছন্দ ট্যাপ ট্যাপ।

একশ' থেকে এক লাখ, দুই লাখ টাকার ট্রানজেকশনও করছেন অনেকেই। গত ৩ দিন যাবৎ যারা ট্যাপট্যাপ-এ টাকা পাঠিয়েছেন তাদের কারোর টাকাই প্রাপকের কাছে পৌঁছায়নি। সফটওয়্যারটি কাজ করছে না।

২৪ নভেম্বর শুক্রবার লন্ডনে বিভিন্ন এলাকার ভুক্তভোগী গ্রাহক বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেন ও ট্যাপট্যাপ সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু যুক্তরাজ্যে এর নেই কোনো অফিস, নেই কোনো পরিচিত/অপরিচিত এজেন্ট। অনলাইনেই চলছিল এই কার্যক্রম। অভিযোগের বিষয়ে ঢাকায় যোগাযোগ করা হলে বিকাশের পক্ষ থেকে বলা হয়, আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অর্গানাইজেশন (এমটিও) ট্যাপট্যাপ সেন্ড-এর অ্যাপে প্রযুক্তিগত কারণে যুক্তরাজ্য থেকে বিকাশে অর্থ স্থানান্তর সেবা সাময়িক বন্ধ ছিল, যা আবার চালু হয়েছে।

ট্যাপট্যাপ অ্যাপস চালুর পর ফ্রিতে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে- এই নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অন্ত ছিল না, কেনই বা তারা চার্জবিহীন সার্ভিস দিচ্ছে। হঠাৎ অ্যাপ বন্ধ এবং পাঠানো টাকা তুলতে না পারায় নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অনেকে টাকা খোয়া যাওয়ার ভয় করছেন।

বিকাশের হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড পিআর শামসুদ্দিন হায়দার ডালিম বলেন, আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার অর্গানাইজেশন (এমটিও) ট্যাপট্যাপ সেন্ড-এর অ্যাপে প্রযুক্তিগত কারণে যুক্তরাজ্য থেকে বিকাশে অর্থ স্থানান্তর সেবা সাময়িক বন্ধ ছিল, যা এখন আবার চালু হয়েছে।

খলিলের কুড়মুড়ে মুচমুচে ঝালমুড়ি

হাবিব রহমান

'মনে মন মিলুক
হাতে মিলুক হাত
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলুক
জিভে মিলুক স্বাদ'

বাঙালীর রসনায় দুই দুর্বলতা-চাল আর ঝাল। আর ঝালমুড়ি হচ্ছে সে দুয়ের-ই মহামিলন। বাংলাদেশের সবচেয়ে আইকনিক স্ন্যাকসগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই ঝালমুড়ি। ভোজন রশিকদের জিভে নতুনত্বের স্বাদ দিতে ব্রঙ্কসের খলিল ফুড কোর্টে নতুন সংযোজন –কুড়মুড়ে মুচমুচে ঝালমুড়ি।

বাঙালীর ঐতিহ্য এই ঝালমুড়ি এখন বাজার মাত করেছে লন্ডনেও। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত বৃটিশ শেফ অ্যাঙ্গাস ডেনুন ডানকানের হাতের যাদুতে তৈরি ঝালমুড়ি এখন ফ্রায়েড ফিসে অভ্যস্ত বৃটিশ রসনায় বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এখন ইংল্যান্ডের রাস্তা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তার ঝালমুড়ি এক্সপ্রেস। ডানকানের টুইটার এক্সপ্রেস ফলো করে এখন জানতে হয় কোনদিন, কখন, কোথায় থাকবে তার এই ঝালমুড়ি এক্সপ্রেস।

ভালোবাসার জন্মভূমি হচ্ছে পেট। পেট খুশ তো দিল খুশ। হৃদয় যদি খুশী থাকে তখন ভালোবাসার নদীতে বান ডাকে। ভালোবাসা কিংবা প্রেম সবগুলোকে সজীব রাখতে বর্ণিল খাবার-দাবারের কোন জুড়ি নেই। বাঙালীর প্রেম ভালোবাসার শুরু বাদাম চিবোতে চিবোতে। দুজনের মাঝখানে বাদামের ঠোঙ্গা রেখে খোসা ছড়িয়ে বাদামি স্বপ্ন উড়িয়েই বাঙালীর রোমান্টিকতা শুরু। তারপর ঝালমুড়ি। রিকসায় হুড তুলে কাঁচা মরিচ, শর্ষের তেল আর টক আচার মাখানো ঝালমুড়ি খাওয়ার যে কি মজা তা রসিক মাত্রই জানেন।

ঝালমুড়ির প্লেট বা ঠোঙ্গা সামনে নিয়ে প্রিয়সঙ্গ উপভোগের জন্য সবাই একটা সুন্দর পরিবেশ চায়। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় হোক কিংবা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফ্যামিলি ডিনার- ভালো খাবার ও সুন্দর পরিবেশ কে না চায়। কাজ ও পড়াশোনার চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে সবাই বন্ধু-বান্ধব কিংবা পরিবারের সঙ্গে কিছু সুন্দর সময় কাটাতে চায়। আর তার সবই আছে ব্রঙ্কসের খলিল ফুড কোর্টে। দেশী বিদেশী নানা খাবারের চমৎকার আয়োজনে সমৃদ্ধ এই খলিল ফুড কোর্টে আছে দেশীয় ঐতিহ্য আর গ্রাম বাংলার আমেজ। উপভোগ করুন ঝালমুড়ি সহ অন্যান্য খাবার। এক ছাঁদের নীচে বসে উপভোগ করুন ঝালমুড়ি, শীতের পিঠা সহ ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী এবং চাইনিজ খাবারের স্বাদ। এখানে পার্টি করার ব্যবস্থাও আছে।

'খিদে' নামের একটি ছড়া লিখেছিলেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশে জনপ্রিয় ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন। ছড়াটি শুরু হয়েছে এভাবে, 'আবদুল হাই/ করে খাই খাই/ এক্ষুণি খেয়ে বলে/ কিছু খাই নাই।'

আশপাশে একটু খুঁজে দেখুন, ছড়ার 'আবদুল হাই'য়ের মতো অনেককেই পাবেন। কানে কানে বলছি এরা কিন্তু সবাই খলিলে একবার হলেও ঘুরে গেছে। এমনি 'আবদুল হাই' হতে পারেন আপনি নিজেও। তা হলে বুঝবেন কিছুক্ষণ আগে খেয়েও আবদুল হাইদের বারবার খিদে লাগে কেন?

কুয়েতে ফেনী ডেভেলপমেন্ট কমিটির অভিষেক

আলাল আহমেদ, কুয়েত

২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৮ টায় কুয়েত সিটির এক অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি ফারুক আনন্দের সভাপতিত্বে ও নুর আলম মোল্লা ও সাজ্জাদ মিয়াজির যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনী ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি FDC কুয়েতের উপদেষ্টা নাসির উদ্দিন খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আব্দুল ওয়াব , নুরুল আফসার সবুজ , কামরুল হাসান। এ সময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ফয়েজ কামাল, অতিথি হিসেবে

সভাপতি মনিরুজ্জামান, সা.সম্পাদক শাহরিয়ার সাকু

পোল্যান্ড আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি

বকুল খান, পোল্যান্ড

ইউরোপ জুড়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রীতি সম্মিলন এবং বিশেষ সাধারণ সভা করছে পোল্যান্ড আওয়ামী লীগ | ২৪ নভেম্বর শুক্রবার রাজধানী ওয়ারশর একটি অভিজাত হলরুমে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামীলীগ নেতা ডা: খলিলুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন এম নজরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মজিবুর রহমান | দুইপর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠান যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন শাহরিয়ার সাকু, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এরশাদুর রহমান ও মাসুদুর রহমান তুহিন। বক্তব্য রাখেন শরীফ আহমেদ , এহতেশামুল হক সেতু ,তানিয়া আফরিন, হাফিজুল ইসলাম মুরাদ , পলিন , আওয়ামীলীগের নেতা দেলোয়ার হুসেন অপু ,সজীব চন্দ্র দাশ , জহির আহমেদ , মাসুদুর রহমান দোলন, শান্তনু দেবনাথ ,নয়ন আহমেদ , এনামুল হাসান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় সকল শহীদ ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম. নজরুল ইসলাম বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে ,স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে সকল মুজিব সৈনিকদের একযোগে কাজ করতে হবে। প্রবাসে এখন বাংলাদেশ পরিচয় দিলে , বিদেশিরা প্রশংসা করে, একজন বাংলাদেশী হিসেবে তখন নিজেকে গর্বিত মনে হয়।

হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতির অভিষেক

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএর অভিষেক। ২৬ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এ অভিষেকে সংগঠনের সাময়িকী প্রকাশনাও অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের বিদায়ী ও নব নির্বাচিত সভাপতি মো: আজদু মিয়া তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: দেলোয়ার হোসেন মানিক ও অভিষেক কমিটির সদস্য সচিব ইমরান আলী টিপু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লং আইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলেটারস'র ডিরেক্টর, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব রিয়েলেটরস নিউইয়র্ক স্টেট এসোসিয়েশন অব রিয়েলের্টস'র স্টেট এন্ড লোকাল পলিসি মেকার রব চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জালালবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এর সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ডিস্ট্রিক্ট-৪ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সাবেক সিনিয়র পাইলট ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল ফারুক।

এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন, নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক সভাপতি শাহ ফয়েজ উদ্দিন ফজলু, নির্বাচন কমিশনার ও লাখাই ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, সাবেক সভাপতি ও সাময়িকী হৃদয়ে হবিগঞ্জ'র সম্পাদক মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক সহ-সভাপতি হাজী আব্দুল মছব্বির, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মোঃ আছকির, মূলধারার রাজনীতিক হাসান আলী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন বিদায়ী কমিটির ধর্ম ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক সৈয়দ মোশাররফ হোসেন। সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হবিগঞ্জ প্রবাসীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানের নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দিন।

২০২৩-২০২৫ সালের ১৯ সদস্যের কার্যকরী কমিটির সভাপতি মোঃ আজদু মিয়া তালুকদার ও

সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার হোসেন মানিক। কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন সহ-সভাপতি আতাউর রহমান ও সাব্বির হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ টিপু, কোষাধ্যক্ষ রুবেল মিয়া প্রমুখ।

জীবন্ত মাছি মানুষের পেটে!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের ৬৩ বছর বয়সী এক ব্যক্তি । লক্ষণ শুনে চিকিৎসকের ধারণা করেন, ওই ব্যক্তি কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন । এর জন্য তাঁর কোলনোস্কপি করা হয় বিষয়টি নিশ্চিত হতে। অন্ত্রের মধ্যে ক্যামেরা কিছু দূর (ট্রান্সভার্স কোলন) যাওয়ার পর যা দেখা গেল, তা দেখে চিকিৎসকরা হতভম্ব। সেখানে বসে আছে অক্ষত অবস্থায় এক জীবন্ত মাছি। এই অদ্ভুত ঘটনাটি এই বছর ২০২৩ সালেই ঘটেছে।

আমেরিকান জার্নাল অব গ্যাস্ট্রোএনটারোলজিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ইউনিভার্সিটি অব মিজৌরি স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসকেরা বলেন, কোলনোস্কপির মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায়, এই ঘটনা তার মধ্যে বিরল। কীভাবে একটি জীবন্ত মাছি ট্রান্সভার্স কোলনে উড়ে বেড়াচ্ছে, এটি এক রহস্য। ওই রোগী বলেন, তাঁর কোনো উপসর্গ ছিল না। কীভাবে মাছি তাঁর শরীরে ঢুকল, সে সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। ওই রোগী বলেন, কোলনোস্কপির জন্য তাঁকে খালি পেটে যেতে বলা হয়েছিল। সে জন্য তিনি আগের দিন শুধু তরল খাবার খেয়েছিলেন। ২৪ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা শুরুর আগের সন্ধ্যায় তিনি পিৎজা ও লেটুস খেয়েছিলেন। তবে সেই খাবারে মাছি ছিল বলে তাঁর মনে পড়ছে না।

মানুষের অন্ত্রে মাছি ও এদের লার্ভা পাওয়ার উদাহরণ আগেও আছে, তবে তা বিরল। কখনো কখনো মানুষ মাছির ডিম ও লার্ভাযুক্ত খাবার খেয়ে থাকতে পারে। কদাচিৎ সেসব ডিম বা লার্ভা পাকস্থলীতে থাকা অ্যাসিডের মধ্যেও বেঁচে যেতে পারে ও ফুটতে পারে।

জাতিসংঘের আহবান

স্বাধীনভাবে জনগণের ভোট নিশ্চিত করুন

নিউজ ডেস্ক

জাতিসংঘ আবারও আহ্বান জানিয়েছে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়াই বাংলাদেশের জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতি। ২৯ নভেম্বর বুধবার জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্রের কার্যালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ আহ্বান জানানো হয়।

ব্রিফিংয়ে একজন প্রশ্নকারী বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বিরোধী নেতা-কর্মী ও সমালোচকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চলমান পদ্ধতিগত দমন–পীড়ন একটি অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানকে অসম্ভব করে তুলেছে। বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ মহাসচিব সুনির্দিষ্ট কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন? ভয়েস অব আমেরিকার ইংরেজি সার্ভিসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জবাবে সংস্থাটির মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেন, এ নির্বাচনে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাবে না জাতিসংঘ। সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট ছাড়া জাতিসংঘ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে না। আর হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ অন্যান্য সংগঠনের প্রতিবেদন তাঁরা দেখেছেন।

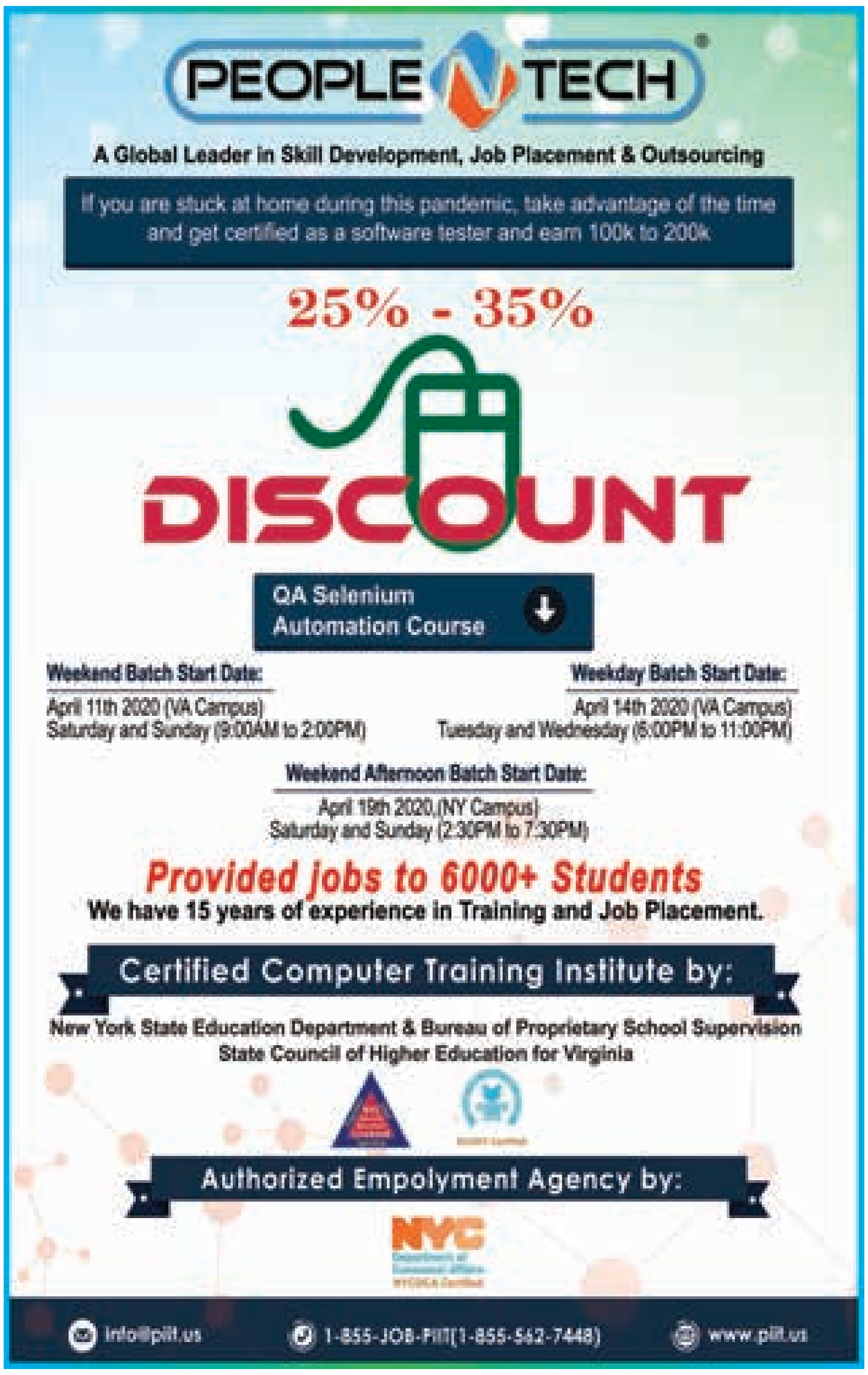
PEOPLE TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ন ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষে খলিল বিরিয়ানির রেকর্ড টার্কি বিক্রি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

খলিল বিরিয়ানী হাউসের ব্রঙ্কস ও জ্যামাইকা শাখায় এবারের থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপনে এসেছে রেকর্ড পরিমাণ টার্কির অর্ডার। খলিল'স ফুডের স্বত্বাধিকারী মোঃ খলিলুর রহমান জানান, তিনি এবার রেকর্ড ২০০টি হালাল টার্কির অর্ডার পেয়েছেন। যা আগের বছরের প্রায় দ্বিগুন।

শেফ মোঃ খলিলুর রহমান জানান, ২৪ নভেম্বর বুধবার রাত থেকেই তারা অর্ডার নেয়া বন্ধ রেখেছেন। একারণে সবার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি বলেন, অর্ডার নেয়া গ্রাহকদের সরবরাহ নিশ্চিত করতে তার রেস্টুরেন্টের তিনটি কিচেনেই বুধবার রাতভর কাজ করেন কর্মীরা। ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিনভরও চলে নিরলস কর্মযজ্ঞ। নির্দিষ্ট সময়ে রেডি করে ২০০টি টার্কি সরবরাহ করতে হিমসিম খেতে হয়

তাদের।

কোয়ালিটির সাথে কোনো অবস্থাতেই আপোষ করেন না জানিয়ে মোঃ খলিলুর রহমান বলেন তারা

জোর দেন কোয়ালিটি এবং স্বাস্থ্য দু'দিকেই। তিনি বলেন, পাইকারী দোকান থেকে ফ্রোজেন টার্কি ক্রয় করেন নি। লাইভ পোলিট্রি ফার্ম থেকে উচ্চ মুল্য দিয়ে টার্কি ক্রয় করে হালালভাবে জবাই করে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে রান্না করে ক্রেতাদের সরবরাহ করেন। রোস্টে কোন আলাদা রং ব্যবহার করা হয়নি। গ্রাহকদের চাহিদামত প্রতিটি টার্কি ওয়েল ডান কুক করে গ্রহকদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

শেফ খলিল আরো বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক ব্রঙ্কস ও জামাইকার খলিল বিরিয়ানী হাউজে আসেন থ্যাংকসগিভিং ডে উদযাপন করতে। ক্রেতাদের মধ্যে দেশী বিদেশী অনেক চিকিৎসকও রয়েছেন। আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও থ্যাংকস গিভিং টার্কি সরবরাহ করেছি। নিউইয়র্ক সহ পার্শ্ববর্তী স্টেট থেকেও অনেকে থ্যাংকস গিভিং টার্কি নিতে এসেছেন। সকলকে হালাল টার্কি সরবরাহ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশ সোসাইটির থ্যাংকসগিভিং পার্টি

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা

জুয়েল সাদত

সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার সবচেয়ে পুরোনো সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার উদ্যেগে থ্যাংকস গিভিং পার্টি অনুষ্ঠিত হয় ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কিসিমির লেকফন্ট পার্কে। বাংলাদেশ সোসাইটি দীর্ঘদিন থেকে ধারাবাহিক ভাবে থ্যাংকসগিভিং পার্টির আয়োজন করে আসছে। যখন সেন্ট্রাল ফ্লোরিডায় কোন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেনি, তখন কিসিমির পুরোনো রেসিডেন্ট বাংলাদেশীরা থ্যাংকসগিভিং পার্টি করতেন ১০ / ১৫ টা ফ্যামিলী মিলে। সেই রেসিডেন্ট এর সংখ্যা এখন দুই শত এর কাছাকাছি। পাশাপাশি ওরলান্ডো ও আশে পাশের সিটির বাংলাদেশীরা সবাই কিসিমিতে অনুষ্ঠিত থ্যাংকসগিভিং পার্টিতে এসেছিলেন। যা ছিল সর্বকালের রেকর্ডস সংখ্যক বাংলাদেশীদের উপস্থিতি। অনেকের সাথে আলাপ করে জানা গেছে পাঁচশত এর কম বেশী প্রবাসীরা ছিলেন সোসাইটির আয়োজনে থ্যাংকসগিভিং পার্টিতে। কিসিমির লেক ফন্ট পার্কটা বিশাল তাই সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। দুপুর ১২ টার পর থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ছিল সকলের উপস্থিতি।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি রোমেল আহমদ ও সাধারন সম্পাদক ইউনুস হোসেন জানান আমাদের পুর্ব প্রস্তুতি ছিল, অনেকেই আসবেন, তাই আমরা সকলকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছি। ছিল ক্যারাম প্রতিযোগীতা ও মহিলা / শিশুদের নানা ইভেন্ট। ফ্রেস টার্কি কুক করে পরিবেশন করা হয়।

ভেন্যু হিসাবে কিসিমি লেকফন্ট পার্কটা সকলের পছন্দের। তাছাড়া কিসিমিতে সবচেয়ে বেশী বাংলাদেশী প্রবাসীরা থাকেন। তাই সোসাইটির থ্যাংকসগিভিং পার্টিতে সবার অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। দেশ ক্যাপিটাল এর মর্টগেজ ব্যাংকার তাতন আহমদ খাবার স্পন্সরশীপ করেন। অনেকের আর্থিক সহযোগীতায় সোসাইটির অনুষ্ঠানটা সফলতা লাভ করে।

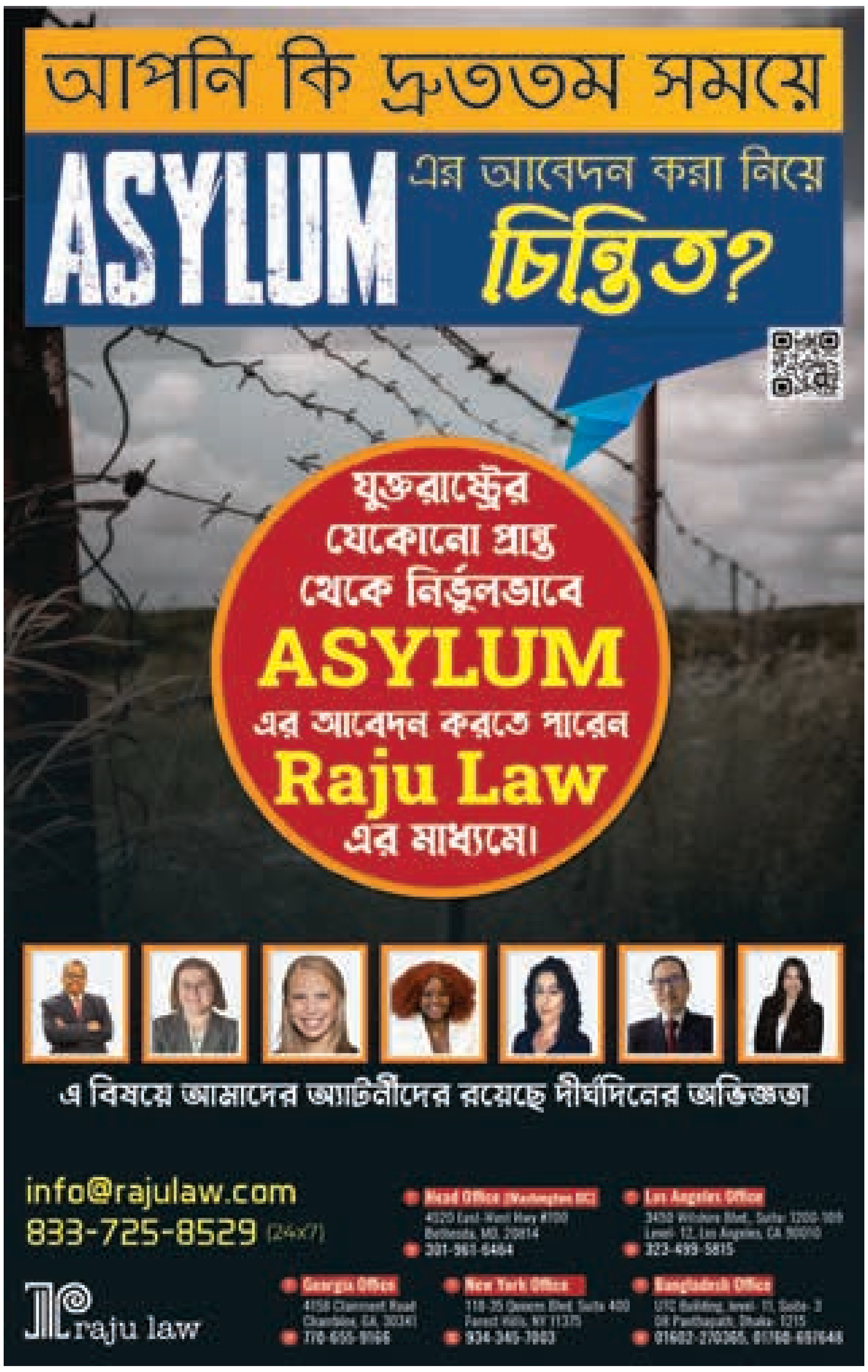

WE ACCEPT EBT
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP08
WE ACCEPT EBT CARDS
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP
1 BAG ONION FREE
SIZE 800-1000 SALE $15.99/EA HILSHA
3 KG SALE $11.99/EA ROHU
SALE $2.99/LB BEEF WITH BONE SINA MIX
SALE $3.49/LB CUBE CUT FROZEN GOAT
SALE $1.99/LB CHICKEN BREAST
4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL
SIZE 800-1000 GM SALE $2.29/LB PUTI
SALE $14.99/EA 10 LB SHAHJALAL KALIJEERA RICE
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE $7.99/EA 25 PCS KAWAN PARATHA
SALE $4.99/EA 500 GM SHAHJALAL KOI BLOCK
SALE 3/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI
SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE 2/$21.99 96 OZ MAZOLA CANOLA & VEGETABLE OIL
SALE 2/$6.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $9.99/EA 21/25 2LB BAG SHELL-ON EZ-PEEL SHRIMP
SALE $6.99/EA 2 LB BAG HAOR PANGASH STEAK
SALE 3/$3.00 26 OZ RED CROSS SALT
SALE $12.99/EA 900 GM ANCHOR MILK POWDER
SALE 2/$6.99 4 LB DOMINO SUGAR
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 01 - 07, 2023) | Promo Code : PSP48
SALE $6.99/LB SIZE 8/10 HILSHA
SALE $1.79/LB SIZE 3 KG ROHU
SALE $2.99/LB SIZE 4 KG MRIGEL
SALE $2.49/LB SIZE 7-9 KG KATLA
SALE $2.49/LB 1.5 KG PUTI
SALE $1.99/LB FRESH CATFISH
SALE $2.99/LB PANGASH WHOLE
SALE $5.99/LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET
SALE $4.99/LB BEFF BONELESS
SALE $5.99/LB FRESH REGULAR WHOLE GOAT
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE $8.99/EA 10 LB LAXMI AGED BASMATI RICE
SALE $7.99/EA 10 LB PARLIAMENT CHAKKI ATA
SALE 2/$7.00 4 LB GOLD MEDAL ALL PURPOSE FLOUR
SALE $15.99/EA 5 LTR KIRLANGIC SUNFLOWER OIL
SALE $13.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE 2/$6.99 1 LITR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $10.99/EA 38 OZ PYRAMID PURE HONEY WITH COMB
SALE 2/$6.99 600 GM SHAHAJALAL KOCHUR LATI
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER
SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY
ADI'S BRONX
9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT
OTC Network
EBT
CARDS
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW
Premium Supermarket
11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023
BELLEROSE
THARU TAZ
TEL: 347-657-8911
BRONX
TANEEZA RAZO
BIBI MOURIFF, MD S ALI
TEL: 347-658-0134
JACKSON HEIGHTS
ALAMGIR
SHARIF KHAN
TEL: 347-658-4362
JAMAICA
JAMAL ISLAM
MOHAMMED KHAN, MD HASSAN
TEL: 347-626-8798
OZONE PARK
PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL
EMRAN HUSSAIN
TEL: 347-658-0972
10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE
BELLEROSE
BRONX
JACKSON HEIGHTS
JAMAICA
OZONE PARK
THARU, TAZ
RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
ANTHONY JOHNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
ISHTIAQUE ALI, MUHAMMAD A. NUSRAT TANZIA
SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

ফ্লোরিডায় তৃতীয় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট সফলভাবে সম্পন্ন

(মরহুম কবি আনিসুল হকের পরিবারের কাছে মরোনত্তর পদক প্রদান করছেন ইকবাল আহমদ)

জুয়েল সাদত

নয়নাভিরাম ফ্লোরিডার ক্লীয়ারওয়াটার এ ২ দিনের তৃতীয় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট সফলভাবে সম্পন্ন হল।

এসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ইউএসএ ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে ফ্লোরিডার ক্লিয়ার ওয়াটার এ অবস্থিত হোটেল হলিডে ইন এর ইভেন্ট সেন্টারে প্রধান অতিথি মায়ামি কনসুলেট বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমদ উদ্বোধন করেন।

২৫ নভেম্বর শনিবার সকাল দশটায় শুরু হয়ে রাত ১১ টা পর্যন্ত চলে। ছিল বাচ্চাদের বেশ কিছু প্রতিযোগীতা ।

শিশুদের জন্য নানান অয়োজনের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিলো ওয়াটার রাইড, তারা তাদের খেলা নিয়ে মেতে ছিলো। এদিকে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন সেগমেন্টের মধ্যে ছিলো পরিচয় পর্ব, গুনিজন সম্মাননা, শিশুদের প্রতিভা বিকাশ নিয়ে সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে ছিলেন, স্টেট কনগ্রেসম্যান সুসান ভেলডেস (টেম্পা) ও ফরমার স্টেট কনগ্রেসম্যান গেস্ট অন অনার ডেইজি মুরালাস (ওরলান্ডো) ।

এই ফেয়ার এন্ড ফেস্ট এ ১২ টি দেশের প্রতিনিধিরা ও ৬ টি স্টেটের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যা ৬ টায় ১২ টি দেশের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মুল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

নানা দেশের ডেলেগেটরা মঞ্চে উঠে পতাকা পদর্শন করে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ইউএসএ ইন্টারন্যাশনাল এর ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ও ক্লিয়ারওয়াটার ইভেন্ট এর প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক মাহমুদ। প্রোগ্রাম মডারেটর শারমিন সিরাজের উপস্থাপনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, সুসান ভেলডেস,ডেইজি মুরালাস, চীফ এডভাইজার এ কে এম মহিউদ্দিন, মেন্টর ডা: ইসরাত জাহান,চীফ করডিনেটর আনোয়ার হোসেন,এডিশনাল চীফ এডভাইজার মো : মাসুদ রানা,সেক্রেটারি জেনারেল সোহেল চৌ:,অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান নাজিম উল্লাহ লিটন,এক্‌জিকিউটিভ কনভেনর নাজিয়া নুজহাত, কো কনভেনর মিন্টু কুমার রায়, জয়েন্ট কনভেনর জুয়েল সাদত ও সেলিম ইব্রাহীম, কী নোট স্পীকার ভোরোনিকা রডিও ফাইজু ও মো: মাসুদ রানা, এলিট ডায়রেক্টর কামরুল ইসলাম ও মেহজাবিন মাহবুব মেহা, কো চেয়ারম্যান দীপক দাস, ওয়ার্ল্ড এম্বাসেডর সগির খান ও সাবিনা সেগোবিনা, প্রগ্রাম সেক্রেটারিয়েট এ কে এম আহসানুর রহমান রনি - মাসুদ পারভেজ -বীন কাশেম খোকন - আলমগীর হোসেন কায়েজা কেজেং ডেমা, কিউবার একটিভিস্ট রাইসেল বুসটামেন্ট,চেয়ারম্যান ফাইনান্স মুরাদ হোসেন, বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর সভাপতি ফারিন মাহমুদ। অলিভ আহমেদ,আফতাব উদ্দিন,মোজাম্মেল হক চৌ:, ফিদা রহমান, তাসফিয়া তাবাস্‌সুম কোয়েল, কারমা লামো দুলাল, মোশারাত উন নাহার মীম, শেখ মনির আহমদ, মিজান মোস্তফা, সাদমান রহমান।

টাইটেল স্পন্সর ছিল এমাকন লিজিয়ান এর নাহিনুর রহমান মুন্না।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মরহুম আনিসুল হক চৌ: কে (মরোনত্তর সম্মান) ইটারন্যাল ভার্স এওয়ার্ড দেয়া হয়, কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমদ মরহুম আনিসুল হকের ছেলে হাসনাত ও তালাত এর হাতে তা প্রদান করেন।

প্রবীন একটিভিস্ট ফিলিপাইন এর লুইসা ইউ কে বিশেষ সম্মানে ভুষিত করা হয়।

ডা: রফিকুল ইসলাম, মুরাদ হোসেন ও আম্বীয়া অন্তরার সম্পাদনায় চমৎকার একটি সুভ্যেনীর প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিনটার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন তারেক মাহমুদ।

রাত ৮ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ড সংগীত করেন করেন লাবনী দাস ও ঋতুপর্না।

গান চলাকালীন সংগঠনের নানা গুরুত্বপুর্ন ব্যাক্তি ও স্পন্সরদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট করেন স্টেট রিপ্রেজেন্টটেটিভ সোসান ভেলডেস ও ইকবাল আহমদ।

ক্লিয়ারওয়াটার পিয়ার সিক্সটির পাশে হলিডে ইন হোটেলের বলরুম টা অসাধারন। নিউইয়র্ক, বোস্টন,শিকাগো, নিউজার্সি, ফ্লোরিডার নানা শহরের প্রবাসীরা ৩য় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট টা উপভোগ করেন।

কনসুলেট সার্ভিস সেবাটায় নানা শহরের প্রবাসীরা উপকৃত হন। ইকবাল আহমদ ও উনার অফিস জানায় , থ্যাংকস গিভিং এর ছুটিতেও অনেক প্রবাসী এই সার্ভিসে উপকৃত হয়েছেন।

২৬ তারিখ রোববার ছিল এসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ইউএসএ ইন্টারন্যাশনাল এর এজিএম। দুপুর ১২ টায় এজিএমে ভোটাভোটির মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হয় এবং আগামী ২ টি কনভেনশন এর তারিখ এবং ভেন্যু চুড়ান্ত হয়।

বিকাল ৫ টায় ছিল ক্রুজ ডিনার, স্টার শিপের বিশাল ক্রুজে কনভেনশনের ৮০ জন ডেলিগেটরা ৪ ঘন্টার ক্রুজ ডিনার উপভোগ করেন। ক্রুজ বিকাল ৫ টায় ক্লিয়ারওয়াটার ছেড়ে যায় আবার ৯ টার পরে ফিরে আসে। নেচে গেয়ে আনন্দের সাথে বোর্ডের সবাই মনোমুগ্ধকর এই আনন্দের সময়টা উপভোগ করেন।

প্রেসিডেন্ট তারেক মাহমুদ ২৬ তারিখ রাত ৯ টায় ক্রুজে সমাপনি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান তৃতীয় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট সফল করার জন্য।

পুরো কনভেনশনের মিডিয়া পার্টনার ছিল আর টিভি,

প্রথম আলো, বাংলা টাইমস ও হেভেনিউজ২৪। পুরো ইভেন্ট এর মিডিয়ার দায়িত্বে ছিলেন জুয়েল সাদত।

৮ টি এক্‌জিভিটর ছিলেন ইভেন্ট জুড়ে, সুজাতা পাল চৌধুরী ,শিলি ফ্যাশন, ওনিয়াস বুটিক, মিনা ফ্যাশন, স্টোর বাংলা, দেশ ক্যাপিটাল এটলাস হোলসেল ও এনাকন লিজিয়ন।

ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ক্লিয়ার ওয়াটার প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তরুণ প্রজন্ম একত্রিত হয়ে আনন্দময়, শিক্ষনীয় একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করা। আমেরিকার নানা শহরে আমাদের দেশের প্রবাসী বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, নানা প্রফেশনালরা নানা শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছেন। তাদের সকলকে একত্রিত করে বছরে একবার বা একাধিকারভিউ এক্সচেঞ্জ এর ভুমিকা তেরী করা।

এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় কনভেশন ক্লিয়ার ওয়াটারে অনুষ্ঠিত হবে ২৫ - ২৬ নভেম্বর শেষ হল বিজনেস সেমিনার, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা,ক্রুজ ডিনার, সিম্পোজিয়াম, বিজনেস প্রমোশনাল ইভেন্ট এর মাধ্যমে সফল ভাবে সম্পন্ন হল।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কর্মসূচী

মিশিগান

পার্থ সারথি দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যমট্রাম্যাক শহরে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ ইউএসএ'র সভা ও স্বরচিত লেখা পাঠের এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় সংগঠনের হলব্রুক অ্যাভিনিউস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহিন। এতে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা প্রেস ক্লাব অব মিশিগান ইউএসএ'র সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা, গীতিকার ও কবি ইশতিয়াক রুপু, কবি জাফর ওবায়েদ, ছড়াকার রম্য লেখক হারান কান্তি সেন, সাংবাদিক সঞ্জয় দেব, কবি হোসেইন মোহাম্মদ কামরুল প্রমূখ। সভায় উপস্থিত লেখক, কবি সাহিত্যিকেরা স্বরচিত লেখা পাঠ করেন। উক্ত সভায় আগামী বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মিশিগানে ২৪ ফেব্রুয়ারী রোববার সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সংগঠনের কর্মকর্তা সঞ্জয় দেব জানান, মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এ দিন বিভিন্ন অনুষ্টানের মধ্যে থাকবে বয়স ভিত্তিক চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃতি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা।

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS
MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

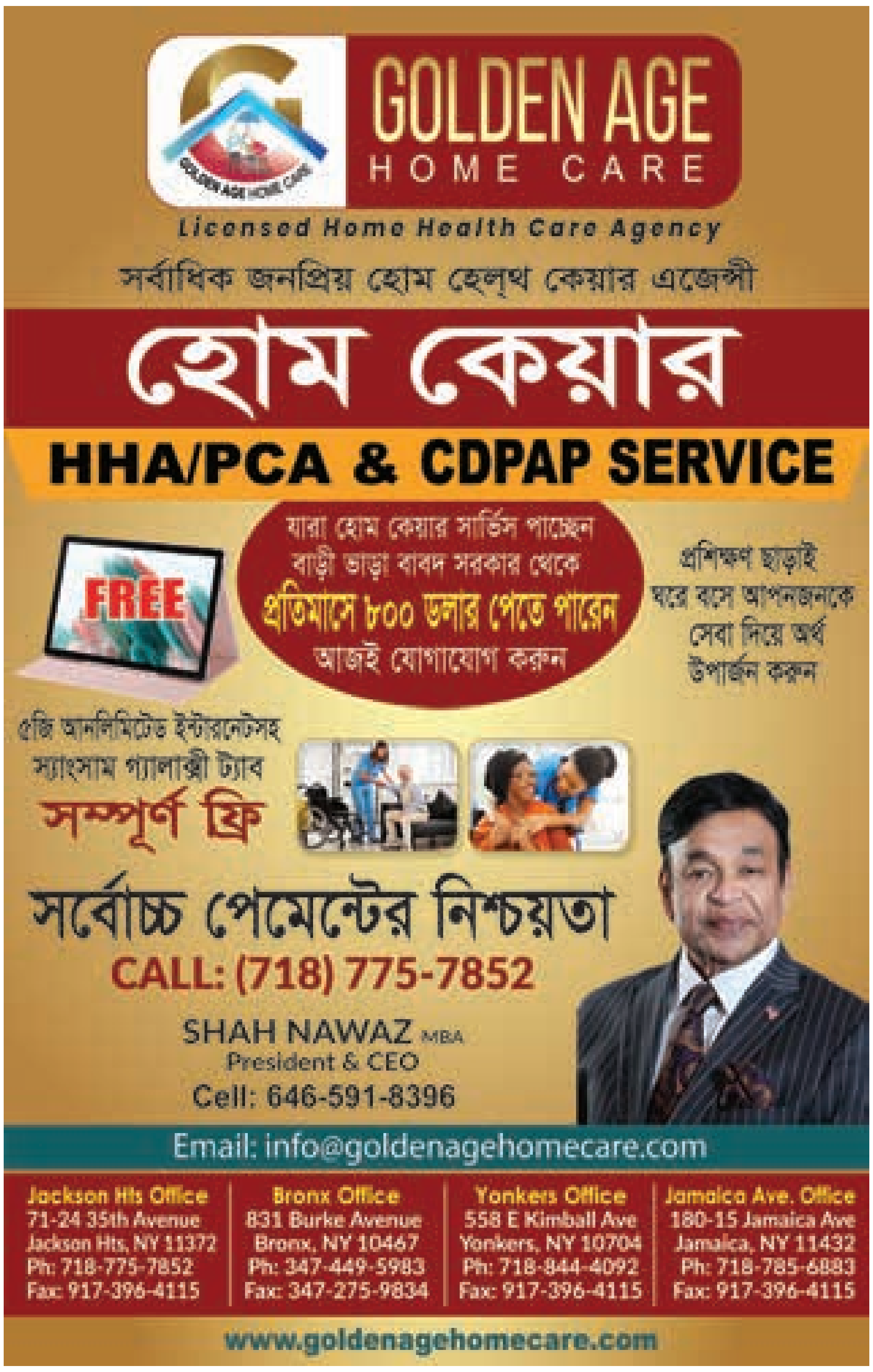
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:	JACKSON HEIGHTS OFFICE:	OZONE PARK OFFICE:
166-41 88th Ave,	40-37 74th Street	97-47 77th Street,
Jamaica, NY 11432	Elmhurst, NY 11373	Ozone Park, NY 11416
Tel: 917-780-4510	Tel: 917-780-4510	Tel : 718-307-5796
Fax: 347-875-3911	Fax: 347-875-3911	Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION LAW OFFICE

ইমিগ্রেশন 'ল অফিস

Dilli R. Bhatta
Attorney at Law

Shamim Shahed
Certified Paralegal

- Immigration
- Asylum & Defence from Deportation
- Family Law
- Accident & Injury
- Business Law
- Any Kind of Visa Processing

BHATTA LAW & ASSOCIATES
☎ (631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

Parkchester + Medical

PARKCHESTER MEDICAL

পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল

WE WELCOME WALK INS

1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610

- INTERNAL MEDICINE
- ASTHMA DIABETES CENTER
- CARDIOLOGY
- PHYSICAL THERAPY
- UROLOGY
- GYNECOLOGY
- PODIATRY
- GASTRO-ENTEROLOGY
- ORTHO-PEDICS
- HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY	SATURDAY
8:30AM-8:00PM	8:30AM-6:00PM	9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL
MEDICAID / MEDICARE
MOST INSURANCES
ACCEPTED INCLUDING
WORKERS COMP.
NO-FAULT, SLIP AND FALL.

- শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
- শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
- হৃদরোগ
- শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
- মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
- নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
- পায়ের চিকিৎসা
- পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
- হাড়ের চিকিৎসা
- সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার	মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার	শনিবার
সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা	সকাল ৮:৩০ মি থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা	সকাল ৯:০০ মি থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

জৌলুসপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হলো ছড়াটে-র ছড়াড্ডা

উত্তর আমেরিকা অফিস

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছড়াকারদের উপস্থিতিতে জৌলুসপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হলো ছড়াটে-র এমাসের ছড়াড্ডা। যুক্ত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, কবি এবং শিশুশিল্পীও।

কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউ-র নির্ধারিত সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ছড়াটে-র নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা। বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে যুক্ত শিশুশিল্পী তামিরুল আহাসান আরিয়ানের ছড়া আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আড্ডা শুরু হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত মেধাবী আরিয়ানের চমৎকার আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। ভিন্নধর্মী ও মজাদার ছড়া পাঠ করে ছড়ার জৌলুস নিয়ে আসেন ছড়াকাররা। ছড়া পাঠ করেন ফখরুল রচি, গোলাম কিবরিয়া পিনু, মনজুর কাদের, সজল আশফাক, খালেদ সরফুদ্দীন, শাহীন ইবনে দিলওয়ার, শাম্স চৌধুরী রুশো, আলম সিদ্দিকী, আদিত্য শাহীন, শাহ্ ফিরোজ, রিপন শওকত প্রমুখ।

বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে যুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা- কবি- ছড়াকার গোলাম কিবরিয়া পিনু ছড়াটে ও ছড়াড্ডা নিয়ে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, " ছড়াড্ডা-য় উপস্থিত থাকা প্রায় সবাই আমার পরিচিত ছড়াকার ও লেখক। তাঁদের নৈকট্য পেয়ে এক ধরনের ভালো লাগায় দীপিত হয়েছি ! এতো এতো ছড়াকার এখন নিউইয়র্কে ! যাঁদের অনেকে বহুদিন বাংলাদেশে থেকে লিখেছেন, এখন সেখানেও অবস্থান করে লিখছেন। তাঁরা বাংলা ছড়াসাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করছেন সম্মিলিতভাবে, তা আনন্দের। তাছাড়া, প্রতি বছর প্রকাশিত ছড়াটে'র বিশেষ প্রতিনিধিত্বশীল ছড়া সংকলন বাংলা ছড়ার বিকাশের ইতিহাসে বিশেষ উদাহরণ হয়ে থাকবে। ছড়াটে-র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করছি। "

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কবি মিশুক সেলিম, প্রকৌশলী শমীরণ বড়ুয়া ও মানবাধিকার কর্মি লাইলা খালেদা।

এর আগে প্রখ্যাত ছড়াকার-শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটনের সহধর্মিনীর শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করা হয়। বিশিষ্ট ছড়াকার ফারুক নওয়াজ, মাহবুবা হক কুমকুম, রমজান মাহমুদ, ফজিলাতুন নাহার রুনু, ষৈয়দ খালেদুল আনোয়ার, মনজুর কাদের, কবি আসাদ মান্নান, মিশুক সেলিমসহ নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণকারী সকলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আমেরিকার 'গোপন তথ্য' পাওয়ার দাবি উ.কোরিয়ার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এই তো গত সপ্তাহে মহাকাশে গোয়েন্দা স্যাটেলাইট পাঠানোর দাবি করেছে উত্তর কোরিয়া। দাবি করার পরের দিনই দেশটি জানায়, তারা দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু ছবি হাতে পেয়েছে। এবার উত্তর কোরিয়া দাবি করল, এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমেরিকার কিছু 'গোপন তথ্য' দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের হাতে এসেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, আমেরিকার বেশ কিছু কার্যক্রমের ছবি উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইট তুলতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি দেশটির। এর মধ্যে রয়েছে হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন ও পারমাণবিক বোমা বহনকারী উড়োজাহাজ। এরই মধ্যে এসব ছবি ও যাবতীয় তথ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন।

এসব ছবি আসলেই উত্তর কোরিয়ার হাতে এসেছে কি না—তা নিশ্চিত করা যায়নি। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কেসিএনএর মঙ্গলবার প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে, সরকারের পক্ষ থেকে ছবি পাওয়ার দাবি করা হয়েছে। এমনকি দুটো ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

আরব বিশ্বে বয়কটের মুখে পশ্চিমা পণ্য, বিক্রিতে ব্যাপক ধ্বস

বিশেষ প্রতিনিধি

গাজায় সজ্ঞাত চলার মধ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার জেরে বিশ্বখ্যাত কোম্পানি কোকা-কোলা ও নেসলের পণ্য পার্লামেন্ট ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তুরস্ক। সরকারি এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তা এ দুই কোম্পানির নাম বলেছেন।

তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বলেছে, 'ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়া কোম্পানিগুলোর পণ্য পার্লামেন্ট এলাকার রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটেরিয়া ও চায়ের দোকানগুলোতেও বিক্রি করা হবে না।'

বিবৃতিতে বলা হয়, পার্লামেন্ট স্পিকার নুমান কুর্তুলমুস এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ এবং নিরীহ মানুষ হত্যার পরও প্রকাশ্যে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়েছে যেসব কোম্পানি, তাদের পণ্য বয়কট করা নিয়ে গণমানুষের ভাবাবেগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্পিকার।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে পশ্চিমা পণ্য বর্জনের হিড়িক পড়েছে। আল জাজিরার খবরে এ সংক্রান্ত কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বাহরাইনের একটি দোকানে ১৪ বছরের জানা আবদুল্লাহ ট্যাব নিয়ে প্রবেশ করে। গাজায় ইসরায়েলের হামলার মধ্যে ট্যাবে সে পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর তালিকা বের করে, যাতে এগুলো চিহ্নিত করে বর্জন করা যায়। জানা ও তার ১০ বছর বয়সী ভাই আলি প্রায় নিয়মিতই পার্শ্ববর্তী ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে কিছু না কিছু খেত। কিন্তু এখন তারা মধ্যপ্রাচ্যের অনেকের মতোই এর পণ্য বর্জন করছে। কারণ, তারা মনে করে, এসব পণ্য কিনে ইসরায়েলকে সহায়তা করা হচ্ছে।

টিকটকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্টারবাকস, কেএফসি ও কারিফোরের মতো ব্র্যান্ডগুলো বর্জন করতে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এতে মধ্যপ্রাচ্যে শিশুসহ সব বয়সের মানুষ এগুলো বর্জন করছে। জানা এএফপিকে বলে, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাতে তারা ইসরায়েলকে সমর্থন করা কোম্পানিগুলোর সব পণ্য বর্জন শুরু করছে। তারা চায় না তাদের অর্থ আরো হামলায় ভূমিকা রাখুক। বিকল্প হিসেবে স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর দিকে নজর তাদের।

গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ব্যাপক হামলা ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে ইসরায়েল। বন্ধ করে দেওয়া হয় পানি, খাবার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। স্কুল, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, শরণার্থী শিবিরসহ সব জায়গায় বেপরোয়া হামলা চালাতে থাকে ইসরায়েল। এতে এ পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। তাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

এর জেরে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়েছে। আরব দেশগুলোতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। লোকজন ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্র, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ডগুলোকেও বর্জন শুরু করেছে। এ পরিস্থিতিতে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি উঠেছে। এসব দেশের প্রধান প্রধান শহরে ফিলিস্তিনের সমর্থনে ব্যাপক বিক্ষোভ হচ্ছে। তুরস্ক ও জর্দান ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে। সৌদি আরব ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আলোচনা স্থগিত করেছে। বাহরাইনের পার্লামেন্ট বাণিজ্য সম্পর্ক স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

বর্জনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে ম্যাকডোনাল্ডস। গত মাসে মার্কিন ফাস্টফুড চেইনটির ইসরাইলি শাখাপ্রধান ঘোষণা দেন, তারা ইসরায়েলি সেনাদের হাজার হাজার প্যাকেট খাবার বিনামূল্যে দিয়েছে। এ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বিতর্ক শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে কুয়েতের ম্যাকডোনাল্ডস (মূল ব্র্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়) গাজায় এক লাখ ৬০ হাজার ত্রাণসহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেয়। সামাজিক মাধ্যমে তারা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গেও সংহতি প্রকাশ করে। একই পদক্ষেপ নেয় কাতারের ম্যাকডোনাল্ডস।

কাতারে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিক অনলাইনে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। অক্টোবরেই কাতারের রাজধানী দোহায় মার্কিন ক্যাফে পুরা ভিদা মিয়ামি ও ফ্রান্সের প্যাস্ট্রি কোম্পানি মাইত্রি চোক্স বন্ধ হয়ে গেছে।

জানা গেছে, জর্ডানে বয়কটে অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা ম্যাকডোনাল্ডস ও স্টারবাকসের শাখাগুলোতে প্রবেশ করছেন। সেখানে তারা যেসব ক্রেতাদের পাচ্ছেন, তাদেরকে বয়কটে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করছেন। এছাড়া স্থানীয় দোকানদাররাও বিদেশী পণ্য সরিয়ে স্থানীয় পণ্য বিক্রি করছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বিশ্বের জনপ্রিয় একটি ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করছেন ইসরায়েলি সেনারা। সেই ডিজারজেন্টও বয়কটের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জর্ডানের রাজধানী আম্মানের একটি বড় সুপারশপের ক্যাশিয়ার আহমাদ আল-জারো বলেছেন, কেউ এখন পশ্চিমা পণ্য কিনছেন না। এগুলোর বদলে সবাই স্থানীয় পণ্য কিনছেন।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধি জানান, কয়েকদিন আগে মিসরের রাজধানী কায়রোতে ম্যাকডোনাল্ডসের একটি রেস্টুরেন্টে যান। সেখানে দেখেন খালি রেস্টুরেন্টটি পরিষ্কার করছেন একজন কর্মী। কায়রোতে অন্যান্য পশ্চিমা ফাস্টফুড চেইনের শাখাগুলোও এমনই খালি যাচ্ছে ।

রয়টার্স বলছে, এখন আপাতত মিশর ও জর্ডানে বয়কটের বড় প্রভাব টের পাচ্ছে বড় পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলো । কুয়েত এবং মরক্কোতেও ধীরে ধীরে বয়কটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তবে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্কে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি।

২১ নভেম্বর কুয়েতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্টারবাকস, ম্যাকডোনাল্ডস ও কেএফসির সাতটি শাখায় গিয়েছিলেন রয়টার্সের প্রতিনিধি। তিনি সবগুলো শাখাই প্রায় খালি পেয়েছেন।

মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অবস্থিত স্টারবাকসের এক কর্মী রয়টার্সকে জানিয়েছেন, এ সপ্তাহে তাদের কাস্টমারের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

ফিলিস্তিনিদের পক্ষে একটি পোস্ট দেওয়া কেন্দ্র করে স্টারবাকস তাদের ইউনিয়ন কর্মীদের শোকজ করেছিল। অন্যদিকে, ম্যাকডোনাল্ডসের ইসরায়েলি শাখা ইসরায়েলি সেনাদের বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। এ দুটি বিষয়ই মূলত সবার চোখে পড়েছে।

অন্যদিকে, আরব বিশ্বের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে এ বয়টক। মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুর্তোজায়ায় ম্যাকডোনাল্ডসের বিক্রি ২০ শতাংশ কমেছে বলে জানা গেছে। তবে এ তথ্যর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি রয়টার্স।

এমন পরিস্থিতিতে মালয়েশিয়ার গ্র্যাব ও ম্যাকডোনাল্ডস বলেছে, তারা ফিলিস্তিনিদের জন্য সাহায্য পাঠাবে।

'আপনি কি আজ একজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছেন'

রোমেনা রোজী

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় আহত শিশুর ব্যান্ডেজ করা মুখ ঠাঁই পেয়েছে কুয়েত সিটির চার লেনের মহাসড়কের পাশে বিশাল বিলবোর্ডে। যারা এখনো মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা ব্র্যান্ডের পণ্য কিনছে, তাদের প্রতি ওই বিলবোর্ডে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে- 'আপনি কি আজ একজন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছেন?'

কুয়েতের অধিকারকর্মী মিশারি আল-ইবরাহিম বলেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলায় পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন কুয়েতে 'বর্জনের ডাক' কে আরো শক্তিশালী করেছে। এটা কুয়েতের মানুষের কাছে একটি ধারণাকে তুলে ধরেছে- পশ্চিমারা মানবাধিকার নিয়ে যে স্লোগান দেয় বা বলে, তা তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

বর্জনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে ম্যাকডোনাল্ডস। গত মাসে মার্কিন ফাস্টফুড চেইনটির ইসরাইলি শাখাপ্রধান ঘোষণা দেন, তারা ইসরায়েলি সেনাদের হাজার হাজার প্যাকেট খাবার বিনামূল্যে দিয়েছে। এ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বিতর্ক শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে কুয়েতের ম্যাকডোনাল্ডস (মূল ব্র্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়) গাজায় এক লাখ ৬০ হাজার ত্রাণসহায়তা দেয়ার ঘোষণা দেয়। সামাজিক মাধ্যমে তারা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গেও সংহতি প্রকাশ করে। একই পদক্ষেপ নেয় কাতারের ম্যাকডোনাল্ডস।

পুরুষ শাসিত সমাজেও শোষণের শিকার হচ্ছেন প্রায় পুরুষরাই

মাহাফুজা শিরিন

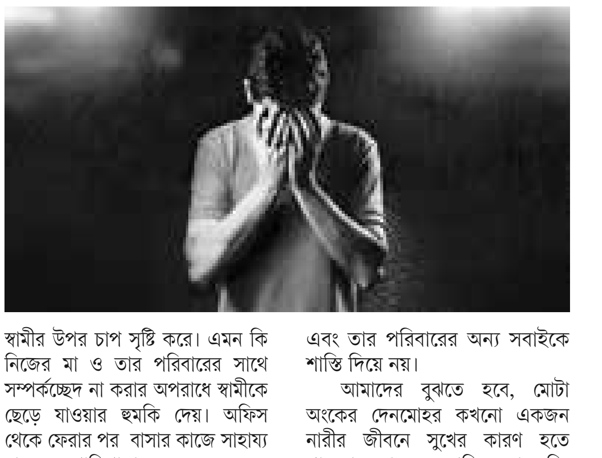

বাঙালি নারীদের মধ্যে বেশির ভাগ নারীদের অবস্থাই এমন যে, সংসারে সামান্য একটা পিরিচ ভাঙলেই নারীর হৃদয়টাও যেন ভেঙে যায়। তারপর তো সংসার ভাঙা? প্রশ্নই আসেনা! তবে এরকম দৃশ্য এখন একটু হলেও বিরল।

বর্তমানে এমন নারীরাও আছেন যারা সংসারে কারণে অকারণে নানা ধরনের অশান্তি করে, পুরুষের (স্বামীর)হৃদয় ভেঙেই ক্ষান্ত হন না। পুরো পরিবার ভেঙে খান খান করেও শান্ত হন না। সামাজিক ভাবে হেনস্তা, হুমকি, মামলা, হয়রানি তো আছেই।

আমাদের সমাজের একটি অতি সাধারণ চিত্র হলো নারী নির্যাতন। আমাদের দেশে স্ত্রীকে শারীরিক /মানসিক নির্যাতন করা ও সামাজিক ভাবে হেনস্তা করা খুবই পরিচিত ব্যাপার। কিন্তু অপরদিকে, সংখ্যায় বেশি না হলেও একেবারে কম নয় খুব গোপনে চলছে পুরুষ নির্যাতন। পুরুষকে সামাজিক ও মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতনের দৃশ্যও আমরা দেখে থাকি।

আজকাল লক্ষ্য করলে প্রায় পরিবারেই দেখা যায়, ভদ্র শিক্ষিত ছেলেটিকে প্রতিষ্ঠিত করে মা-বাবা যখনই ঘটা করে বিয়ে দেন তারপর থেকেই ঘটতে থাকে নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ঘটনার শুরু হয় বিয়ের আগেই মোটা অঙ্কের দেনমোহর নির্ধারণ নিয়ে। যেমন, যে ছেলেটির নগদ ২ লাখ টাকা দেনমোহর দেয়ার সামর্থ আছে তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় ২০ লাখ টাকা দেনমোহর। তাই এখন মেয়ের বাবার চেয়ে, ছেলে এবং ছেলের বাবার কাছে বিয়ে শব্দটা বড় ধরনের আতঙ্ক।

এরপর শুরু হয় আরেক যন্ত্রণার। স্ত্রী নিজের শান্তির জন্য, স্বামীর টাকা পয়সা একা কিংবা বাবার বাড়ির সবাইকে নিয়ে ভোগ -বিলাস করার জন্য স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করে। এমন কি নিজের মা ও তার পরিবারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করার অপরাধে স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেয়। অফিস থেকে ফেরার পর বাসার কাজে সাহায্য না করলে গালিগালাজ করে।

অনেক সময় পুরুষরা আত্নসম্মানের ভয়ে কারো কাছে প্রকাশ করে না। নারীদের মত কেঁদে নিজেকে হালকা করতেও পারেনা। সন্তানের কারণে উপায় থাকেনা তালাক দেয়ারও। এরকম মুখ বুঝে সয়ে যেতে যেতে নিরীহ পুরুষটি তখন হয়ে যায়, শান্ত- শিষ্ট, মানুষের গুণ বিশিষ্ট 'ডোমেষ্টিক এনিমেল'।

তবে একথাও ঠিক যে, সৃষ্টির শুরু থেকে নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের স্বীকার হতে হতে তাদের চিন্তাধারার মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যে চিন্তাধারাগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর জীবনে সম্মানের পরিবর্তে অসম্মান এনে দেয়। ভাবমূর্তি নষ্ট করে সেইসব নারীদের যারা নানা ধরনের জামেলা সামলিয়ে, স্বামী, সংসার, বাচ্চা সব ঠিক রাখেন।

আমিও একজন নারী। একজন নারী হিসেবে আমারও চাওয়া থাকবে নারীদের জীবনে শান্তি থাকুক তবে পাশের মানুষটি এবং তার পরিবারের সবার অশান্তি করে নয়॥ আমারও একটি মেয়ে আছে। আমিও চাইব আমার মেয়ের সংসার জীবনে স্বস্তি থাকুক তবে অবশ্যই মেয়ের স্বামী এবং তার পরিবারের অন্য সবাইকে শাস্তি দিয়ে নয়।

আমাদের বুঝতে হবে, মোটা অংকের দেনমোহর কখনো একজন নারীর জীবনে সুখের কারণ হতে পারেনা। মানুষের প্রতি সহানুভূতি, মায়া,মমতা,সততা,আত্নমর্যাদা ও আভিজাত্যের পাঠ পরিবার থেকেই দেয়া উচিৎ। আবেগ- অনুভূতিপ্রবণ সহজ-সরল জীবন যাপনেই পাওয়া যায় চিত্তসুখ। হিংসা-প্রতিহিংসায় আক্রান্ত হয়ে,লোভ, সন্দেহ, অবিশ্বাস নিয়ে কখনো কেউ সুখি হতে পারেনা।

একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়াগুলো একটু জোরালোই হয়। সেই জোরালো চাওয়া পাওয়াগুলোর মধ্যে যেন ভালোবাসার জোর থাকে সব চেয়ে বেশি। ক্ষমতা বা মোটা অংকের দেনমোহরের জোর যেন না হয়।

খেয়াল রাখতে হবে কখনো পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন, অঅর্থনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে অশান্তি,শ্রদ্ধাবোধে ঘাটতির জন্য যেন দাম্পত্য জীবন বিভীষিকাময় না হয়ে ওঠে।

বর্তমান সময়ে নারীরা একটু বেশিই সচেতন তাদের জীবন নিয়ে কিন্তু এই সচেতনতা সমান রাখতে পারছেনা সম্পর্কের ধারাগুলো, চিন্তা-ভাবনার মধ্যে থাকছে না সমঝোতা। সমানে অপব্যবহার হয়ে যাচ্ছে বিয়ের মত পবিত্র সম্পর্কের।

ইমরান খানের বিচার হবে কারাগারেই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হাইকোর্ট আদেশ দিলেও কারাবন্দী পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের প্রকাশ্য আদালতে বিচারে রাজি হয়নি সরকার। তাঁর 'জীবনের হুমকির' কথা উল্লেখ করে গতকাল সোমবার সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। এরপর বিশেষ শুনানিতে গণমাধ্যম ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে কারা প্রাঙ্গণে ইমরানের বিচারের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

ইমরান খানের আইনজীবীর বরাত দিয়ে যুক্তরাজ্যর সংবাদমাধ্যম রয়টার্স এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

ইমরানের আইনজীবী বলেছেন, মামলার শুনানিকারী বিশেষ আদালত পরে জানিয়েছে, ইমরানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ফাঁসের মামলার বিচার জেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এবং তা মিডিয়া এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। গত শুক্রবার থেকে নতুন করে কারাগারে বিচার শুরু হবে বলে জানিয়েছে আদালত। গত মাসে খানকে অভিযুক্ত করার পর থেকে কারাগারে তাঁর বিচার চলছে।

স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের নেতৃত্বে স্যাম-পাপ্পু

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্যাম সফটা

মুস্তাফিজুর রহমান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন ATLANTIS UNIVERSITY STUDENT'S LIFE ORGANIZATION – (AUSLO) এর ২০২৩-২০২৪ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে।

উক্ত কমিটিতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন স্যাম সফটা এবং সাধারন সম্পাদক পদে ডা: মো: মুস্তাফিজুর রহমান পাপ্পু। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ সভাপতি প্রশান্ত সিংহ, অপারেশন অফিসার রোজালিন্ডা বালাভারসা এবং ট্রেজারার পল গাংগবংগ ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এসোসিয়েট ডীন প্রফেসর মিয়া মেরিট স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি হতে এ তথ্য পাওয়া যায়।

নব নির্বাচিত কমিটির সাধারন সম্পাদক ডা: মো: মুস্তাফিজুর রহমান পাপ্পু বলেন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়া অনেক সৌভাগ্যের, এজন্য মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি কো কারিকুলার এক্টিভিটিজ, পারস্পারিক সোহার্দ্য বৃদ্ধিতে নব গঠিত কমিটির সকল সদস্য এক সাথে কাজ করবে।

উল্লেখ্য মুস্তাফিজুর রহমান পাপ্পু পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিন এ গ্রাজুয়েশন সম্পন্নের পর ভেটেরিনারি প্যাথলজিতে ১ম মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় মাস্টার্সে অধ্যায়নরত রয়েছেন। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

আলোচিত সমালোচিত হেনরি কিসিঞ্জার ১০০ বছর বয়সে মারা গেলেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিরোধীদের কাছে 'যুদ্ধবাজ' হিসেবে ঘৃণিত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ১০০ বছর বয়সে মারা গেছেন।

স্থানীয় সময় ২৯ নভেম্বর বুধবার রাতে কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েটসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। বিবৃতিতে জানানো হয়, কানেটিকাট অঙ্গরাজ্যে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি।

১৯২৩ সালের ২৭ মে জার্মানির এক ইহুদি পরিবারে জন্ম কিসিঞ্জারের। পরে তাঁর পরিবার পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের

নিউইয়র্কে যায়। ওই শহরেই বেড়ে ওঠেন কিসিঞ্জার।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন'র প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও বিতর্কিত পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ব্যক্তি কিসিঞ্জার তরুণ বয়সে জার্মানির নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন। অনেকেই কিসিঞ্জারের নানা বিতর্কিত ভূমিকার জন্য তাঁকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলে অভিযুক্ত করে থাকেন।

এতে আরও বলা হয়, ১৯৭০ এর দশকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অপর নাম ছিল 'হেনরি কিসিঞ্জার'। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ায় তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। সমালোচকরা বলেন, কিসিঞ্জার মূলত ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনীর পরাজয় ঠেকাতে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

রাজনীতিতেই তাদের অন্তিম সুখ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

একজন অন্য পেশার মানুষ যিনি জীবনে একটা মামলাও খাননি, থানা-আদালতের মুখোমুখি হননি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে পড়েননি তিনি এলাকায় গিয়ে এমপি হতে পারেন কিন্তু দলের মধ্যকার বিপক্ষদের সাথে এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের সাথে কৌশলে কুলিয়ে উঠবেন না। ফলাফলে তাঁর নির্বাচিত আসনটি উন্নয়নের গতিধারা থেকে বঞ্চিত হবে!

যারা রাজনীতি করেন তারা সর্বজনীন থাকেন না! একটা নির্দিষ্ট দলের ব্যানার বহন করার কারণে আরেকটি পক্ষ বিষোদগার করতে, এড়িয়ে চলতে, অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। অথচ রাষ্ট্রের স্বার্থে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের মত নিরপেক্ষ শিক্ষক বড্ড দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যে রাজনীতি, যে দলাদলি তা আকাঙ্ক্ষিত নয়। আদালত পাড়ায় দলের ব্যানার থাকায় কেউ সুবিধা পায় আবার কেউ বঞ্চিত হওয়ার যে রীতি তা বন্ধ হওয়া দরকার।

ছাত্রজীবন থেকে যারা রাজনীতি করেছে, যারা দলের সাথে ছিল, যারা কর্মীদের সুখ দুঃখ দেখেছে, যারা রাতে বাড়িতে ঘুমাতে পারেনি, যাদের মাথায় মামলার পর মামলা ছিল, বিরোধী পক্ষের আঘাত যাদের শরীর বহন করে তাদেরকে রাজনীতির লড়াইয়ে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যারা রাজনীতির 'র' বোঝে না তাদেরকে রাজনীতিতে সুযোগ দিলে স্থানীয় রাজনীতিতে দলীয় কোন্দল আরও বাড়বে।

সব পেশাজীবীদের শেষ পরিণতিতে রাজনীতির পদ-পদবি পাওয়ার বাসনা, সংসদ সদস্য হওয়ার দৌড় লক্ষণ হিসেবে শুভলক্ষণ নয়। এমন মানসিকতা সেবা প্রদানের জীবনে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার প্রশ্ন উঠতে পারে। দপ্তর সামলানো আর কর্মী-সমর্থক সামলানোর মধ্যে যোজন যোজন তফাৎ। হুকুম দিয়ে, কাগজের ভয় দেখিয়ে অধীনদের দমিয়ে রাখা সহজ কিন্তু বিরোধীপক্ষের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে, দু'চার ঘা হজম করতেও হতে পারে-সেই সাহস, সম্মানের সেই ঠুনকো অবস্থা কি সাবেক শিক্ষক-আমলার আছে? দু'চার ডজন মামলায় হাজিরা দেওয়ার শক্তি, জেল-জরিমানার ধৈর্য তাদের আছে? যদি থাকে তবে বেশ। রাজনীতিতে নতুনধারা সূচিত হবে। কিন্তু যদি না থাকে তবে বৃহৎগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

সবাই আসলে ক্ষমতার মধ্যে ঢুকতে চায়। এর একমাত্র এবং শুধুমাত্র পথ নির্বাচন। এখানে ক্ষমতার অপব্যবহার করা যায় আবার ক্ষমতার ব্যবহারও করা যায়! রাজনীতি ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হলে কী পরিণতি হয় তার কিছুটা আলামত রাষ্ট্র দেখেছ। একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ একটু হলেও জনগণের মঙ্গলের কথা ভাবেন। জনতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখেন। যারা শৈশব-কৈশোর থেকে দলের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম সয়েছেন তারা জনতার কাছাকাছি আসতে পারেন। ধৈর্য ধরে সুখ দুঃখের কথা শুনতে পারেন। এসি রুম থেকে রাজনীতির মাঠের উত্তপ্ত কড়াইয়ে তারা কী করে নানা মত সামলাবেন, গালি-বকা সহ্য করবেন, রাজনীতির ভেতরের রাজনীতি ট্যাকেল করবেন সেটাই ভয়ের! রাজনীতিটা রাজনীতিবিদের হাতে রাখা যায় কিনা? অন্তত কিছু বছর তৃণমূলে কাজ করা, নির্বাচনের আসনের নেতাকর্মী-ভোটারদের পর্যন্ত পৌঁছা-এ অভিজ্ঞতা দেখা দরকার।

কিন্তু জটিল সমীকরণের নির্বাচনে অ-রাজনীতিবিদের জন্য সুবিধার জায়গা হবে না। সব পেশার শেষ পরিণতি রাজনীতি হলে প্রকৃত রাজনীতিবিদরাও যেভাবে বিব্রত হন, তাদের ভক্ত-অনুরক্তরাও হতাশ হন! রাজনৈতিক দলগুলো সবাইকে নমিনেশন দিতে পারবে না। কাজেই রাজনীতির বাইরের হাই-প্রোফাইলের যারা নমিনেশন বঞ্চিত হবে তাদের জন্য তাদের অনুসারীদের মন খারাপ হবে। নমিনেশন না কিনলে মন খারাপের সুযোগ সৃষ্টি হত।

নির্বাচন কি গার্মেন্টসের আপদ ডেকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

শ্রমিক আন্দোলনের এক নেতা কল্পনা আক্তারের নামও উল্লেখ করেন।

২০ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়েও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতার নিন্দা জানানো হয়েছে। সন্দেহ নেই, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প তাদের নজরদারিতে আছে। শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের মানসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিত করার জন্যই এ পোশাক নীতি। তবে, এ পোশাক নীতি শুধু বাংলাদেশের জন্য না, সব দেশের জন্যই প্রয়োগযোগ্য।

দেশের সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলনের জেরে বেশ কিছু পোশাক কারখানা এখনও বন্ধ রয়েছে। পুনরায় চালু হওয়া কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ নিয়েই কারখানাগুলোতে কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে দেশের চলমান রাজনৈতিক সংঘাত আন্তর্জাতিক পোশাক বাজারেও প্রভাব ফেলেছে। এ অবস্থায় এ ধরণের মার্কিন শ্রম নীতি বাংলাদেশের জন্য বড় বিপদ মনে করেন অনেকে।

এরমধ্যেওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দূতাবাস ঢাকায় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সতর্ক করে বলেছে, বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি যে স্মারকটি ঘোষণা করেছেন, বাংলাদেশ তার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এবং শ্রমিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে এই নীতি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাষ্ট্রের ওপর আরোপের সুযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (বাণিজ্য) মো. সেলিম রেজার লেখা চিঠিটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জেষ্ঠ সচিবের কাছে পাঠানো হয়েছে ২০ নভেম্বর। ওই চিঠির সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'বিশ্বব্যাপী শ্রমিক ক্ষমতায়ন,অধিকার ও উচ্চ শ্রমমান এগিয়ে নিতে স্মারক'–সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য একটি ভিসা নীতি ঘোষণা করে। ওই নীতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশিদের ভিসা দেবে না। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সরকার সমর্থক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য,আইন প্রয়োগকারী সংস্থা,বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন বলে জানানো হয়।

বিশ্লেষকরা জানান, শ্রম নীতি ছাড়া ও আমেরিকার কথা অনুযায়ী নির্বাচন না হলে অর্থনৈতিক নিশেষধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন নির্দেশনা আসতে পারে।

গত মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার –সিইসি স্পষ্ট বলেছেন, গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হলে গার্মেন্টিস খাতে বড় থাবা আসতে পারে। ধংস হতে পারে দেশের অর্থনীতি।

তবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বুধবার বলেছেন, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এমন কোন খবর নেই। সসব গুজব। কারণ সরকার অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচনের আয়োজন করছে।

নির্বাচন কেমন হবে

বিএনপি নির্বাচনে নেই। আসছে না। সরকারের অনুগত দলগুলো নিয়ে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এমন কি বিএনপির দলছুট তৃণমূল বিএনপি ও নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করতে চাইছে। আওয়ামী ২৯৮ আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেছ্ জাতীয় পার্টি ও ২৫০ টির বেশি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেছে। কিন্তু এখনো রওশন এরশাদের সাথে জিএম কাদেরে কোন সমাঝোতা হয়। ভাবী দেবরের পার্টির তামাশা সবাই দেখছে।

এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি নিয়ে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মিলছে না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলে। এ নিয়ে প্রধান শরিক আওয়ামী লীগ এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় সংশয়ে অন্য দলগুলো। এর মধ্যে শরিকদের আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা এবং সব আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাখার সিদ্ধান্তে ধোঁয়াশায় পড়েছে দলগুলো।

এ পটভূমিতে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে আছে শরিকরা। দ্রুত সময়ের মধ্যে আসন সমঝোতার আশায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় রয়েছে তারা। নতুন করে যুক্ত নির্বাচনী মিত্র দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক হলেও এখন পর্যন্ত ১৪ শরিককে ডাকেননি প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান সংসদে দুটি আসনের অধিকারী মহাজোট শরিক বিকল্পধারা বাংলাদেশের সঙ্গেও বসার উদ্যোগ নেয়নি আওয়ামী লীগ। এ নিয়ে অনেকটাই হতাশা ও ক্ষোভ রয়েছে এসব দলে। মহাজোটের দ্বিতীয় প্রধান শরিক জাতীয় পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতার প্রশ্নটি এখনও অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

তবে ৩০ নভেম্বর মনোনয়ন জমা দেয়ার শেষ দিন। মনে করা হচ্ছে সবাই জমা দেবে । পরে সমঝোতার ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করবে।

তবে মজার ব্যাপারে হচ্ছে সরকার চাইছে নির্বাচন হবে প্রতিযোগিতা মূলক। তবে তা হবে সাজানো নাটকের মত। মঙ্গলবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেছেন "আমরা ঠিক করে দেব কাথায় কোথায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঙড়াবে"। অন্যদিকে ভারতের "র" এর ঢাকাস্থ প্রধান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের এবং রওশন এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে নির্বাচনের নীতি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে মনে করছেন, এভাবে হয়ত নির্বাচন হয়ে যাবে।

তবে বিএনপি মনে করে বাংলাদেশে একনায়কতান্ত্রিক সরকারকে ভারত, চীন ও রাশিয়া যেভাবে সমর্থন দিচ্ছে। যা গণতন্ত্র এবং মানুষের মৌলিক অধিকার পরিপন্থি । বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান (যিনি এখনো জেলের বাইরে আছেন) সাংবাদিকদের বলেছেন, কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে বড় দেশগুলো যেভাবে অন্য দেশের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে চলেছে,তা তাঁকে অবাক করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল তপশিল পিছিয়ে একটি সাজানো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রশ্নই আসে না । তিনি বলেন, যতই অত্যাচার-নির্যাতন করুক, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগকেও একদলীয় শাসনের চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সাংবাদিকদের তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্রকামী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি ব্লকে। আরেকটি ব্লকে রাশিয়া, চীন এবং বন্ধুরাষ্ট্র ভারত। সবার যে চিন্তাধারা একই হবে, তেমন নয়। দুটি ব্লকের মৌলিক পার্থক্য বাংলাদেশের মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে। মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, আজ পশ্চিমা গণতান্ত্রিক বিশ্ব স্পষ্ট ভাষায় কিছু কঠিন পদক্ষেপ নিচ্ছে; স্যাংশন ও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান আর সুশাসন ফিরিয়ে আনা ও দুর্নীতি দূর করা।

ভোট না করার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সুযোগ রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। রওশনের সম্মানে ময়মনসিংহ-৪ আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। তবে গতকাল ওই আসনে প্রার্থী হিসেবে আবু মুসা সরকারের নাম ঘোষণা করা হয়।

জাপার সূত্রগুলো বলছে, অধিকসংখ্যক এবং পছন্দসই আসনে মনোনয়নের সুযোগ না পাওয়ায় নির্বাচনপ্রক্রিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন রওশন এরশাদ। বিশেষ করে রংপুর-৩ আসনটি সাদ এরশাদকে না দিয়ে জি এম কাদের নিজে রাখায় খেপেছেন তিনি।

সাদ ছাড়া আরও পাঁচজন অনুসারীকে পছন্দসই আসনে মনোনয়ন দিতে চেয়েছিলেন রওশন। তাঁরা হলেন জাপা থেকে বহিষ্কৃত মসিউর রহমান (রাঙ্গা), দলের ময়মনসিংহ জেলার সাবেক সভাপতি কে আর ইসলাম, সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী মামুনূর রশিদ ও হাবিবুল্লাহ বেলালী এবং যুগ্ম মহাসচিব ইকবাল হোসেন। কিন্তু সাদ এরশাদ এবং কে আর ইসলাম ছাড়া অন্যদের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত নন জি এম কাদের।

এখনও খোঁজ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মেঘনা অ্যাডভেঞ্চার থেকে ওই চারজন নিখোঁজ হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। ২৭ নভেম্বর সোমবার স্থানীয় সময় রাত ১২টার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ডকে বিষয়টি জানানো হয়।

খবরে বলা হয়, ওই চার ক্রু'র বয়স যথাক্রমে ২৫, ২৯, ৩০ ও ৪৭ বছর। তাদের সবার চুলের রঙ কালো ও ত্বক বাদামি। তবে তাদের নাম-পরিচয় এখনও সামনে আনা হয়নি।

সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে থাকবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

টানা সংঘাত আর রক্তক্ষয়ের অবসানে স্থায়ী সমাধান না হলে গাজা উপত্যকার মাটিতে রক্তের ফোয়ারা বইতেই থাকবে। সভ্যতার কলঙ্ক হয়ে থাকবে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত।

চলমান সংঘাতের কের ধরে জাতিসংঘ সতর্ক করে বলেছে, গাজা উপত্যকার মানুষেরা জরুরি মৌলিক চাহিদা মেটানোর মতো সহায়তাটুকুও পাচ্ছেন না। বোমা হামলা, অনাহার ও বিশুদ্ধ পানির অভাবে তাঁদের নাজেহাল অবস্থা। এমন অবস্থায় গাজায় যুদ্ধের কারণে যত না মানুষ মারা যাচ্ছেন, তার চেয়ে রোগবালাইয়ে বেশি মানুষ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এল্ডার গাজা থেকে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হয়েছিলেন। সেখানে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, 'যতটুকু সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, তা একেবারেই জরুরি সহায়তা। তাও যথেষ্ট নয়।'

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস বলেন, 'শুধু হাসপাতালই নয়, সব জায়গায় সবারই চিকিৎসা প্রয়োজন। কারণ, তাঁরা অনাহারে আছেন, তাঁদের বিশুদ্ধ পানির অভাব, তাঁরা গাদাগাদি করে থাকেন। তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে থাকায় তাঁদের অনেক বেশি মানসিক সমর্থন প্রয়োজন।

'সংক্রামক রোগের প্রকোপ বেড়েই যাচ্ছে। আমরা যদি এ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আগের অবস্থায় না ফেরাই এবং মৌলিক প্রয়োজন না মেটাতে পারি, তবে দেখব, বোমা হামলায় যত না মানুষ মারা যাচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি মানুষ রোগে মারা যাচ্ছেন। হাসপাতালগুলো চালাতে খাদ্য, পানি, ওষুধ এবং অবশ্যই জ্বালানি প্রয়োজন।'

হ্যারিস আরও বলেন, গত বছর একই সময়ের তুলনায় এবার ডায়রিয়া এবং অন্য সংক্রামক রোগের হার ৪৫ গুণ বেড়েছে। শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ থেকে শুরু করে উকুনের প্রকোপের মতো সমস্যাগুলো বেড়েছে। তবে চিকিৎসা পাওয়ার ব্যাপারে মানুষ আশা করেন না বললেই চলে।

ডব্লিউএইচও বলেছে, যুদ্ধবিগ্রহের কারণে কিংবা জ্বালানির অভাবে গাজার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হাসপাতাল ও দুই-তৃতীয়াংশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গাজার উত্তরাঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সেখানকার হাসপাতালগুলো প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের অবসানে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানকে এগিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। বিশ্ব সংস্থা বলেছে, দুই দেশেরই রাজধানী হবে জেরুজালেম।জেনেভায় জাতিসংঘ কার্যালয়ের মহাপরিচালক তাতিয়ানা ভালোভায়া মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এতে বলা হয়, জাতিসংঘের প্রস্তাব ও আন্তর্জাতিক আইনের ওপর ভিত্তি করে অপরিবর্তিত রূপে চূড়ান্তভাবে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতিয়ানা বলেন, জেরুজালেমকে রাজধানী বানিয়ে ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা পাশাপাশি শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব সংঘাত শুরুর পর বিভিন্ন সময় দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের কথা বলেছেন। এ ছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও একই কথা বলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংঘাত শুরুর পর ইসরায়েলকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও পরে তিনি সুর নরম করেছেন। গত অক্টোবরে তেল আবিব সফরের সময় তিনি বলেছেন, 'ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি জনগণ যাতে নিরাপদে, মর্যাদায় এবং শান্তিতে বসবাস করতে পারে, আমাদের অবশ্যই সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানই একমাত্র পথ।'

নিকি হ্যালি কি পারবেন ট্রাম্পকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছয় সপ্তাহ বাকি। বলতে গেলে রিপাবলিকান দলের ভিতরে ট্রাম্প বিরোধী শক্তি এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তৃতীয় বারের মত ট্রাম্প যাতে দল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সির জন্য মনোনয়ন না পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তারা নতুনভাবে জড়ো হয়েছে। বিশাল অংকের অর্থের যোগান নিয়ে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে একদল রিপাবলিকান।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য সিএনএনকে ফেইক নিউজ বলে থাকেন। কিন্তু আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী এই সংবাদ মাধ্যমের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট এ ধারণা দিচ্ছে যে, বিলিয়নিয়ার চার্লস কচ এবং শীর্ষ শিল্প ও কর্পোরেট দাতাদের দ্বারা অর্থায়ন করা প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক আসছে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুব বেশি বেকায়দায় ফেলে দেবে।

'এএফপি' আমেরিকান ফর প্রসপারিটি (সমৃদ্ধির জন্য আমেরিকান)। একটি পলিটিক্যাল এডভোকেসী গ্রুপ। এটি কচ ব্রাদার্স এর অর্থায়নে চলে। ডেভিড কচ এবং চার্লস কোচ। কচ ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবসায়ী এবং ফিলন্থ্রপিস্ট দুই ভাই।

যেখানে ২০১৬ সালে ১০০ মিলিয়ন ক্যাম্পেইন ডলার নিয়ে ফ্রন্ট রানার জেব বুশ, হিলারি ক্লিন্টনের মত ডেমোক্রেটিক প্রার্থী, দুইটি অভিশংসন, মিট রমনির মত বাঘা রিপাবলিকান ট্রাম্পকে কাবু করতে পারেনি, সাবেক নর্থ ক্যারোলিনা গভর্ণর নিকি হ্যালি তা করে দেখাতে পারবেন বলে গ্রুপটি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে! যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ ট্রাম্প বিরোধী আর নিকি সমর্থকদের এক্ষুণি সেরখম করে আশাবাদী না হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স, তাঁর স্বাস্থ্যগত বিষয়, ট্রাম্পের ওপর দেশদ্রোহিতাসহ ক্রিমিন্যাল মামলা, তাঁরও বয়স ইত্যাদি হয়ত কচ ব্রাদার্সের সে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে থাকতে পারে। আর সেই অনুযায়ি আগামী নভেম্বরে নিকি হ্যালির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার একটা সুযোগ থেকেই যায় বলে অনেক রিপাবলিকানদের এখন আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

রহমান মাহবুবঃ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকল্প হিসেবে মার্কিন রক্ষণশীলদের কাছে সামনে চলে আসছেন নিকি হ্যালি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে ভারতীয় বংশদ্ভূত নিকি হ্যালি নির্বাচিত হতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! দলের প্রাইমারিতে ট্রাম্পকে হারাতে পারলে আমেরিকার ইতিহাসে আরেকটি নজীর সৃষ্টি হতে পারে।

প্রভাবশালী অনেক রিপাবলিকান দাতাদের চোখ এখন নিকি হ্যালির দিকে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে রিপাবলিকান বাছাই পর্বে ট্রাম্পকে হারিয়ে দেয়ার জন্য তারা নিকি হ্যালির পিছনে একাট্টা হচ্ছেন। নির্বাচনে নিজের প্রার্থীতা আগেই ঘোষণা করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য রিপাবলিকান দলের কাউকেই তেমন শক্তিশালী এতদিন মনে হয়নি।

দলের প্রাইমারি নির্বাচনের আর মাত্র

ছয় সপ্তাহ বাকি। বলতে গেলে রিপাবলিকান দলের ভিতরে ট্রাম্প বিরোধী শক্তি এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তৃতীয় বারের মত ট্রাম্প যাতে দল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সির জন্য মনোনয়ন না পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তারা নতুনভাবে জড়ো হয়েছে। বিশাল অংকের অর্থের যোগান নিয়ে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে একদল রিপাবলিকান।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য সিএনএনকে ফেইক নিউজ বলে থাকেন। কিন্তু আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী এই সংবাদ মাধ্যমের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট এ ধারণা দিচ্ছে যে, বিলিয়নিয়ার চার্লস কচ এবং শীর্ষ শিল্প ও কর্পোরেট দাতাদের দ্বারা অর্থায়ন করা প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক আসছে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুব বেশি বেকায়দায় ফেলে দেবে।

'এএফপি' আমেরিকান ফর প্রসপারিটি (সমৃদ্ধির জন্য আমেরিকান)। একটি পলিটিক্যাল এডভোকেসী গ্রুপ। এটি কচ ব্রাদার্স এর অর্থায়নে চলে। ডেভিড কচ এবং চার্লস কোচ। কচ ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবসায়ী এবং ফিলন্থ্রপিস্ট দুই ভাই।

যেখানে ২০১৬ সালে ১০০ মিলিয়ন ক্যাম্পেইন ডলার নিয়ে ফ্রন্ট রানার জেব বুশ, হিলারি ক্লিন্টনের মত ডেমোক্রেটিক প্রার্থী, দুইটি অভিশংসন, মিট রমনির মত বাঘা রিপাবলিকান ট্রাম্পকে কাবু করতে পারেনি, সাবেক নর্থ ক্যারোলিনা গভর্ণর নিকি হ্যালি তা করে দেখাতে পারবেন বলে গ্রুপটি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে! যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ ট্রাম্প বিরোধী আর নিকি সমর্থকদের এক্ষুণি সেরখম করে আশাবাদী না হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স, তাঁর স্বাস্থ্যগত বিষয়, ট্রাম্পের ওপর দেশদ্রোহিতাসহ ক্রিমিন্যাল মামলা, তাঁরও বয়স ইত্যাদি হয়ত কচ ব্রাদার্সের সে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে থাকতে পারে। আর সেই অনুযায়ি আগামী নভেম্বরে নিকি হ্যালির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার একটা সুযোগ থেকেই যায় বলে অনেক রিপাবলিকানদের এখন আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

রহমান মাহবুবঃ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিকল্প হিসেবে মার্কিন রক্ষণশীলদের কাছে সামনে চলে আসছেন নিকি হ্যালি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে ভারতীয় বংশদ্ভূত নিকি হ্যালি নির্বাচিত হতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! দলের প্রাইমারিতে ট্রাম্পকে হারাতে পারলে আমেরিকার ইতিহাসে আরেকটি নজীর সৃষ্টি হতে পারে।

প্রভাবশালী অনেক রিপাবলিকান দাতাদের চোখ এখন নিকি হ্যালির দিকে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে রিপাবলিকান বাছাই পর্বে ট্রাম্পকে হারিয়ে দেয়ার জন্য তারা নিকি হ্যালির পিছনে একাট্টা হচ্ছেন। নির্বাচনে নিজের প্রার্থীতা আগেই ঘোষণা করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য রিপাবলিকান দলের কাউকেই তেমন শক্তিশালী এতদিন মনে হয়নি।

দলের প্রাইমারি নির্বাচনের আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বাকি। বলতে গেলে রিপাবলিকান দলের ভিতরে ট্রাম্প বিরোধী শক্তি এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তৃতীয় বারের মত ট্রাম্প যাতে দল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সির জন্য মনোনয়ন না পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তারা নতুনভাবে জড়ো হয়েছে। বিশাল অংকের অর্থের যোগান নিয়ে আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে একদল রিপাবলিকান।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য সিএনএনকে ফেইক নিউজ বলে থাকেন। কিন্তু আমেরিকার অন্যতম প্রভাবশালী এই সংবাদ মাধ্যমের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট এ ধারণা দিচ্ছে যে, বিলিয়নিয়ার চার্লস কচ এবং শীর্ষ শিল্প ও কর্পোরেট দাতাদের দ্বারা অর্থায়ন করা প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক আসছে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুব বেশি বেকায়দায় ফেলে দেবে।

'এএফপি' আমেরিকান ফর প্রসপারিটি (সমৃদ্ধির জন্য আমেরিকান)। একটি পলিটিক্যাল এডভোকেসী গ্রুপ। এটি কচ ব্রাদার্স এর অর্থায়নে চলে। ডেভিড কচ এবং চার্লস কোচ। কচ ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যবসায়ী এবং ফিলন্থ্রপিস্ট দুই ভাই।

যেখানে ২০১৬ সালে ১০০ মিলিয়ন ক্যাম্পেইন ডলার নিয়ে ফ্রন্ট রানার জেব বুশ, হিলারি ক্লিন্টনের মত ডেমোক্রেটিক প্রার্থী, দুইটি অভিশংসন, মিট রমনির মত বাঘা রিপাবলিকান ট্রাম্পকে কাবু করতে পারেনি, সাবেক নর্থ ক্যারোলিনা গভর্ণর নিকি হ্যালি তা করে দেখাতে পারবেন বলে গ্রুপটি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে! যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ ট্রাম্প বিরোধী আর নিকি সমর্থকদের এক্ষুণি সেরখম করে আশাবাদী না হওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বয়স, তাঁর স্বাস্থ্যগত বিষয়, ট্রাম্পের ওপর দেশদ্রোহিতাসহ ক্রিমিন্যাল মামলা, তাঁরও বয়স ইত্যাদি হয়ত কচ ব্রাদার্সের সে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি হয়ে থাকতে পারে। আর সেই অনুযায়ি আগামী নভেম্বরে নিকি হ্যালির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার একটা সুযোগ থেকেই যায় বলে অনেক রিপাবলিকানদের এখন আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে।

হবিগঞ্জ জেলা কল্যান সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের অভিষেক

শেখ শফিকুর রহমান

হবিগঞ্জ জেলা কল্যান সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনকের নবনির্বাচিত ২০২৪-২০২৫ কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও সাময়িকী হৃদয়ে হবিগঞ্জের প্রকাশনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ নভেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠানে

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মোঃ আজদু মিয়া তালুকদার।সাধারন সম্পাদক রোকন হাকিম ও নবনির্বাচিত সাধারন সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন মানিকের যৌথ পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব রব চৌধুরী, ও বিশেষ অতিথি কমিউনিটি লিডার হাসান আলী,জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সভাপতি

বদরুল হোসেন খান, সাবেক চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম, এডভোকেট নাসিরউদ্দীন আহমদ, পাইলট ক্যাপ্টেন আব্দুল্লাহ আল ফারুক, সাবেক সভাপতি শফিউদ্দীন তালুকদার, কমিউনিটি লিডার ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, আতাউর রহমান সেলিম, আব্দুল মোছাব্বির, মিয়া মোহাম্মদ আছকির।

কোরআন তেলওয়াত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়।প্রথমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেনরেজাউল আজাদ ভূইয়া রিজু, সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান, ইমরান আলী টিপু, জালাল চৌধুরী, কবি আবু তাহের চৌধুরী স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান সাবেক সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দীন। শফিউদ্দীন তালুকদার সম্পাদিত হৃদয়ে হবিগঞ্জ স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিবৃন্দ।

দূর্যোগ আবহাওয়া উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে নৈশ্যভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

হুইলচেয়ারে বসে স্ত্রীকে চিরবিদায় জানালেন জিমি কার্টার

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৯ নভেম্বর রোববার সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী রোজালিন কার্টারের মৃত্যু হয়েছে । ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার জর্জিয়ার একটি চার্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাবেক এই ফার্স্ট লেডির শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা । এদিন প্রিয় স্ত্রী রোজালিনকে শেষ বিদায় জানাতে হুইলচেয়ারে করে সেখানে পৌঁছান ৯৯ বছর বয়সী জিমি কার্টার।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য ডেইলি মিরর জানিয়েছে, হসপিস কেয়ারে থাকা জিমি আড়াই ঘন্টা যাত্রা করে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। মঙ্গলবার জিমি কার্টার আসেন একটি হুইলচেয়ারে করে। সেখানে তার পায়ের উপর একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখাতে দেখা গেছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের স্ত্রী রোজালিনের এই হৃদয় বিদারক বিদায়ে হাজির হয়েছিলেন সাবেক ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, মিশেল ওবামা, লরা বুশ সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সামনের সারিতে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন।

রোজালিনের মৃত্যুর পর এক বিবৃতিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্টার বলেন, 'যখন আমার প্রয়োজন ছিল তখন সে আমাকে বিজ্ঞ নির্দেশনা এবং উৎসাহ দিয়েছিল। যতদিন রোজালিন পৃথিবীতে ছিলো, আমি সবসময় জানতাম যে কেউ আমাকে ভালোবাসে ও সমর্থন করে।'

ওয়াশিংটন পোস্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে, সাবেক প্রেসিডেন্টের ছেলে চিপ কার্টার বলেছিলেন, যে তার বাবা রোজালিনের শেষ মুহুর্তে সঙ্গে ছিলেন। জিমি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, জীবদ্দশায় সে যেসব 'অসাধারণ কাজ' কাজ করেছেন তার জন্য তিনি গর্বিত।

প্রসঙ্গত, রোজালিন কার্টার ১৯২৭ সালের ১৮ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম এলেইনর রোসালিন স্মিথ। ১৯৪৬ সালের ৭ জুলাই জিমি কার্টারকে বিয়ে করে রোজালিন কার্টার নাম নেন তিনি। অন্যদিকে ডেমোক্রেট নেতা জিমি কার্টার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। জিমি-রোজালিন দম্পতির সংসারে ৪ সন্তান, ১১ নাতি-নাতনি এবং ১৪ জন প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী রয়েছে।

৪শ কম্বল বিতরণের সিদ্ধান্ত

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের মাসিক সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব, তাদের সেবামূলক কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতায় গত ৪ মাসে ১৭টি কল্যানমূলক সেবা পরিচালনা করেছে। এগুলোর মধ্যে রক্তদান কর্মসূচি, দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরন ও বাংলাদেশে গরীব শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরন উল্লেখযোগ্য। আগামী ২৩ ডিসেম্বর রয়েছে এক রক্তদান কর্মসূচি। কর্মকর্তারা আশা করছেন এ দিন শতাধিক বাংলাদেশি রক্ত্দান কর্মসূচিতে অংশ নেবে। ব্রংকস, কুইন্স ও ব্রুকলিনে প্রকৃত দরিদ্র ও হোমলেসদের মধ্যে ডিসেম্বরেই ৪ শত কম্বল বিতরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লায়ন্স কর্মকর্তারা। এ লক্ষ্যে ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার লায়ন্স ক্লাবের সভায় তাৎক্ষনিকভাবে ১৯ শত ডলার ক্লাব সদস্যরা প্রদান করেন।

গত ২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের মাসিক সভা ও থ্যাংকসগিভিং ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক জেএফএম রাসেল। ভবিষৎ করনীয় ও কর্মসূচি নিয়ে ক্লাব সদস্যরা খোলামেলা আলোচনা করেন। এতে ব্লাড ড্রাইভ ও কম্বল বিতরন সফল করার জন্য ২টি উপকমিটি গঠিত হয়। ব্লাড ড্রাইভ কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিব নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে আব্দুর রশীদ বাবু ও গোলাম এন হায়দার মুকুট। কমিটির ২ জন সদস্য হলেন ডেইজি ইয়াসমিন ও কামরুল মজুমদার। কম্বল বিতরন কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিব হলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ সাইয়িদ ও মাসুদ রানা তপন। সভায় সভাপতি শাহ নেওয়াজ নিজেই ১০০ কম্বল প্রদানের ঘোষণা দেন। রিয়েলটর নুরুল আজিম ও আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান ৫০টি করে কম্বল দেবেন বলে জানান।

সভায় বিভিন্ন পর্বে আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মতিউর রহমান, লায়ন রকি আলিয়ান, রেজা রশীদ, ডাঃ সারোয়ারুল হাসান, আমেনা নেওয়াজ, আকাশ রহমান,রহুল আমীন,এফইএমডি রকি, আবু বকর সিদ্দীক, মোস্তফা অনিক রাজ, আব্দুর রশীদ বাবু, আবুল কাশেম, মাসুদ রানা তপন, তৌহিদ ইসলাম,সারোয়ার খান বাবু, ইঞ্জিনিয়ার আহমেদ সোহেল, নাসির উদ্দীন, এএফএম জামান, মনোয়ারুল ইসলাম ও বদরুদ্দোজা সাগর। সভা শেষে জামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে শাহ নেওয়াজ ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি পদে মনোয়ারুল ইসলাম নির্বাচিত হওয়ায় নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব তাদের ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানায়।

স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের এমডি হাবিবুর রহমানের সম্মানে মত বিনিময়

আজিজুল আম্বিয়া, যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশের শরিয়া ভিত্তিক সুদবিহীন ব্যাংক স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মোঃ হাবিবুর রহমান যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণ ও তাদের ব্যাংকে একাউন্ট খোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

২৬ নভেম্বর রোববার লন্ডনে স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংক মানি এক্সচ্যাঞ্জ ইউকে কর্তৃক আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় তিনি উপরোক্ত আহ্বান জানান ।

স্ট্যাণ্ডার্ড মানি এক্সচ্যাঞ্জ ইউকের ম্যানেজার আব্দুল আহাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় অতিথি হিসাবে আরো বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক তাইছির মাহমুদ, ব্যারিষ্টার নাজির আহমদ, কে এম আবুতাহের চৌধুরী ,আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর শাহ জালাল সরকার , ফজলুল করিম চৌধুরী প্রমুখ ।

মোঃ হাবিবুর রহমান আরো বলেন যে - সারা দেশে স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের ১৩৩টি শাখা ও ৬ লাখ গ্রাহক রয়েছেন । ২০২০ সাল থেকে এ ব্যাংক পূর্ন একটি ইসলামী ব্যাংক । এ ব্যাংকে দুর্নীতি ও লুটপাটের কোন অভিযোগ নেই । বাংলাদেশে কিছু

সংখ্যক দুর্নীতিবাহ লোকের কারনে ব্যাঙ্কিং সেক্টরের দুর্নাম হচ্ছে ও

দেশের অর্থ বাইরে পাচার হচ্ছে।

তিনি বলেন- তাদের ব্যাংকের ভিসা কার্ড দিয়ে পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে।

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাএী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

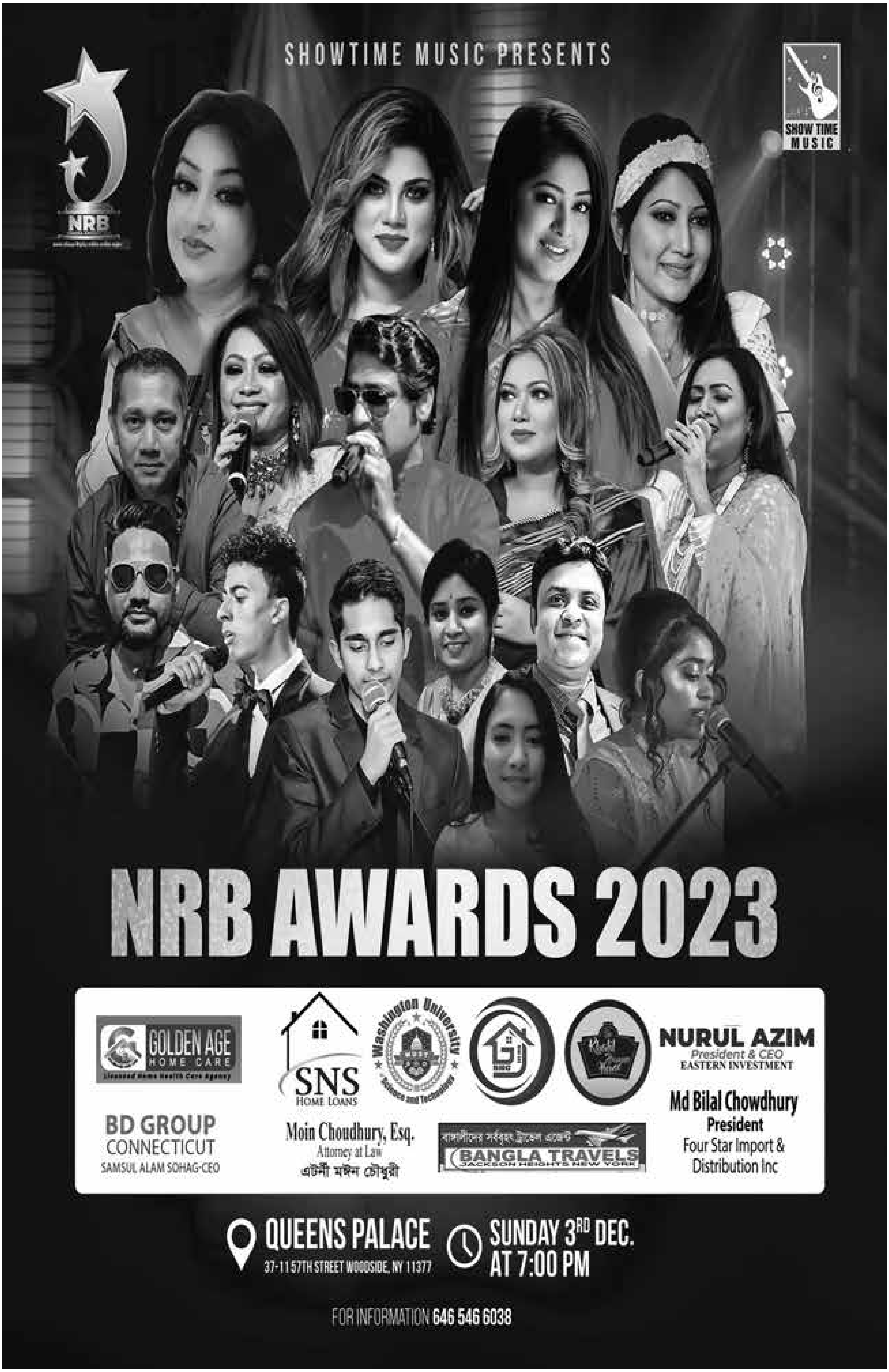
SHOWTIME MUSIC PRESENTS
NRB
SHOW TIME MUSIC
NRB AWARDS 2023
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
SNS
HOME LOANS
Washington University
Science and Technology
NURUL AZIM
President & CEO
EASTERN INVESTMENT
BD GROUP
CONNECTICUT
SAMSUL ALAM SOHAG-CEO
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
Md Bilal Chowdhury
President
Four Star Import &
Distribution Inc
QUEENS PALACE
37-11 57TH STREET WOODSIDE, NY 11377
SUNDAY 3RD DEC.
AT 7:00 PM
FOR INFORMATION 646 546 6038

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড-বাংলাদেশী কমিউনিটির ইংরেজি ও কম্পিউটারের উপর স্কিল ডেভলাপ করে কাজের উপযোগী করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করাই এই ফাউন্ডেশনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। সেবাসমূহ হলোঃ কম্পিউটার কোর্স, ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স ও মেন্টাল হেলথ ওয়ার্কশপ।

২৫ নভেম্বর শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফাউন্ডেশনের কোর্সের যাত্রা শুরু হয়। নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট সমাজ সেবক কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব এবং পরিচিত মুখ বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার নেহার সিদ্দিকী উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের এই কোর্স সম্পর্কে ও কোর্সের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। তারা বলেন, প্রযুক্তির এই যুগে ইংরেজী ও কম্পিউটার জানা না থাকলে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই এসব স্কিল ডেভেলপ করা অত্যন্ত জরুরী। কোন বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটাই প্রথম কোন মহৎ উদ্যোগ। তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি।

প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি ইন্সট্রাক্টর সুমাইয়া তাবাসসুম, ট্রেজারার শিউলি আক্তার ও প্রেসিডেন্ট ইঞ্জি. আব্দুস সোবহান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে বলেন, সাংবাদিক সম্মেলনের পর থেকে আমরা প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। আমি খুবই আশাবাদি সবাই এই সেবা গ্রহণ করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলবে। আমি সকল সংবাদকর্মী ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে এই সেবামূলক সংবাদ প্রকাশ করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্মার্ট টেক আইটি সল্যুশনসকে তাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। আমরা আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা চাই। যেহেতু এটা একটি নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন সেহেতু যে কেউ যেকোন ধরণের সহযোগিতা করে এই সেবামূলক কাজে পাশে থাকতে পারেন। এই মুহূর্তে আমাদের কিছু ল্যাপটপের ঘাটতি রয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উদ্যোগে কেউ চাইলে ল্যাপটপ ডোনেট করে বাঙ্গালি কমিউনিটির এই উন্নয়নে পাশে থাকতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে তিন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীকে গুলি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে তিন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীকে গুলি করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যে ইউনিভার্সিটি অব ভারমন্টের কাছে বারলিংটনে গত শনিবার সন্ধ্যায় পিস্তল বহনকারী এক ব্যক্তি এই তিন শিক্ষার্থীকে গুলি করে করেছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। দুজনের অবস্থা এখন স্থিতিশীল হলে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ কেফিয়াহ পরা অবস্থায় আরবি ভাষায় কথা বলছিলেন ফিলিস্তিনের তিন শিক্ষার্থী। ফিলিস্তিন বিদ্বেষ থেকে এই হামলা উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। তাই 'হেইট ক্রাইম' বা ঘৃণামূলক অপরাধ হিসেবে হামলাটির তদন্ত করার জন্য পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পরিবার।

অলাভজনক ফিলিস্তিনপন্থী আইনি সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলেছে, গুলিবিদ্ধ তিন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী কেফিয়াহ পরিহিত অবস্থায় আরবিতে কথা বলছিলেন। তখন সন্দেহভাজন হামলাকারী তাঁদের হয়রানির উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনজনকে গুলি করে পালিয়ে যান। পুলিশ অবশ্য বলছে, হামলাকারী কোনো কথা না বলেই চারটি গুলি করেছেন।

মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর মাধ্যমে প্রকাশিত ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পরিবারের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই হামলাকে ঘৃণামূলক অপরাধ হিসেবে বিবেচনাসহ ঘটনার সঠিক তদন্তের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আহ্বান জানাই।

পানির নিচে ৩৮ জাদু দেখিয়ে রেকর্ড কিশোরীর

নিউজ ডেস্ক

সাগরের পানির নিচে জাদু দেখিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়লেন ১৩ বছর বয়সি মার্কিন কিশোরী অ্যাভেরি এমারসন ফিসার। সম্প্রতি সাগরের পানির নিচে ৩ মিনিটে ৩৮টি জাদু দেখিয়ে সবাইকে চমকে দেয় সে। আগের রেকর্ডটি ছিল মার্টিন রিজ নামে এক পেশাদার জাদুশিল্পীর দখলে, যিনি একই সময়ে ২০টি জাদু দেখিয়েছিলেন।

পানির নিচে ম্যাজিক দেখানোর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে ডুবরির পোশাক পরে এবং নাকে অক্সিজেন নল লাগিয়ে পানির নিচে একের পর এক ম্যাজিক দেখিয়ে যাচ্ছে অ্যাভেরি।

ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়েছে ভাইরাল। লাইক করেছেন আট হাজারের বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী। সেই সঙ্গে এত কম বয়সে পানির নিচে অ্যাভেরির ম্যাজিকের প্রশংসাও করেছেন তারা।

পানির নিচে জাদুবিদ্যা দেখানোর কৃতিত্ব এই প্রথম নয়। অ্যাভেরির আগে এই কৃতিত্ব ছিল ব্রিটিশ ম্যাজেশিয়ান মার্টিন রিসের। ২০২০ সালে জলের নীচে টানা ২০টি জাদু দেখিয়ে গিনেস ওয়াল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছিল সে। করোনা মহামারির সময় পানির নিচে জাদু প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্যাভেরি। তবে তখন নানান কারণে সম্ভব না হলেও এবার মার্টিনের সেই রেকর্ড এবার ভেঙে দিল।

ছোটবেলা থেকেই জাদুবিদ্যায় হাত পাকিয়েছে ১৩ বছরের মার্কিনি অ্যাভেরি এমারসন ফিসার। সেই সঙ্গে রপ্ত করেছিল সাঁতারও। সাঁতারে বেশ কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছে সে। সাগরে ডুবরির পোশার পরে সাঁতার কেটেছে ৩০ বারের বেশি। জাদুর পাশাপাশি সাঁতারকে কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করলো অ্যাভেরি।

ফ্রান্সে ফুড ডেলিভারি কর্মীদের ধর্মঘট ২ ও ৩ ডিসেম্বর

বদরুল বিন আফরুজ, ফ্রান্স

ফ্রান্সে ফুড ডেলিভারি - উবার ইট, ডেলি ব্রো, স্টুয়ার্ট ও পান্ডা সহ আরো অন্যান্য ফুড ডেলিভারি রাইডারদের চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ফ্রান্সের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে আগামী ২ ও ৩ ডিসেম্বর ধর্মঘট কর্মবিরতি কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় সংগঠন CGT।

কর্ম বিরতি ধর্মঘটে যে চার দফা দাবিতে উল্লেখ করা হয় । (১) ফরাসি সরকারের আইন অনুযায়ী প্রতি ঘন্টা সর্বনিম্ন যা উল্লেখ রয়েছে তা পরিশোধ করা (২) অনলাইনে থাকাকালীন সময় কোন ধরনের অর্ডার না আসলে তা ঘন্টা হিসেবে টাকা পরিশোধ করা (৩) রাইডারদের সাথে রেস্টুরেন্টের কর্মীরা যে সমস্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তা বন্ধ করতে হবে (৪) রাইডারদের ইনকামের উপর যে ট্যাক্স বসানো হয়েছে তা কমিয়ে আনতে হবে।

CGT কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়ে গত বুধবার ২২ নভেম্বর বিকালে প্যারিসের একটি অভিজাত হলরুমে বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষে ওবায়দুল্লাহ কয়েসের নেতৃত্বে ফুড রাইডার সহ বেশ কিছু বাংলাদেশিরা CGT কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে এক মতবিনিময় করেন।

CGT কর্মকর্তারা এমন কর্মসূচি আহবান করায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বাংলাদেশিরা CGT-এর প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে একাত্মতা প্রকাশ করেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। একইসঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সফলের লক্ষ্যে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন CGT কর্মকর্তা লুডো রিও ও CGT ভেলিবারি বিভাগের কর্মকর্তা মেহদি এল মান্দিলি।

ক্যান্টালোপে সালমোনেলা ব্যাক্টেরিয়া

এইচ বি রিতা

যুক্তরাষ্ট্রের ৩২টি স্টেট জুড়ে ক্যান্টালোপের মাধ্যমে সালমোনেলা ব্যাক্টেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে দুজন মারা গেছে এবং ২৪জন লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ২৪ নভেম্বর, শুক্রবার সিডিসি এ ঘোষণা করেছে। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-ভোক্তা, ব্যবসায়ী এবং রেস্তোঁরাগুলিকে তাদের ক্যান্টালোপগুলি পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। যদি কারো কাছে পরীক্ষা করা ক্যান্টালোপ থাকে বা যদি তারা পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চিত থাকেন, তবে সে ক্যান্টালোপগুলো ফেলা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সিডিসি এবং দূষিত হতে পারে এমন স্থানগুলো স্যানিটাইজ করতে বলা হয়েছে।

সিডিসি তথ্য অনুসারে, দেশব্যাপী রিপোর্ট করা ৯৯টি মামলার মধ্যে ১৩টি অসুস্থ লোকের সংখ্যা মিনেসোটাতে। সম্প্রতি রিপোর্ট করা অসুস্থতাটি ১০ নভেম্বরে ঘটেছিল, যদিও সিডিসি জানায় যে, রোগটি সালমোনেলা প্রাদুর্ভাবের অংশ কিনা তা নির্ধারণ করতে তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় নিতে পারে।

প্যাসিফিক ট্রেলিস ফ্রুট এবং ডালসিনিয়া ফার্মস শুক্রবার মালিচিতা ব্র্যান্ডের পুরো ক্যান্টালোপের প্রায় ৪,৯০০টি কেস প্রত্যাহার করেছে। সোফিয়া প্রোডিউস এলএলসি ১৫ নভেম্বর মালচিতা লেখা লেবেল সহ সমস্ত আকারের তাজা ক্যান্টালোপ প্রত্যাহার করেছে যা ১৬ থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে বিক্রি হয়েছিল। কারণ সালমোনেলার জন্য মালিচিটা-ব্র্যান্ডের ক্যান্টালোপের তদন্ত করা হচ্ছে। এফডিএ অনুসারে, কোম্পানিটি ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয়, ওকলাহোমা, টেক্সাস এবং উইসকনসিনের বিভিন্ন সুপারমার্কেট ১৮ থেকে ২৬ অক্টোবরের মধ্যে ক্যান্টালোপগুলি বিতরণ করেছিল।

সিএফ ডালাস এলএলসি, গত বুধবার ফ্রেশনেস গ্যারান্টিড এবং রেসট্র্যাক ব্র্যান্ডের সকল তাজা কাটা ফলের প্যাকেজগুলি প্রত্যাহার করেছে। ন্যাশনাল গ্রোসার অ্যালদিও ২৭ থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ক্ল্যামশেল প্যাকেজিংয়ে ক্যান্টালোপ, কাটা ক্যান্টালোপ এবং আনারসগুলো প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছেন। গত সপ্তাহে, ভিনইয়ার্ড ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কোম্পানি সমস্ত তাজা এবং কাটা ক্যান্টালোপ প্রত্যাহার শুরু করেছে। প্রত্যাহারে ওকলাহোমায় ৩০ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বিতরণ করা এক ডজন তাজা কাটা পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এফডিএ অনুসারে, সালমোনেলা হল একটি ব্যাকটেরিয়া যা ছোট শিশু, দুর্বল বা বয়স্ক ব্যক্তিদের এবং দুর্বল ইমিউন সিস্টেমে থাকাদের মধ্যে গুরুতর এবং কখনও কখনও মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। সালমোনেলা বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে: ডায়রিয়া, রক্তাক্ত ডায়রিয়া যা তিন দিনের বেশি স্থায়ী হতে পারে, ডায়রিয়া সহ ১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি জ্বর, অত্যধিক বমি, শুকনো মুখ এবং গলা সহ ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ, কদাচিৎ প্রস্রাব করা এবং দাঁড়ানোর সময় মাথা ঘোরা এবং পেট বাধা।

এই লক্ষণগুলি সাধারণত প্রকাশের ছয় ঘন্টা থেকে ছয় দিনের মধ্যে দেখা যায়। যদিও বেশিরভাগ লোক চার থেকে সাত দিনের মধ্যে সেরে উঠতে পারে, তবে যাদের দুর্বল ইম্মিউন সিস্টেম রয়েছে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু এবং ৬৫ বছরের বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো গুরুতর হতে পারে এবং

শৈশবে গৃহহীন ছয় বোন এখন নার্সিং পড়ছে

কুলসুম আক্তার সুমী

কুইন্সের অধিবাসী ছয় বোন শৈশবে গৃহহীন থাকার কষ্ট কাটিয়ে এখন নার্সিং পড়ছে। ব্রুকলিনের সুনি ডাউনস্টেট হেলথ সাইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে এই ছয় বোন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া লরেন্স বলেন, 'কলেজে আসার পর আমরা কেউ লেখক, কেউ চিত্রকর, কেউ ফ্যাশন ডিজাইনার হতে চেয়েছিলাম। আমাদের সবার আলাদা আলাদা বিষয়ে আগ্রহ ছিল। কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের সবার মিল ছিল, আমরা সবাই মানুষকে সাহায্য করতে চাই যার মাধ্যমে আমরাও বেঁচে থাকবো। এ ভাবনা থেকেই আমরা নার্সিং পড়তে উদ্বুদ্ধ হই।'

কুইন্সের রোজডেলে কয়েক প্রজন্ম আগের একটা বাড়ি ছিল তাদের, যা দশ বছর আগে পরিবারের অন্যদের কাছে হারাতে হয়। সে সময় তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে। ড্যানিয়েল লরেন্স বলেন, 'যখন আমরা গৃহহীন হই আমি আমার হোমওয়ার্ক একটা কার্ডবোর্ড বক্সের উপর রেখে করতাম।'

এরকম দুঃসহ সময়ে এক বোন অন্যবোনকে সহায়তা করতো। গ্যাব্রিয়েলা লরেন্স বলেন, 'এরকম পরিস্থিতিতে যখন স্কুলে গেলাম; ভাবতাম আমি স্কুলে ভালো করছি না, আমি পারবো না। কিন্তু আমার পরিবার, বোনেরা এবং সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আমি পেরেছি।'

ডমিনিক লরেন্স বলেন, আমি আমাদের ঐ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে লজ্জাবোধ করি না, বরং মনে করি এ বিষয়ে কথা বলা উচিত।'

তারা বলে, একটা পর্যায়ে আমাদের থাকার কোন জায়গা ছিলো না। একটা নেংরা বাড়ি পরিষ্কারের বিনিময়ে আমাদেরকে থাকতে দিয়েছিলো, তখন মাথার উপর একটা ছাদ থাকাই প্রয়োজনীয় ছিলো। সেটা ছিলো একটা বেইজমেন্ট। আমরা একন খুবই আনন্দিত কেননা আমাদের গল্প শুনে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে।

২০১৩ সালে, বাবা ডেভিড এবং মা ইয়োনেটের সাথে লরেন্স পরিবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে তাদের বাড়িটি হারিয়েছিল। এই দুর্ভাগ্য তাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনধারার দিকে ঠেলে দেয়। বিভিন্ন আত্মীয় এবং বন্ধুদের বাড়িতে দৌড়ঝাঁপ করতে থাকে তারা। অস্থিরতার এই সময়ের মধ্যে, বোন - ডমিনিক, লরেন, ড্যানিয়েল, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্যাব্রিয়েলা এবং নাটালিয়া - তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। পিপল রিপোর্ট অনুযায়ী, সে সময় তাদের বাবা তাদের শিক্ষাবিদদের সাথে অটল থাকার উপর জোর দিয়েছিলেন।

আটলান্টিক সিটিতে দামোদর মাস পালন উপলক্ষে ধর্মসভা

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে দামোদর মাস পালন উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্ত সুমন মজুমদার ও সুপ্রীতি দের উদ্যোগে এই ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

ওইদিন সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল ভক্তিভাবে দীপদান, অখন্ড দীপাবলীর আয়োজন, মালা জপ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

ধর্মসভায় পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রম্মচারি শুভানন্দ দাস উপস্থিত থেকে কৃষ্ণভক্তদের কৃতার্থ করেন এবং দামোদর মাসের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

ধর্মসভায় শুভানন্দ দাস ব্রম্মচারি কৃষ্ণভক্তদের জ্ঞাতার্থে জানান, "ভগবান বলেছেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষরূপে নিবিষ্ট করে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করে, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী"।

তিনি আরো বলেন, ভগবানকে লাভ করতে হলে চাই আপন চিত্তশুদ্ধি। ভগবান ভজনেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কখনও ভগবৎ দর্শন হয় না। তিনি বলেন, ধর্মচর্চা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। তাছাড়া ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে সহায়তা করে।ধর্ম চেতনা ও ধর্মবোধ মানুষকে সত্য, সুন্দরের পথে পরিচালিত করে।ধর্মচর্চা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্হ ভাগবত গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি মানুষকে বিভিন্ন অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। নিষ্কাম কর্ম এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ থেকে উওরনের জন্য গীতা শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।

ধর্মসভায় সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম', আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতা হত্যার ষড়যন্ত্রে গ্রেফতার ভারতীয়

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এক শিখ বিচ্ছিন্নতাকামী নেতাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ভারতীয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেলের দফতর এ নিয়ে যে অভিযোগপত্র প্রকাশ করেছে, তাতে লেখা হয়েছে যে পরিকল্পনা করা ওই হত্যার জন্য গ্রেফতার ব্যক্তি একজন ভারতীয় নাগরিক, তিনি একজন ভাড়াটে খুনি নিয়োগের চেষ্টা করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক অভিযোগপত্র প্রকাশ করার পরেই ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তা ধরা পড়েন চেক প্রজাতন্ত্রে। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ৫২ বছর বয়সী নিখিল এখনো ওই দেশেই আটক রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতা গুরপাতওয়ান্ত সিং পান্নুন'কে হত্যার পরিকল্পনা সাজান ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা, তিনি নিখিল গুপ্ত (৫২) নামে ভারতীয় নাগরিক এক ব্যক্তিকে এ কাজে নিয়োজিত করেন। নিখিল এ সময় নিজেকে একজন পাচারকারী হিসেবে পরিচয় দেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিখিল অন্য এক 'ক্রিমিনাল'কে ভাড়া করেন গুরপাতওয়ান্ত সিং পান্নুন'কে হত্যা করতে। এ জন্য এক লাখ ডলার দেয়ার চুক্তি হয়। আসলে নিখিল যাকে 'ক্রিমিনাল' হিসেবে হত্যা মিশনে দায়িত্ব দেন তিনি প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ছদ্মবেশধারী একজন গোয়েন্দা এজেন্ট। তার ফাঁদে পা দিয়েই ধরা পড়ে যান নিখিল গুপ্ত। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে গুরপাতওয়ান্ত সিং পান্নুন'কে হত্যা পরিকল্পনা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা এসব তথ্য দিয়েছেন বুধবার। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এই হত্যা পরিকল্পনায় সরাসরি ভারত জড়িত।

এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ তোলে কানাডা।

পেনসিলভেনিয়ায় হচ্ছে আরেকটি 'বাংলাদেশ এভিনিউ'

মোহাম্মদ ইসলাম

পেনসিলভেনিয়া রাজ্যর ডেলওয়্যার কাউন্টির মিলবোর্ন বরোর বাংলাদেশি অধ্যুষিত মার্কেট স্ট্রিট এবং সেলারস এভিনিউ সংযোগস্থল (পূর্বে যা সেলারস এভিনিউ নামে পরিচিত ছিল) সেখানে বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নামে সড়কের সংখ্যা হবে ৫টি এবং বাংলাদেশ এভিনিউ ব্লুভার্ড নামেও রয়েছে বেশ কয়েকটি সড়কের নাম।

পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের মিলবোর্ন বরো এবং আপারডার্বী টাউনশিপের আশপাশের এলাকায় ৭/৮ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশিদের বসবাস। ডেলওয়্যার কাউন্টির মধ্যেই একটি বরো তার নাম হলো মিলবোর্ন বরো। বর্তমান এই বরোতে মেয়র, ৫ জন কাউন্সিলম্যান এবং ট্যাক্স ক্যালেকটরসহ সবাই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত। তাই এই বরোতে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি ছিলো বাংলাদেশ নামে সেখানকার একটি রাস্তার নামকরণ করা হোক। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ১ বছর পূর্বে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিগন নির্বাচিত বাংলাদেশি জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় ‘বাংলাদেশ এভিনিউ' নামে একটি সড়কের নাম প্রস্তাবনা পেশ করে মিলবোর্ন বরোতে। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বরোর মেয়র এবং উপস্হিত সকল কাউন্সিলগনের সম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাশ হয় এবং কাউন্সিলগন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মার্কেট স্টীট্র এবং সেলারস এভিনিউ সংযোগস্থল থেকে শুরু করে (পূর্বে যা সেলারস এভিনিউ নাম ছিলো) সেলারস এভিনিউ পুরোটাই 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামকরণ করা হবে। সেটি ছিলো সময়ের ব্যাপারমাত্র। পরর্বতিতে বরোর কাউন্সিল মিটিং এ তা অনুমোদিত হয়ে 'বাংলাদেশ এভিনিউ’ নামকরণ চূড়ান্ত হয়।

মিলবোর্ন বরো কাউন্সিলার কর্তৃক 'বাংলাদেশ এভিনিউ' নামটি অনুমোদিত হওয়ার পর গত ৬ নভেম্বর বরোর কাউন্সিল মিটিং এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সড়কটির মোড়ক উন্মোচন উদযাপনের কমিটি গঠন এবং আগামী ৩ ডিসেম্বর রোববার বেলা ১টায় সকল বাংলাদেশিদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সড়কটির মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানটি করা হবে। ৩ ডিসেম্বর সড়কটি মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সবাইকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়ে নাগরিকত্বই হারালেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিয়াভাস সোবহানি ৬২ বছর বয়সী চিকিৎসক, জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকায়। তিনি ভার্জিনিয়ায় বসবাস করেন। ৩০ বছর ধরে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি মার্কিন পাসপোর্ট নবায়ন করতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর নাগরিকত্বই বাতিল করা হয়েছে। সোবহানির বাবা ছিলেন এক ইরানি কূটনীতিক।

ওয়াশিংটন পোস্টের তথ্যমতে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পাঠানো এক চিঠিতে সিয়াভাস সোবহানিকে জানানো হয়, শৈশবে তাঁকে ভুল করে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, বাবা-মা কূটনীতিক হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেউ মার্কিন নাগরিকত্ব পাবেন না।

বিষয়টি একটি ধাক্কার মতো ছিল জানিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টকে সোবহানি বলেন, ‘আমি একজন চিকিৎসক। সারা জীবন এখানেই ছিলাম। আমি ট্যাক্স দিয়েছি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। উত্তর ভার্জিনিয়ায় আমি আমার সম্প্রদায়ের সেবা করেছি। কোভিডের সময়ও কাজে ছিলাম। আমার পরিবারকে ঝুঁকির মধ্যে রেখেছি। কিন্তু ৬২ বছর পর যদি আপনাকে বলা হয়, আপনি আর মার্কিন নাগরিক নন, এটা সত্যিই মর্মান্তিক।’

২৬ ডিসেম্বর রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিসের দ্বি-বার্ষিক সভা ও নির্বাচন

আজিজুল আম্বিয়া, যুক্তরাজ্য

২৭ নভেম্বর সোমবার রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের এক সভা পূর্ব লণ্ডনের উডেহাম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় । কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কবি ড.আজিজুল আম্বিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আব্দুল বাছিত বাদশা, হাজী ফারুক মিয়া, নজরুল ইসলাম রাজ্জাকী প্রমুখ।

সভায় আগামী ২৬ ডিসেম্বর রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিসের দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয় । আগামী ১০ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নতুন সদস্য পদ গ্রহণ ও নবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় ।

গাজা সফরের আমন্ত্রণের জবাবে যা বললেন মাস্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইলন মাস্ক

ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় অবরুদ্ধ ও বিধ্বস্ত গাজা সফর করতে বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ককে আহ্বান জানিয়েছিলেন হামাসের এক শীর্ষ নেতা। তবে ইলন মাস্ক সম্প্রতি সেই প্রস্তাব নাকচ করেছেন। রুশ সংবাদমাধ্যম আরটির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক ব্যবহারকারী মাস্কের কাছে গাজার সফরের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। সেই আহ্বানের জবাবে ইলন মাস্ক গাজায় সফরের প্রস্তাব নাকচ করেন। ওই ব্যবহারকারীর আহ্বানের জবাবে মাস্ক বলেন, ‘এখন সেখানে যাওয়ার বিষয়টিকে একটু বিপজ্জনকই মনে হচ্ছে। তবে আমি বিশ্বাস করি যে দীর্ঘ মেয়াদে একটি সমৃদ্ধ গাজা সবার জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে।’

ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলার ধ্বংসযজ্ঞ নিজ চোখে দেখতে মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ককে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। গোষ্ঠীটির নেতা ওসামা হামাদান গত মঙ্গলবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান।

ওসামা হামাদান বলেন, ‘গাজার জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি কতটা বিস্তৃত, তা দেখার জন্য আমরা তাঁকে (ইলন মাস্ক) গাজা সফরের আমন্ত্রণ জানাই। ৫০ দিনের মধ্যে গাজার নিরীহ বেসামরিক মানুষের ওপর ফেলা হয়েছে ৪০ হাজার টনের বেশি বোমা। আমি ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে পুনর্মূল্যায়ন এবং ইসরায়েলকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানাই।’

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্সের বিরুদ্ধে ইহুদিবিদ্বেষী পোস্ট ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে।

ফ্লাশিং ব্যবসার জন্য একটা ক্রমবর্ধমান স্থান

কুলসুম আক্তার সুমী

গত ৩৪ বছর ধরে 'ফ্লাশিং চাইনিজ বিজনেস এসোসিয়েশন' এলাকার ব্যবসায়ীদের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কম্যুনিটির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক পিটার তু যিনি তাইওয়ান থেকে এসেছেন, গুরুত্বারোপ করে বলেন, ফ্লাশিং এমন একটি জায়গা যেখানে প্রত্যেককে ব্যবসা করার জন্য স্বাগত জানানো হয়।

ফ্লাশিংয়ের জনগন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তু বলেন, এখানকার বেশিরভাগ মানুষই চীন, তাইওয়ান ও হংকংয়ের মতো বাইরের দেশ থেকে এসেছে। এদের মাধ্যমেই এখানকার কম্যুনিটি গড়ে উঠেছে ফলে সবাইকে এখানে এসে ব্যবসা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

যখন এসব দেশ থেকে মানুষ ফ্লাশিংয়ে আসে, তারা দেখে ডাক্তারখানা, সুপারমার্কেট, লন্ড্রি এমনকি দোকানের কর্মীরা চাইনিজ ভাষায় কথা বলে। তখন তারা এ জায়গাটিকে নিজের ঘর (দেশ) ভাবতে শুরু করে এবং সেখানে বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ফ্লাশিংয়ের অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করার এটা অন্যতম কারণ।

যখন জানতে চাওয়া হয়, ফ্লাশিং ব্যবসার জন্য ভালো জায়গা কিনা? তার জবাবে তু বলেন, এটা নির্ভর করছে আপনি কী ধরণের ব্যবসা করতে চান তার উপর। আপনি যদি ফ্লাশিংয়ে কোন ব্যবসা শুরু করতে চান, আপনাকে প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে যে— এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী এশিয়ান। তাই এশিয়ান কর্মী নিয়োগ দিতে হবে, যাতে করে এখানকার ক্রেতা সাধারণের সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। তিনি আরো বলেন, ফ্লাশিং ব্যবসার জন্য একটা ক্রমবর্ধমান স্থান, তাই এখানে কেউ ব্যবসা শুরু করে সঠিকভাবে পরিচালনা করলে ব্যর্থ হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তিনি বলেন, এখানে শুধু এশিয়ানরাই সফলভাবে ব্যবসা করতে পারবে বিষয়টা এমন নয়। যে কেউ এখানে ব্যবসা করে সফল হতে পারে, সেক্ষেত্রে তাকে এই কম্যুনিটির ব্যবসার ধরণ বুঝতে হবে।

'ফ্লাশিং চাইনিজ বিজনেস এসোসিয়েশন' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তু বলেন, এটি একটি অলাভজনক সংগঠন যা নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কম্যুনিটির সেবা করে যাচ্ছে। এখানে কেউ ব্যবসা করতে চাইলে এই সংগঠন তাকে সম্ভব সব রকমের সহযোগিতা করে থাকে। তিনি বলেন, আমরা অলাভজনক সংগঠন হিসেবে এমন অনেক মানুষকে নিয়ে কাজ করি যারা এশিয়ান নয়, তাদেরকে এখানে কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আমরাও আমেরিকান এবং এটা সবার জানা দরকার যে ফ্লাশিং ব্যবসার জন্য ক্রমবর্ধমান স্থান। এখানে ব্যবসায় আমরা সব ধরণের সহযোগিতা করি এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

মা হারালেন সঙ্গীতশিল্পী কৌশলী ইমা

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সঙ্গীতশিল্পী কৌশলী ইমা'র মা ও সাংবাদিক ছাবেদ সাথী'র শাশুড়ি হাফিজা করিম (৭২) মারা গেছেন (আমরা তো আল্লাহরই এবং আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, ডিমেনশিয়াসহ দীর্ঘস্থায়ী কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের সময় সকাল সাড়ে ৬ টার (বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৫ টা) দিকে রাজধানী ঢাকার উত্তরায় আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

দিনাজপুরের পার্বতীপুরের প্রয়াত ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল করিমের সহধর্মিনী ছিলেন হাফিজা করিম। তাদের দুই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হারিছুল আলম লাভলু ও ব্যবসায়ী মানজা-ই আরজু লিটন), চার মেয়ে নীহারিকা লুবনা পারভীন, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সংগীতশিল্পী কৌশলী ইমা, কাবেরী ইভা পারভীন ও কামরুন ইলা পারভীন এবং নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য স্বজন রেখে গেছেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

সারাবিশ্ব অংশগ্রহণমূলক ভোট দেখতে চায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসির সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক শেষে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা আশা করি, গণতান্ত্রিক, বিশ্বাসযোগ্য, শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখব। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও তাঁর দলের সঙ্গে আজকে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পর্কে উন্মুক্ত ও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে।’

পরে সিইসি হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘আমরা আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য, সেটা খুব স্পষ্ট করে তাদের বুঝিয়েছি। আগেও বুঝিয়েছি। আমার বিশ্বাস, আমাদের যে এই সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা, এটা তারা বুঝতে পেরেছেন।’

সিইসি আরও বলেন, ‘আগের মতো স্পষ্ট করে বলেছি, নির্বাচন অবাধ, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য যাতে হয়, সেটা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা তাদের জানিয়েছি, আমাদের কমিশনাররা গত দুই সপ্তাহ ধরে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন এবং তাঁরা জনগণ ও প্রশাসনকে এ বিষয়গুলো অবহিত করেছেন; যাতে করে প্রশাসন স্থানীয়ভাবে তাদের সব শক্তিকে সমন্বিত করে, যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনটা নিশ্চিত হয়।’

রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়ে সিইসি বলেন, ‘সেখানে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে, কোনো বিভেদ থাকে, কোনো বিভাজন থাকে, সেখানে কোনোভাবেই আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না।’

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের মতবিনিময়

ঢাকা অফিস

২৮ নভেম্বর মঙ্গলবার ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের এডুকেশন ইউএসএ সেন্টার রাজধানীর গুলশানের নতুন ইএমকে সেন্টারে বাংলাদেশ এবং আমেরিকান স্নাতকদের মধ্যে একটি মত বিনিময় বৈঠকের আয়োজন করে।

মার্কিন দূতাবাসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ দশ লিবারেল আর্ট কলেজের মধ্যে একটি (ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট অনুসারে), কার্লটন কলেজ থেকে ঢাকায় আগত অর্থনীতির ১৩ জন আমেরিকান ছাত্র এতে যোগ দেন।

মার্কিন উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং দু’দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবনার আদান-প্রদান ও গভীরতর সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্লটনের শিক্ষার্থীরা স্কলাস্টিকা, আগা খান একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কীভাবে সমর্থন করে সে বিষয়ে একটি উপস্থাপনাও এতে তুলে ধরা হয়।

খুনিদের দেশে ফেরাতে সরকারী সহযোগিতা চাইলেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সরকারী সহযোগীতা পেলে শীঘ্রই বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখী করা সম্ভব বলে দাবি করলেন রাজধানী ঢাকার বাংলা মোটর নাভানা জোহরা স্কোয়ারের একটি অডিটরিয়ামে প্রবাসী সংগঠন — বঙ্গবন্ধুর খুনী পলাতক আসামীদের ফেরত আনার সংগ্রাম কমিটি। ১৯৭৫ সালের বর্বোরচিত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত আসামীরা বহির্বিশ্বে পালিয়ে আছে , এর মধ্যে সম্প্রতি নূর চৌধুরীকে কানাডায় প্রকাশ্যে দেখা গেছে। সংগঠনটির আহবায়ক গনমাধ্যম ব্যাক্তিত্ব, জার্মান আওয়ামী লীগের মিডিয়া উপদেষ্টা খান লিটন বলেন , তার নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে এই কাজটি দীর্ঘ পাচঁ বছর যাবত করছেন। তিনি এব্যাপারে জনমত তৈরী করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদমূলক সভা /সেমিনার করছেন। জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে খুনী পলাতক আসামীদের ফেরত দেয়ার দাবী জানান । তিনি বলেন , সে এবং কমিটির অন্য সদস্যরা ইতিমধ্যে খুনী পলাতকদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে, যা এই মুহুর্তে তার নিরাপত্তার কারনে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনে সব তথ্য দিবে এবং সরকার সহযোগীতা করলে সংগঠনটি পলাতক আসামীদের খুব শীঘ্রই ফেরত আনতে পারবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করবেন বলে জানান । সংগঠনের যুগ্ম আহবায়ক , ইউরোপীয়ান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা ও রোম সিটি কর্পোরেশন এর সাবেক কমিশনার হোসনেয়ারা কিবরিয়া বলেন , জনমত তৈরীর পাশাপাশি , বিশ্বের সব দেশেই তাদের কমিটির লোকজন অতি গোপনে ও বিশ্বস্ততার সাথে খুনী পলাতক আসামীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছে । ইউরোপীয়ান আওয়ামী লীগের সমন্বয়ক কমিটির সদস্য সচিব, ডেনমার্ক প্রবাসী মোহাম্মদ আলী মোল্লা লিংকনও একই মতামত প্রকাশ করেন । সর্ব ইউরোপীয়ান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক, কমিউনিটি শীর্ষ নেতা জি, এম, কিবরিয়া বলেন সে এবং তারা এই ব্যাপারে যতদিনে খুনী পলাতক আসামীদের ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি না করতে পারবেন না, ততদিনে এই কমিটি কাজ করবে প্রবাসীদের নিয়ে ।

আনারসের রাজ্যে কফি চাষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদক লাভ করেন।

ছানোয়ার হোসেন জানান, ২০১৭ সালে বান্দরবানের রাইখালী হর্টিকালচার সেন্টার থেকে ২০০ রোবাস্ট জাতের কফির চারা এনে নিজ গ্রাম মহিষমারায় চাষ শুরু করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন উপহার দেন অ্যারাবিকান জাতের ১০০ চারা। কৃষি বিভাগও কিছু চারা দিয়ে সহযোগিতা করে। টানা দুই বছর পরিচর্যার পর ২০১৯ সালে কফিগাছে ফুল আসে।

ছানোয়ার হোসেন আরও জানান, কফির গুটি ধরে। ছানোয়ারের চোখেমুখে ফুটে উঠে আনন্দের ঝিলিক। কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক পরিদর্শন করেন ছানোয়ারের কফিবাগান। তিনি মুগ্ধ হয়ে ছানোয়ার হোসেনকে ভিয়েতনামে পাঠিয়ে কফি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ করিয়ে আনেন। সেই থেকে পুরো উদ্যমে চলে কফি চাষ। বর্তমানে তাঁর বাগানে ৫০০ কফিগাছ রয়েছে।

মহিষমারা গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, ছানোয়ারের বাড়ির প্রবেশদ্বারে ড্রাগন ফলের বাগান। বাড়ির উত্তরে পেয়ারা আর পূর্বে কফির বাগান। গাছে কফির গুটি চোখে পড়ে। সবুজ চত্বরে গৌর বর্ণের কফির গুটি কয়েক দিন পরেই সংগ্রহ করে শুকিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হবে।

ছানোয়ার হোসেন জানান, মার্চ মাসে কফিগাছে ফুল আসে। এপ্রিলে ফল ধরে। নভেম্বরে পেকে যায়। এগুলো শুকিয়ে খোসা পরিষ্কার করা কফি বিন বিক্রি হয় ১৫০ টাকা কেজি দরে। আর প্রক্রিয়াজাতকরণ করার পর বিক্রি হয় আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা দরে। গত বছর দেড় লাখ টাকার কফি বিক্রি হয়েছিল। এবার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

মধুপুরের বাসিন্দা আব্দুর রহমান, কলেজশিক্ষক শহিদুল ইসলাম কফি চাষ করার জন্য পরামর্শ নিতে এসেছেন ছানোয়ারের কাছে। তাঁরাও কফি চাষ করবেন বলে জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. নুরুল ইসলাম বলেন, কফি ও কাজুবাদাম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের কফি চাষে উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষকেরা কফি চাষে এগিয়ে আসছেন। কয়েকজন কফিবাগান করেছেন।

ছুটির দিনে নিরাপদ থাকতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল, যেখানে ১৭জন নিহত হয় এবং আরও অনেকে আহত হয়েছিল। একটি ত্রুটিপূর্ণ স্পেস হিটার এবং স্ব-বন্ধ দরজা সঠিকভাবে কাজ না করার কারণে আগুনের ঘটনাটি ঘটেছে। সেই ক্ষতি এবং ধ্বংসের কথা আমাদের মন থেকে সরেনি। তাই আমরা সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীকে এই শীতের মরসুমে একসাথে কাজ করতে এবং কিছু প্রাথমিক সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুরোধ করছি, যাতে আমরা একটি নিরাপদ এবং আনন্দময় সময় কাটাতে পারি।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'ধূমপানের উপকরণ, যেমন সিগারেটের বাট, ছাই, লাইটার এবং ম্যাচ, বাড়িতে আগুনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এগুলি অ্যাশট্রেতে সঠিকভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপনার ঘরের সরঞ্জামগুলি — সেন্ট্রাল হিটিং ইউনিট, পোর্টেবল এবং ফিক্সড স্পেস হিটার, সেইসাথে ফায়ারপ্লেসগুলির ব্যবহারের জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন প্রযুক্তিবিদ দ্বারা ইনস্টল করা আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিষ্কার করা হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখুন। সমস্ত স্পেস হিটারে "Underwriters Laboratories" (UL) চিহ্ন থাকা উচিত। স্পেস হিটারের সাথে কখনই এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করবেন না এবং বাথরুম বা এমন কোনো জায়গায় স্পেস হিটার ব্যবহার করবেন না, যেখানে এটি জলের সংস্পর্শে আসতে পারে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যয়ই আপনার ফায়ারপ্লেসের আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলতে ভুলবেন না।'

মোমবাতি থেকে ঘরে আগুন লাগার রেকর্ড গত ১০ বছরে তিনগুণ বেড়েছে। এই ঘটনাগুলি ঘটে যখন মোমবাতিগুলি কাগজ বা কাপড়ের মতো দাহ্য পদার্থের পাশে জ্বালানো হয়। অ্যাডামস্ পরামর্শ দেন, যদি কেউ বাড়িতে মোমবাতি জ্বালাতে পছন্দ করেন, তবে যেন তিনি মোমবাতি জ্বলতে থাকাকালীন সর্বদা ঘরে উপস্থিত থাকেন এবং মোমবাতিগুলিকে দাহ্য পদার্থ যেমন পর্দা, সাজসজ্জা এবং বিছানাপত্র থেকে দূরে রাখা হয়। এগুলিকে যেন শিশু এবং পোষা প্রাণীর নাগালের বাইরে রাখা হয়।

তিনি আরো বলেন, 'ইলেক্ট্রনিক ব্লাঙ্কেট এবং এক্সটেনশন কর্ড সম্ভাব্য বিপদের আরেকটি উৎস। এগুলোর মধ্যে (UL) চিহ্ন আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। অনুগ্রহ করে আপনার ইলেক্ট্রনিক ব্লাঙ্কেটটি যদি ১০ বছরের বেশি পুরানো হয় তবে সেটি প্রতিস্থাপন করুন এবং নতুন একটি অটোমেটিক শাট-অফ পদ্ধতি সহ ইলেক্ট্রনিক ব্লাঙ্কেট কিনুন। এছাড়াও, আপনার এক্সটেনশন কর্ডগুলির অবস্থা লক্ষ্য করুন এবং নিশ্চিত করুন যে, সমস্ত আউটলেট এবং সুইচগুলিতে কভার প্লেট রয়েছে যেগুলি বিবর্ণ নয়। অনুগ্রহ করে দুটি যন্ত্রপাতি ছাড়া আপনার আউটলেটগুলির উপর বেশি লোড করবেন না।'

কৃত্রিম ক্রিসমাস ট্রি কেনার বেলায় মেয়র পরামর্শ দেন যেন সকলেই শিখা প্রতিরোধী ক্রিসমাস ট্রি কিনেন। গাছগুলিকে আউটলেটগুলির কাছাকাছি রাখতে বলেন তিনি, কারণ কেউ ঘরে না থাকলে বা ঘুমাতে গেলেও এক্সটেনশন কর্ড এবং ট্রি লাইটগুলি তখন আনপ্লাগ করতে হবে না।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আপনার যদি একটি ই-বাইক বা অন্যান্য মাইক্রো-মোবিলিটি ডিভাইস থাকে, তবে এটিকে রাতভর চার্জ করবেন না বা চার্জ করার সময় ব্যাটারিগুলিকে এড়িয়ে যাবেন না। আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার এক্সিটের মধ্যে কখনোই ডিভাইসগুলি রাখবেন না কারণ ব্যাটারিগুলি বিস্ফোরিত হতে পারে এবং আপনাকে ভিতরে আটকে দিতে পারে। আপনার ব্যাটারি বা ডিভাইসগুলি মোটেও বাড়ির ভিতরে সংরক্ষণ করবেন না।'

স্মোক অ্যালার্ম এবং কার্বন-মনোক্সাইড ডিটেক্টর আমাদের জীবন বাঁচায়। তবে বাড়িতে এগুলো না থাকা বা এগুলির সঠিক ব্যবহার না করা ক্ষতির কারণ হতে পারে। মেয়র বলেন, 'আপনার স্মোক অ্যালার্ম চেক করতে ভুলবেন না এবং বছরে দুবার ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করতে ভুলবেন না। কার্বন মনোক্সাইড মূলত একটি বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস যা আগুনের সময় বা গরম করার সরঞ্জামের ত্রুটির কারণে নির্গত হয়। কার্বন মনোক্সাইড হত্যাও করে, তাই একটি কার্যকরী কার্বন মনোক্সাইড ডিটেক্টর থাকা অপরিহার্য। এটি নিউ ইয়র্ক সিটিতে আইন দ্বারাও প্রয়োজনীয়।'

সবশেষে মেয়র বলেন, 'আসুন আমরা ২০২৩ সালকে সবচেয়ে নিরাপদ ছুটির মরসুম হিসাবে গড়ে তুলি যাতে আমরা সকলেই পরিবার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিরাপদে আমাদের উৎসব পালন করতে পারি এবং এই সুন্দর শহরটিকে আমাদের বাড়ি বলে উদযাপন করতে পারি। শুভ ছুটির দিন!'

‘সন্তানদের অনুভূতি সম্পর্কে বাবা-মাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোঝায়। ১০ থাকে ১৩ বছরের সময়কালকে প্রি-টিনএইজ বলা হয় এবং ১৩ থেকে ১৮ বা ১৯ পর্যন্ত সময়কালকে টিনএইজ সময়কাল ধরা হয়। বয়ঃসন্ধিকালে বাচ্চাদের উন্নয়নমূলক রূপান্তর ঘটে যা মস্তিষ্ক এবং শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দ্রুত পরিবর্তনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ সময়টা মানব বিকাশের একটি অনন্য পর্যায় এবং সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়েই কিশোর-কিশোরীরা দ্রুত শারীরিক, জ্ঞানীয় এবং মনোসামাজিক বৃদ্ধি অনুভব করে। বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনের সাথে যৌন পরিপক্কতা ধীরে ধীরে ঘটে। এবং এই দ্রুত পরিবর্তনের কারণে এটি কিশোর/কিশোরীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময়ও হতে পারে। এসময়ে তাদের মেজাজ পরিবর্তন হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এ সময় তাদের পরিবারের সাহায্য খুব দরকার হয়। কিন্তু অভিভাবকের অনেকেই সেটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং সন্তানদের মনস্তত্ত্ব না বুঝে অনেক সময় তাদের আচরণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সবকিছু ঠিকঠাক মতো করতে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের প্রতি তাদের সম্মান হারানো বা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার মনোভাবও জাগ্রত করতে পারে।

এই বিষয় ও ভাবনার আলেকে পলি শাহিনার কাছে হোস্ট এইচ বি রিতার প্রশ্ন ছিল, বাবা মা থেকে সন্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পিছনে কী কী কারণ থাকতে পারে? তিনি নিজ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, 'প্যারেন্টিংয়ের কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস নেই। সন্তানের মনের আবেগ অনুভূতিকে বুঝেই আমাদেরকে তাদের সাথে সংযুক্ত হতে হবে, যা আমরা অনেকেই পারছি না। আমরা শোনার চাইতে বেশি লেকচার দিয়ে ফেলি, তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি ন। আমরা পরিবর্তিত হতে পারি না বিধায় অতিরিক্ত জাজমেন্টাল হয়ে পড়ি। আমাদের লজিক্যাল মাইন্ড দিয়ে বাচ্চাদের আবেগ বুঝতে চাই, যা ঠিক না। এই কারণগুলোর জন্যে অনেক টিনএইজাররা আজ প্যারেন্টসদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।'

টিনএইজ সময়কালটাতে একটি বাচ্চার কী কী পরিবর্তন ঘটতে পারে বা তাদের কোন পরিবর্তনগুলোর উপর আমাদের মনোযোগী হওয়া দরকার-এই ব্যাপারে সুমন শামসুদ্দিন বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকাল কি সেটা আগে আমাদের বুঝতে হবে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে আর্লি এডোলসেন্ট বা ১০-১৪ বয়সকালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসময় বাচ্চারা প্রাপ্তবয়স্ক হবার প্রথম ধাপে থাকে, নানারকম হরমোন নিঃসরণ হয়, শরীরে ও মনে প্রভাব পড়ে যা তাদের দৈনন্দিন আচরণকেও পরিবর্কন ঘটায়। পরিবর্তনগুলো একেকটা বাচ্চার ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। এই সময়ে তাদের আচরণগুলো সম্পর্কে বাবা-মা কে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হবে।'

মিসৌরির একজন বোর্ড-প্রত্যয়িত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ থিওডোর ক্রেমার বলেছেন, "বয়ঃসন্ধির সময় ঘটে যাওয়া শারীরিক, মানসিক, জ্ঞানীয় এবং সামাজিক পরিবর্তন সহ কিশোর-কিশোরীদের প্রভাবিত করে এমন অনেক কারণ রয়েছে। তারমধ্যে একটি হলো, শারীরিক পরিবর্তন যা প্রায়ই কৌতূহল এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করে এবং আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করে।" অর্থাৎ তারা বুঝতে পারে না শরীরের এই পরিবর্তনে কি করা দরকার বা কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে। এ নিয়ে তারা লজ্জাবোধ করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালের সময়টাতে বাচ্চাদের এই শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে পলি শাহিনা বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকালের এই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক করতে বাবা মা হিসাবে আমাদের ভূমিকা ব্যাপক। আমাদের উচিত হবে তাদের অনুভূতিকে বুঝতে পারা, ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শোনা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে তাদের প্রয়োজনগুলোকে প্রাধান্য দেয়া। আজকাল বাবা-মা টিনএইজ বাচ্চাদের সাথে কানেক্ট হতে পারছে না, বন্ধু হতে পারছে না, বাচ্চাদের ইমোশন বুঝতে পারছে না। অনেক বাবা-মা'র ধৈর্য নেই বাচ্চাদের কথা শোনার, তাদেরকে সঙ্গ দেবার সময় নেই। কিন্তু এ সময়টাতে বাবা মা'কে বাচ্চাদের প্রয়োজন ও মনোজাগতিক ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে। তাদেরকে ইমোশ্যনাল ব্ল্যাকমেইল করা যাবে না।'

এ বয়সে টিনএইজাররা সম্পূর্ন স্বাধীন হতে চায় এবং অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। অনেক বাবা মা মনে করেন, যদি একজন কিশোর-কিশোরীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে তারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে পারে এবং কার্যকর কিছু করা থেকে দূরে সরে যেতে পারে। আবার অনেকে মনে করেন, তাদের দরকারী জিনিসগুলি করতে বাধা দিলে সেটা তাদেরকে পরিপক্কভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে বাধা দিতে পারে। এক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা কী হতে পারে-জানতে চাইলে সুমন শামসুদ্দিন বলেন, 'দশ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো বাচ্চার কাছে তার বাবা-মায়ের পছন্দই সেরা। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে তাদের পছন্দ বাড়ে, মনে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে, তাদের ভিন্ন চাহিদা আসে। এই সময় প্যারেন্টস কিছু চাপিয়ে দিলে বাচ্চারা না বলে দেয়, প্রতিবাদ করে। আমার মতে, তখন তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া উচিত না, আবার জোর করে কিছু চাপানোও উচিত না। তাদেরকে সরাসরি বাঁধা না দিয়ে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে। তাদেরকে ভালো-মন্দ বোঝাতে হবে। সন্তানের ভালোর জন্য নিয়ম নির্দেশনায়ও বাবা-মা'কে ব্যালান্স করে চলতে হবে।'

বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের সাথে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ প্রকট ভাবে লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে আমেরিকায় জন্ম বা বেড়ে উঠা বাচ্চাদের উপর নিজ ভাবনা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া কখনো তাদেরকে বাড়তি চাপে ফেলে। এ নিয়ে পলি শাহিনা বলেন, 'প্রবাসে বেড়ে ওঠা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্যারেন্টসদের আরো সতর্ক ও ধৈর্যশীল হতে হবে। অনেকসময় বাবা-মা অন্যদের সামনে বাচ্চাদের ব্যাক্তিত্বে আঘাত করেন, অসম্মান করেন। সন্তানদের সাথে আমাদের চিন্তা-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, রুচি, ব্যক্তিত্ব সব কিছুতেই অমিল রয়েছে। এই অমিলের কারণেই তারা বাবা-মা'র সাথে কোন পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে চায় না। সন্তানদের বন্ধু নির্বাচনেও আমরা বাবা-মা অনেক সময় হস্তক্ষেপ করি, যা একেবারেই উচিত নয়। বাচ্চারা কোনো কিছু নিজ থেকে গ্রহণ না করলে, আমাদের সেটা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়।'

তিনি আরো মনে করেন, জ্যানারেশন গ্যাপ ছাড়াও সন্তানের সাথে আমাদের কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে। যা নিয়ে ভাবা খুব জরুরি একটি বিষয় হয়ে পড়েছে বর্তমানে। পড়াশোনার বাইরে বাচ্চাদের ইন্টারেস্ট কোথায়, তারা কি চাইছে সেটাও বাবা-মা'কে জানতে হবে। সময় দিতে হবে, সন্তানের সাথে বন্ধুর মতো দৈনন্দিন আলোচনা বজায় রাখতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তাদের মেজাজেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই ক্রান্তিকালে সন্তানের মেজাজ বুঝতে ও সহযোগিতা করতে একজন সচেতন বাবা মায়ের ভূমিকা নিয়ে সুমন শামসুদ্দিন বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকালে তাদের ব্যাপক শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন হয়। ছোট ছোট কারণে তাদের মেজাজ খারাপ হয়, বাচ্চারা হতাশ হয়, অনেকসময় জেদি হয়ে পড়ে। উল্টাপাল্টা জবাব দিতে পারে। এক্ষেত্রে বাবা-মা'য়ের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর। বরং সময় নিয়ে সন্তানের মেজাজ খারাপের কারণ বুঝতে হবে এবং সহনশীলনার সাথে এ নিয়ে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে হবে।'

সন্তানদের কাছে বাবা মা হিসাবে একজন নির্দেশক-শাসক হয়ে উঠা কিংবা বন্ধুত্বপরায়ন হয়ে উঠা, কোনটা বেশি কার্যকরী-এ প্রশ্নের উত্তরে পলি শাহিনা বলেন, 'বন্ধুসুলভ প্যারেন্টিং বাচ্চাদের সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ একটি ভবিষ্যতের জন্য বেশি কার্যকরী। বাচ্চাদের বন্ধু হতে পারলে, তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, আলোচনা করবে। নিঃসন্দেহে আমাদেরকে বিশ্বাস করে বন্ধু ভেবে সবকিছু জানাবে। আমরা ভিন্ন গোলার্ধ থেকে এসেছি তাই এদেশের অনেককিছুই আমাদের অজানা। সারাক্ষণ তাদেরকে লেকচার না দিয়ে তাদের প্রতি ভালো আচরণ করা উচিত। টিনএইজ বয়সে বাচ্চারা তেমন বেশি শুনতে চায় না। তারা তখন বাবা-মা'কে প্রধান রোল মডেল হিসাবে ভাবে না। তখন বাইরের জগত, চারপাশের পরিবেশ, বন্ধু-বান্ধব প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া বাবা-মা'র মধ্যকার সম্পর্কের উপরেও বাচ্চাদের মন-মানসিকতার উত্থান পতন নির্ভর করে।'

টিনএইজার সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপরায়ন সম্পর্ক নিয়ে সুমন শামসুদ্দিন বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকালে বাচ্চারা কানে শোনার চাইতে চোখে দেখে শিখে বেশি। বাচ্চাদের কঠোর নির্দেশনা নয় বরং বিকল্প সুযোগে বাবা-মা'কে খুব সাবধানতার সাথে ভালো-মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করতে হবে। প্রতিটা বাচ্চা ভিন্ন, তাই ভিন্ন কৌশলে ভিন্নভাবে প্যারেন্টসদের কাজ করতে হবে। সে কৌশলও বাবা-মা'কে জানতে হবে।'

একটি পরিবারে সন্তানের যত্ন ও উন্নত ভবিষ্যত গড়ায় একজন বাবার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক পরিবারে সন্তানের যত্নে বাবাদের কম ভূমিকা কেন দেখা যায়-সে বিষয়ে সুমন শামসুদ্দিন বলেন, 'বয়ঃসন্ধিকালের জনসংখ্যা প্রায় ২২ শতাংশ। বাংলাদেশে এই প্রেক্ষাপটে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন পরিবার থেকে প্রধানত এই শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত। পরিবার মানেই হচ্ছে পিতা-মাতা। বয়ঃসন্ধিকালে বাচ্চাদের কি কি পরিবর্তন ঘটে, সে ব্যাপারে কতটুকু পরিচর্যা দরকার সে ব্যাপারে এদেশে একটা সাধারণ জ্ঞান দেয়া হয় বাব-মা কে। শিশু-কিশোর যত্নে প্যারেন্টিং অনেক প্রশিক্ষণই ফ্রি তে আছে এদেশে। পরিবারে মায়ের ভূমিকা অন্যতম। মেয়েদের পরিবর্তনগুলোতে একজন মা বন্ধুর মতো আচরণের মাধ্যমে মেয়েকে বোঝাতে সক্ষম হয়। সাথে একজন বাবা'কেও বন্ধুর মতো এগিয়ে আসতে হবে। একজন মা সমাজিক ও পারিবারিক অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলো সামলাতে দক্ষ, কিন্তু অন্যদিকে একজন বাবা বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জানাতে দক্ষ হোন। সন্তানদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের চিন্তা-ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা গাইড লাইন দিতে পারেন একজন বাবা। বাবা'র ভূমিকা সন্তানদের জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত সন্তানের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য জন্য বাবা মা দু'জনকেই সমান ভূমিকা পালন করতে হবে।'

দর্শকদের পক্ষ থেকে শামসুন ফৌজিয়া প্রশ্ন রাখেন, 'টিনএইজ বাচ্চারা অনেক সময় বাবা-মা'কে মিথ্যা বলে। তখন বাবা মা কিভাবে ওই বাচ্চাকে সত্যিতে ফিরিয়ে আনতে পারবে? কোন চিকিৎসা দরকার কি?' এ নিয়ে হোস্ট এইচ বি রিতা বলেন, 'কেন একটা বাচ্চা তার বাবা-মা'র সাথে মিথ্যা বলছে, সেটা আগে ভেবে দেখা দরকার। বাবা-মায়ের কাছে যখন একটা বাচ্চা পর্যাপ্ত নিরাপত্তা-আস্থা না পায়, তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না হয়, তখনই একটি বাচ্চা কিছু লুকাতে চেষ্টা করে বা মিথ্যা বলে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করে। আপনি যখন বাচ্চাকে বন্ধুত্বপরায়ন, বিশ্বাস নির্ভর একটা প্যারেন্টিং ও পরিবেশ উপহার দিবেন, বলতে সুযোগ দিবেন এবং বুঝতে দিবেন যে, যদি ভুলবশত সে কোনো অপরাধ করেও ফেলে, তবু আপনিই হবেন তার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়, তখন সে বাচ্চা কখনোই আপনার কাছে কিছু লুকাবে না বা মিথ্যে বলবে না। এই সমস্যা কোন চিকিৎসার পর্যায়ে পড়ে না।'

বর্তমান সময়ে বাবা-মায়ের থেকে সন্তানদের বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণতাকে কেন্দ্র করে তথ্যবহুল আলোচনায় উঠে আসে অতিথিদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, যা দর্শকদের প্রসংশা কুড়ায়। এইচ বি রিতার সঞ্চালনা ও উপস্থাপনায় 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি দর্শকদের কাছে একটি শিক্ষামূলক ও তথ্যবহুল অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে ফেসবুক পেইজে।

বাংলাদেশ থেকে মেধা পাচার ও প্রাসঙ্গিক কথা

ইমরান ইমন

বেশ নীরবেই দেশ থেকে 'মেধা পাচারের বিপ্লব' ঘটে যাচ্ছে। অথচ সেদিকে কারও ভ্রুক্ষেপ নেই! মেধাবী তরুণ প্রজন্ম নিয়ে কারও চিন্তার সময় নেই। সবাই শুধু ক্ষমতা দখলের চিন্তা, ক্ষমতা চর্চার চিন্তা আর দেশকে লোপাট করার চিন্তায় মশগুল। প্রতিযোগিতাটা এমন—কে কার রেকর্ড ভাঙবে!

অথচ তরুণ প্রজন্ম একটা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ। তরুণ প্রজন্মের সঠিক পরিচর্যা ও তাদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং মূল্যায়নের ওপরই নির্ভর করে একটা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কেমন হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে তরুণ প্রজন্ম মেধাবী প্রজন্ম ওভাবে পরিচর্যা পায় না, পায় না তার কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন। এখানে মেধাবী হয়েও সে তার মেধার মূল্যায়ন পায় না। অথচ তার চেয়ে কম যোগ্যতার কেউ একজন পলিটিক্যাল লবিং বা ঘুষবাণিজ্যের মাধ্যমে তার কাঙ্ক্ষিত যোগ্যআসনটি দখল করে নিচ্ছেন। এমন ঘটনা তখন স্বাভাবিকভাবেই একজন মেধাবীর পক্ষে মেনে নেওয়ার কথা নয়। সাম্প্রতিককালে আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগগুলোর দিকে তাকাই তখন বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যায়, লবিং ও ঘুষবাণিজ্যের মাধ্যমে মেধাবী যোগ্যজনকে নিয়োগ না দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় অযোগ্যজনকে। এদেশে এমন ঘটনা এখন গণমাধ্যমের শিরোনামও হয়।

একজন মেধাবী যখন দেখেন তিনি তার মেধা-যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন পান না কিংবা তার চেয়ে কম যোগ্য, অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য কেউ একজন যখন সে সুযোগ-মূল্যায়ন পেয়ে বসেন, তখন যৌক্তিক কারণেই তিনি সেটা মেনে নিতে পারেন না। ফলে সিস্টেমের প্রতি সার্বিকভাবে দেশের প্রতি তার একটা অনীহা জন্মে যায়। তখন তিনি দেশ ত্যাগে মরিয়া হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটার কালজয়ী

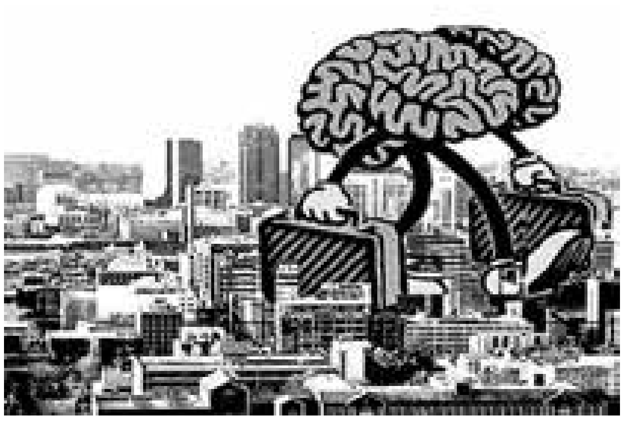

কথা মনে পড়ছে: 'যে দেশে গুণীর কদর নেই সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না।'

মেধাবীদের দেশ ত্যাগের সংখ্যা দিনদিন হুঁ হুঁ করে বেড়ে চলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন মোট ৫২ হাজার ৭৯৯ জন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী। যা এদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ! এদের বেশিরভাগই পাড়ি জমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও তাদের উচ্চশিক্ষার পছন্দের দেশের তালিকায় রয়েছে যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, মালেশিয়া এবং জার্মানির মতো দেশে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, চাকরির বাজারে নৈরাজ্য, বিষয়ভিত্তিক বিষয়ের চাকরির বাজার না থাকা, মেধার সঠিক মূল্যায়ন না হওয়া—এসব কারণেই মেধাবী তরুণ প্রজন্ম দেশ ছাড়ছেন হুঁ হুঁ করে। ফলে আমাদের মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে কার্যকরভাবে। আর মেধা পাচার হয়ে গেলে মেধাবী মানুষরা দেশে না থাকলে দেশের পরিস্থিতি কেমন হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যেসব মেধাবী তরুণ-তরুণী দেশ ছাড়ছেন, বিশেষ করে যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তাদের পেছনে সরকারের একটি ব্যয় রয়েছে। সরকার কি কোনদিন সে হিসেব করেছে যে—আমার এ বিনিয়োগের আউটকাম কী?

আমরা দেখি, আমাদের পাশের দেশ ভারতের মেধাবী তরুণ-তরুণীরা যখন বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যান তখন রাষ্ট্র থেকে একটা কমিটমেন্ট নির্ধারিত থাকে যে, উচ্চশিক্ষা শেষে সে যেন দেশে ফিরে আসে এবং অর্জিত উচ্চশিক্ষা যেন সে তার দেশের উন্নতিতে সমৃদ্ধিতে কাজে লাগায়। এবং বিদেশগামী সেসব মেধাবীরা উচ্চশিক্ষা শেষে দেশেই ফিরে আসে এবং অর্জিত জ্ঞান দেশের কল্যাণে কাজে লাগায়। এ কারণেই ভারত সব দিক থেকে এখন এগিয়ে যাচ্ছে এবং পরাশক্তির কাতারে নাম লিখাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে—মেধাবীদের মূল্যায়ন ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশ কি সেটা বুঝেছে?

সবমিলিয়ে মেধা পাচারের মাত্রাটা আমাদের জন্য অশনিসংকেত। এভাবে চলতে থাকলে দেশ অচিরেই মেধাশূন্য হয়ে ওঠবে। এখনই এর লাগাম টেনে ধরতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

অলিম্পিক গেমসের একাল- সেকাল

আফতাব চৌধুরী

খ্রিস্টের জন্মের ৭৭৬ বছর পূর্ব থেকে ৩৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২০০ বছর প্রাচীন গ্রিসের এলিসের অকিম্পিক ভিলেজে অলিম্পাস পাহাড়ের পাদদেশে দেবতা জিউসের উদ্দেশ্য ৪ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হত অলিম্পিক গ্রেমস। তার প্রায় ১৫০০ বছর পর ফরাসি শিক্ষাবিদ ব্যারন পিয়েরে ডি কুব্যার্তা প্রাচীন গ্রিসের সে ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরিত করে আধুনিক অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সচেষ্ট হন। কুব্যার্তার সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৮৯৪ সালে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আর ১৮৯৬ সালে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে বসে আধুনিক কালের প্রথম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস। আধুনিক কালের বৃহত্তম খেলাধুলোর আসর অলিম্পিক গেমস প্রতি ৪ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৮৯৬ সাল থেকে। এখন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই অংশ নিচ্ছে অলিম্পিক গেমসেদিনকেদিন জনপ্রিয়তা বাড়ছে অলিম্পিকের।

অলিম্পিকের স্থান- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC- International Olympic Committee) নির্বাচন করে থাকে আয়োজক শহরকে। অলিম্পিক গেমসের সম্ভাব্য বছরের ৭ বছর আগে এই নির্বাচন করা হয়। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ছাড়া দক্ষিণ গোলার্ধের কোনও শহরে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি। আর মহাদেশ হিসেব করলে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং ্অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে এখনও অলিম্পিক গেমসের আয়োজন হয়নি। সবচেয়ে বেশি বার অলিম্পিক আয়োজক শহর-লন্ডন -১৯০৮,১৯৪৮,২০১২ দুইবার আয়োজক শহরগুলো হল এথেন্সে , প্যারিস এবং লস এঞ্জেলস। ১৯০৬ সালে এথেন্সে অনুষ্ঠিত গেমস আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত নয়। দেশ হিসেবে বিবেচনা করলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি চারবার অলিম্পিক গেমসের আয়োজক দেশ ১৯০৪, ১৯৩২, ১৯৮৪ এবং ১৯৯৬।

এই পর্যন্ত আয়োজিত সবগুলো অলিম্পিকে অংশ নিয়েছে ৫টি দেশ- গ্রিস, ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়া। প্রতিটি অলিম্পিকে সোনা জেতা একমাত্র দেশ হল ব্রিটেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম অংশ নেয় ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত হেলসিংকি অলিম্পিকে। অলিম্পিকে গেমস ৪ বছর পর অনুষ্ঠিত হলেও প্রথম বিশ্বযদ্ধের কারণে ১৯১৬ সালে এবং ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি। অলিম্পিক গেমসের প্রকার ভেদ- সাধারণভাবে অলিম্পিক গেমস বলতে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসকে বোঝানো হলেও ১৯২৪ সাল থেকে শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের প্রচলন হয় । শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক একই বছর অনুষ্ঠান শুরু হলেও ১৯৯২ সালে এসে শীত এবং গ্রীষ্ম অলিম্পিক ২ বছর পর পর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে শীতকালীন অলিম্পিক ১৯৯২ সালের পর ১৯৯৪ সালে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ অলিম্পিক গেমস বা ‘প্যারা অলিম্পিক গেমস’ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৯৬০ সাল থেকে । অলিম্পিক গেমসের আয়োজন শহর গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের পর পরই প্যারালিম্পিক গেইমসের আয়োজন করে থাকে। যুবক বয়সীদের জন্য ‘ইয়ুথ অলিম্পিক গেমস ’ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সিঙ্গাপুরে ২০১০ সালে অলিম্পিক গেমস এবং মহিলা -১৯০০সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অলিম্পিক গেমসে প্রথম মহিলাদের অংশগ্রহন শুরু করে হয়।

অলিম্পিকের পাতায় এটি হল সাদার উপর পাঁচটি রঙিন বৃত্ত । পাঁচটি বৃত্ত দিয়ে পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান ভৌগোলিক এলাকা, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। বৃত্তগুলোর রঙ পর্যায়ক্রমে নীল, হলুদ, কালো, সবুজ ও লাল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের পতাকায় এর অন্তত একটা রঙ বিদ্যমান। বৃত্তগুলো একে অপরের সাথে জুড়ে থাকার অর্থ হল যে অলিম্পিক গেমস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোকে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। ১৯১৩/১৪ সালে পিয়েরে ডি কুব্যার্তা এই পাতাকা তৈরি করেন। ১৯২০ সালের এন্টোয়ের্প (অহঃবিৎঢ়, ইবষমরঁস) অলিম্পিকে প্রথম অলিম্পিক পতাকা ব্যবহার করা হয়। অলিম্পিকের বিশ্বাস এবং মূলমন্ত্র হলো: ক্ষিপ্রতা, উচ্চতা এবং শক্তি । ১৯২১ সালে পিয়েরে ডি কুব্যার্তা প্রচলন করেন। ১৯০৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে বিশপ তালবোটের দেওয়া বক্তৃতার অংশ হল অলিম্পিক গেমসের মূল বিশ্বাস, ‘জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করে টিকে থাকা যেমন বেশি গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে অলিম্পিক গেমসে জয় পরাজয়ের চেয়ে অংশগ্রহণই বেশি গুরুত্বপূর্ণ’

১৯৩২ সালের লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের আগ পর্যন্ত বিজয়ীদের পদক দেওয়া হত অলিম্পিক গেমসের শেষ দিনে। ওই অলিম্পিক গেমসে ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর পরই পদক দেওয়ার নিয়ম শুরু হয় এবং ৬০ সালের রোম অলিম্পিক থেকে ফিতা দিয়ে ঝোলানো পদক বিজয়ীর গলায় পরিয়ে দেওয়ার নিয়ম শুরু হয়।

অলিম্পিক শপথ : আধুনিক অলিম্পিকের জনক কুব্যার্তা অলিম্পিক শপথ রচনা করেন।অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন দিনে একজন ক্রীড়াবিদ সমস্ত ক্রীড়াবিদের পক্ষ থেকে এই শপথ পাঠ করে থাকেন ‘সমস্ত ক্রীড়াবিদের পক্ষ থেকে আমি শপথ নিচ্ছি যে আমরা অলিম্পিক গেমসের সমস্ত নিয়ম কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব, খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব নিয়ে আমরা অলিম্পিকের সম্মান এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখব। ১৯২০ সালের অলিম্পিকে বেলজিয়ামের অসিচালনা ক্রীড়াবিদ ভিক্টর বোইন প্রথম শপথ পাঠ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রচলন শুরু হয় ১৯০৮ সালের লন্ডন অলিম্পিক গেমস। অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলো হল : অলিম্পিক পাতাকা উত্তোলন এবং আবহ সঙ্গীত , আয়োজক দেশের পতাকা উত্তোলন এবং সে দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো। এরপর সে দেশের কৃষ্টি এবং সভ্যতা ফুটিয়ে তুলে নাচ, গান, এবং শারীরিক কলা কৌশল প্রদর্শন করেন সে দেশের শিল্পীরা। এরপর অংশগ্রহণকারী দেশগুলো একে একে স্টেডিয়ামে প্যারেড করেন। অলিম্পিক গেমসের উৎপত্তি স্থল গ্রিস সর্বপ্রথম স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে, এরপর আয়োজক দেশের বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী অন্যান্য দেশ এবং সবশেষে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন আয়োজক দেশের ক্রীড়াবিদরা। অলিম্পিক মশাল : উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হয় স্টেডিয়ামে অলিম্পিক মশাল স্থাপনের মধ্য দিয়ে। আয়োজক দেশের খ্যাতিমান কোনও ক্রীড়াবিদ এই মশাল বহন করে নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢোকেন যা অলিম্পিক গেমসের শেষ দিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকে । আধুনিক অলিম্পিক গেমসে অলিম্পিক মশালের প্রচলন শুরু হয় ১৯২৮ সালের আমস্টারডাম অলিম্পিকে। গ্রিসের অলিম্পিয়াতে প্রাচিন গ্রীসের পোশাক পরিহিত গ্রিক রমণীরা আতস কাচের উপর সূর্য রশ্মি ফেলে এই মশাল জ্বালান। এই মশাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে এসে শেষ হয় অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে প্রথম প্রচলন করা হয় অলিম্পিক মশালের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ প্রদক্ষিণ। অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তির সাথে সাথে নিভিয়ে ফেলা হয় অলিম্পিক মশাল। আবহ সঙ্গীত : অলিম্পিক পতাকা উত্তোলনের সময় বাজানো হয় অলিম্পিকের আবহ সঙ্গীত। স্পাইরোস সামারাস এই সঙ্গীতের সুরকার এবং রচয়িতা হলেন কস্টিস পালামাস। ১৮৯৬ সালের অলিম্পিক থেকে এই সঙ্গীত বাজানো শুরু হলেও ১৯৫৭ সালে আন্তজার্তিক অলিম্পিক কমিটি অফিসিয়ালি অনুমোদন করে। অলিম্পিক মাস্কট : অলিম্পিক গেমসে প্রথম মাস্কটের ব্যবহার হয় ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো সিটির অলিম্পিক গেমসে। মেক্সিকোর অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদরা জাগুয়ার এবং সাদা ঘুঘু পাখি মাস্কট হিসেবে ব্যবহার করেন। অলিম্পিক পদক : প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিযোগীর জন্য সোনা, রূপা এবং ব্রোজের পদক দেওয়া হয়। পদকের নাম সোনা , রূপা বা ব্রোঞ্জ হলেও তা কিন্তু একমাত্র ওই ধরনের ধাতু দিয়ে তৈরি নয়। যেমন স্বর্ণপদক হল ৫৫০গ্রামের (৯২.৫শতাংশ) রূপার উপর ৬ গ্রাম সোনার প্রলেপ দেওয়া, রৌপ্য পদক শুধুমাত্র রূপা দিয়ে এবং ব্রোঞ্জ পদক টিন, শীশা এবং দস্তা দিয়ে তৈরি। শুধুমাত্র সোনা দিয়ে তৈরি স্বর্ণপদক শেষ দেওয়া হয় ১৯১২ সালে। আয়োজক দেশের জাতীয় অলিম্পিক কমিটি এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি যৌথভাবে প্রতিটি ইভেন্টের পদকের নকশা করে থাকে। প্রতিটি পদক গোলাকৃতি, ৩ মিলিমিটার পুরু এবং ৬০ মিলিমিটার ব্যাসের। ১৯৩২ সালের লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের আগ পর্যন্ত বিজয়ীদের পদক দেওয়া হত অলিম্পিক গেমসের শেষ দিনে। ওই অলিম্পিক গেমসে ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর পরই পদক দেওয়ার নিয়ম শুরু হয় এবং ৬০ সালের রোম অলিম্পিক থেকে ফিতা দিয়ে ঝোলানো পদক বিজয়ীর গলায় পরিয়ে দেওয়ার নিয়ম শুরু হয়।

সভ্যতার সংকট

স্বপন বিশ্বাস

শোন গো দখিন হাওয়া প্রেম করেছি আমি।

প্রেমের মতো এমন এক ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাও আমরা সবাইকে জানাতে চাই। কাছের কাউকে না পেলে আমরা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে চাই আমাদের অর্জনের কথা, আমাদের আনন্দের কথা। ফুল তার সুবাস ছড়িয়ে দেয়, নানা রঙে-রূপে বিকশিত হয়। প্রকৃতির এমনই নিয়ম। প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা হয়তো এর মাঝে কার্য-কারণ খুঁজে বের করেন। রাতের ফুল সুগন্ধি ছড়িয়ে আর দিনের ফুল রূপে রঙে আকৃষ্ট করে তার পরাগায়ন সহায়ক পতঙ্গ বা পাখিদের। তাতে নব জীবনের সৃষ্টি হয়। আমাদের এই প্রেমের অনুভূতি কিংবা প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের এই অর্জন বা প্রাপ্তিগুলো যতক্ষণ ইতিবাচক ততক্ষণ আমরা তাদের প্রশংসা করি। যখন নেতিবাচক হয়ে ওঠে তখন তাকে তিরস্কার করি। আমাদের জীবনে এবং সমাজে এমন অনেক অর্জন আছে যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যেমন খাদ্য, অর্থ, শক্তি, ক্ষমতা। যেগুলো অর্জনের জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ সাধনা করে আসছে। কারণ এগুলো তার জীবনের জন্য প্রয়োজন, জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন।এই অর্জনগুলোও মানুষ অন্যকে জানাতে চায়, প্রমাণ দিতে চায়। এই জানানো বা প্রমাণ দেয়ার মাঝে দু'ধরনের মানসিক প্রবৃত্তি কাজ করে। একটি অহংবোধ অন্যটি নিরাপত্তাহীনতা। যার অনেক শক্তি বা ক্ষমতা আছে সে তা অন্যদের সামনে কিংবা অন্যদের উপর প্রয়োগ করে আনন্দ অনুভব করে। শ্রেষ্ঠ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যাতে সবাই তাকে সমীহ করে চলে। আক্রমণ করার সাহস না পায়। তবে তার আড়ালে অন্য একটি ভয় কাজ করে। অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং ক্ষমতা হারানোর। তাই এই শক্তি বা ক্ষমতা যাতে অন্যের কাছে পরাজিত না হয় তার জন্য সে আরও বেশি ক্ষমতা অর্জন করতে চায়। একা সক্ষম না হলে অন্যের সহযোগিতা নেয়, দলবদ্ধ হয়। আমাদের প্রকৃতি ও সমাজ এমন একটা প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়েই প্রবাহমান। যার নাম টিকে থাকার সংগ্রাম। টিকতে না পারলে সে হারিয়ে যাবে। জৈবিক পর্যবেক্ষণে মাতৃযোনিতে শুক্রানুর প্রতিযোগিতা দিয়ে তার শুরু। সচলতায় শ্রেষ্ঠ্যত্বের প্রমাণ দিয়ে যে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করতে পারবে সে পাবে জীবন। অন্যরা হারিয়ে যাবে।

মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম(Erich Fromm) বলেছেন "Biologically, adaptive aggression is innate"- ক্রমবিবর্তনের নিয়মে আগ্রাসন মানুষের সহজাত। তাই আদিম যুগ থেকে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে দ্বন্দ্ব সংঘাত আর যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। আদিম যুগে মানুষ বনে জঙ্গলে বসবাস করত। ফল-মূল সংগ্রহ ও পশু-পাখি শিকার করে জীবনধারণ করত। তখনও তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা ছিল ভালো খাবার ও বেশি খাবার সংগ্রহ করার। প্রয়োজন হয়েছে বাড়তি খাবার সঞ্চয় করে রাখার। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট এলাকার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার। ফলে তাদের দলবদ্ধ হতে হয়েছে। আধিপত্য টিকিয়ে রাখাতে ও অন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়েছে। যখন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে তখন তারা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। আগ্রাসী হতে হয়েছে দুটো কারণে।এক, বাড়তি এলাকার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা যাতে আরও বেশি খাবারের মালিক হতে পারে। দুই, পার্শ্ববর্তী দলসমূহের ক্ষমতা খর্ব করা বা খতম করে দেয়া যাতে তারা কখনও প্রতিপক্ষ হিসাবে অক্রমণ করতে না পারে। তাই পাথর ঘসে আগুন জ্বালানো আর অস্ত্র আবিস্কার শুধু বনের জন্তু-জানোয়ার শিকার আর তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রতিপক্ষ জনগোষ্ঠিকে আক্রমণ ও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যও ব্যবহার হতো। দলের মধ্যে এই অস্ত্র ব্যবহারে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি দলের নেতা। ফলে দলের ভেতরেও তৈরী হতো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য দলনেতাকে শক্তি অর্জনের পাশাপাশি বুদ্ধি ও ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে হতো। এই বুদ্ধির প্রয়োগ ও ছল-চাতুরী থেকে জন্ম হয়েছে, ধর্ম ও রাজনীতি। ধর্মের অনুসঙ্গ হিসাবে এসেছে দেব-দেবী, ঈশ্বর, পাপ-পূন্য, পূর্বজন্ম-পরজন্ম আর ভাগ্যের ধারণা। এসেছে ধৈর্য্য, সংযম, সহনশীলতার মতো ন্যায়শাস্ত্র। রাজনীতির অংশ হিসাবে তৈরী হয়েছে নেতার পারিষদ দল। যারা নেতাকে পরামর্শ দেয় । তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দলে নিয়ম-কানুন ও নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান তৈরী করে। ধর্মের নামে প্রচার চালায় ঈশ্বর পূর্বজন্মের পাপ-পূণ্যের ভিত্তিতে ভাগ্য নির্ধারণ করে। যার ভাগ্যে নেতৃত্ব লিখে রেখেছে সে হবে নেতা। ঈশ্বরের নির্দেশে নেতাকে মান্য করা সবার কর্তব্য। ফলে তৈরী হয় একটি এলাকা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। জন্ম হয়েছে দেশ বা রাষ্ট্রের। যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে শক্তিধর বা যুদ্ধে পারদর্শি না হয়েও দল বা রাষ্ট্রের প্রধান হওয়া যায়। যিনি যুদ্ধে পারদর্শি তিনি সেনাপতি। এই শাসন ব্যবস্থা শুধু দল বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন আইন শৃঙ্খলাই রক্ষা করে না। কখন কার সাথে বা পার্শ্ববর্তী কোন জনগোষ্ঠির সাথে কতটুকু শত্রুতা বা মিত্রতা তৈরী করতে হবে তা নির্ধারণ করে। নির্ধারণ করে কখন কাকে আক্রমণ করতে হবে, কখন কোন জনগোষ্ঠির হাতে হাত মিলিয়ে বা সাহায্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে শক্তিবৃদ্ধি করেতে হবে। এইসব ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে জন্ম নেয় হিংসা, বিদ্বেষ আর শত্রুতার। এই প্রতিযোগিতায় এক জনগোষ্ঠি আক্রমণ করে অন্য জনগোষ্ঠিকে। এক দেশ আক্রমণ করে অন্য একটি দেশকে। কখনও কোন জনগোষ্ঠি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে

নিশ্চহ্ন হয়ে যায়। এক দেশ আরেক দেশকে দখল করে নেয়।

পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজ নানান রকমের বৈষম্য আর বিভেদে বিচ্ছিন্ন। বৈষম্য আছে সমাজের নারী-পূরুষে, শিক্ষায়, ধনী-দরীদ্রে, বিভেদ আছে সাদা-কালোয়, ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে। হয়তো অনেক বিভেদ বৈষম্য থেকে মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব, হয়তো কোথাও কোথাও কিছুটা উন্নতিও হয়েছে।

আমাদের প্রাচীন বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মাহাভারতে নানা আঙ্গিকে আমরা এমন অসংখ্য দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধের বর্ণনা পাই। রামায়নে রাম-রাবনের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। বলা হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। তবু সেখানেও রক্তপাত হয়। মৃত্যু অবধারিত। মহাভারতে অর্জুন যুদ্ধ করতে চায়নি। শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্ররোচিত করেছে যুদ্ধ করার জন্য। যে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে ভগবানের অবতার। সে যুদ্ধ বন্ধ না করে অর্জুনকে বলছে, 'যুদ্ধই তার কর্ম, যুদ্ধই তার ধর্ম। আত্মার কোন মৃত্যু নেই। মৃত্যু মানুষের পোশাক পরিবর্তনের মতো সত্য। একই ধরণের বর্ণনা আমরা পাই গ্রীক, রোমানাসহ অন্যান্য প্রতীচ্য পুরান ও প্রাচীন সাহিত্যে। আমাদের ইতিহাস বইয়ের পাতায় পাতায় শুধু যুদ্ধ আর আগ্রাসনের ইতিহাস। যুদ্ধ হয়তো আমরা সব সময় করি না কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চলতে থাকে সবসময়। আমরা যখন কাউকে প্রতিপক্ষ বা শত্রু মনে করি তার প্রতি পীড়নে, নৃশংসতায় এবং হত্যায় আনন্দ অনুভব করি, উল্লাস করি। কখনও কখনও দুর্বলের প্রতিও এমন আচরণ করে আমরা আনন্দ পাই। এমনকি সে লঘু দোষী বা নির্দোষ হলেও তার প্রতি পীড়নে সুখ অনুভব করি। হয়তো বস্তুগত কোন স্বার্থ নেই তবু অন্যের পীড়নেই আনন্দ পাই। মানুষের এই চরিত্রের নাম স্যাডিষ্ট (sadist)। মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম(Erich Fromm) বলেছেন, "মানুষ যদি রোজ রোজ এমন পশুর থেকেও বেশি পীড়নোল্লাসী হতে পারে, তবে সেই মানুষই আবার দরদে, ক্ষমায়, অনৃশংস সমবন্টনের আদর্শের দিকেও ফিরে যেতে পারে - এই আশা ছাড়া চলবে না।" এই আশাই আমাদের মানুষ হয়ে ওঠার ভরসার জায়গাটা তৈরী করেছে। মানুষ যেমন পরের দূঃখে আনন্দ পায় তেমন পরের দূঃখে কাতরও হয়। মানুষ যেমন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় তেমন মানুষের মঙ্গলের জন্য মানুষই তার জীবন উৎসর্গ করে। মানুষ যেমন যুদ্ধ করে তেমন যুদ্ধের প্রতিবাদ জানায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় - সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আমরা মানুষের এই ইতিবাচ বোধগুলোকে বলি মানবিক বোধ। মানুষ তার শিক্ষা, দীক্ষা, চর্চার ভেতর দিয়ে যখন এই বোধগুলো অর্জন করে তাকে আমরা বলি সভ্য মানুষ। সভ্য মানুষ মিলে তৈরী হয় সভ্য সমাজ। পৃথিবীব্যাপী এমন একটা সভ্য সমাজ গড়ে তোলার জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা সব কিছুর ভেতর দিয়েই আমাদের এই চেষ্টা অব্যহত আছে। তবু আমরা সভ্য হয়ে উঠতে পারছি না। গত শতাব্দীতেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি দুই-দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দেখেছি পারমানবিক বোমার আক্রমণ। দেখেছি ভারত-পাকিস্তান, আরব-ইজরায়েল, রাশিয়া-পোল্যান্ড, চীন-ভীয়েতনাম, চীন-জাপান, জাপান-কোরিয়ার যুদ্ধ। দেখেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের নৃশংসতা আর বর্বরতা। এইসব যুদ্ধ হয়েছে কখনও জাতিগত বৈরিতা, কখনও মানচিত্র পরিবর্তন বা মানবাধিকার রক্ষার জন্য। তবে সব যুদ্ধের পেছনেই আছে আধিপত্য বিস্তার এবং আধিপত্য যাতে ভবিষ্যতে হুমকির সম্মুখিন না হয় তার প্রচেষ্টা। পৃথিবীব্যাপী দুটো পরাশক্তি, আমেরিকা ও রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন, শতাধিক বছর ধরে এই আধিপত্য বিস্তারের কাজটি করে আসছে।তারা এই কাজটি করে অন্যান্য সমমনা শক্তির সাথে জোটবদ্ধ ভাবে। কখনও মানবাধিকার রক্ষা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা নিরস্ত্রিকরণের নামে। প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধটা এখন আর শুধু অস্ত্র দিয়ে হয় না। এখন আগ্রাসন চলে রাজনৈতিক এবং বানিজ্যিক দুভাবেই। এর সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে চীনের মতো নতুন শক্তির গজিয়ে ওঠার চেষ্টা। চীনের উত্থানের মূল শক্তি তার সস্তা পন্যের বানিজ্যিক আগ্রাসন। রবীন্দ্রনাথ তার নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৯২নং কবিতায় লিখেছেন-

"চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বড়,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।"

পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে মানুষের আড়ম্বরময় জীবনে বাণিজ্যিক আগ্রাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বানিজ্যিক আগ্রাসনের অন্য একটি চেহারা প্রতিফলিত হয় বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল ও দরীদ্র দেশে। যাদের অর্থনীতি অন্যদেশের উপর নির্ভরশীল। এখন যদি ইউরোপ - আমেরিকা জোট বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস আমদানী বন্ধ করে দেয় তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। তখন চীন বা অন্যকোন গরীব দেশ বাংলাদেশের এই রপ্তানী বাজার দখল করে নেবে। ফলে ইউরোপ-আমেরিকার কথা শুনে চলার মতো একটি বাধ্য-বাধকতার পরিবেশ তৈরী হয়। এই শক্তিধর দেশগুলো চায় পৃথিবীর প্রতিটি ভূ-রাজনৈতিক এলাকায় তাদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করতে। ফলে ইউরোপ-আমেরিকার কাছে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকা যখন ইউক্রেনকে ন্যাটোভূক্ত করার জন্য হাত বাড়িয়েছে তখন রাশিয়া তাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ইউক্রেনে আক্রমন করে বসেছে। বিষয়টা আধিপত্যে দ্বন্দ্ব। অথচ রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ইউক্রেনে বসবাসরত রুশ ভাষাভাষি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। হামাসের ইজরাইল অক্রমণের প্রেক্ষিতে গাজায় ইজরাইল বাহিনীর অভিযান চলছে। যেখানে ইজরাইলের পক্ষে সর্বাত্বক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে ইউরোপ-আমেরিকা। তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী হামাস বাহিনীকে ধ্বংস করার কথা। বাস্তবে গাজায় বসবাসরত সাধারণ মানুষ নির্মম ভাবে নিহত হচ্ছে। অনেকেই সাধারণ মানুষের ওপর এই নির্মমতার প্রতিবাদ জানাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে কেউ তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসছে না। সেখানে 'মানুষ বড় সস্তা', সবাই তাদের বড় বড় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। একসময় পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিভৎসতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
সভ্যতা কাকে বলে ভেবেছিনু জানি তা
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।

মানব জাতির এই অপমান থেকে আমরা কবে মুক্তি পাব জানি না। পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজ নানান রকমের বৈষম্য আর বিভেদে বিচ্ছিন্ন। বৈষম্য আছে সমাজের নারী-পূরুষে, শিক্ষায়, ধনী-দরীদ্রে, বিভেদ আছে সাদা-কালোয়, ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে। হয়তো অনেক বিভেদ বৈষম্য থেকে মানুষকে মুক্ত করা সম্ভব, হয়তো কোথাও কোথাও কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। তবে বাস্তবতা এই যে, এই বিভেদ বৈষম্যের মধ্যেই একটি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। এই সহ-অবস্থানের জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ধৈর্য এবং অপরের প্রতি সম্মানবোধের মত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত। শক্তিধর দেশগুলো আলোচনার ভিত্তিতে এখন অনেক সমস্যারই সমাধান করতে পারে। বিশেষ করে ক্ষমতাবানরা অধিকাংশ সময় নিরাপত্তা জনিত সংশয় আর অবিশ্বাস থেকে নানা রকম নৈরাজ্য তৈরী করে। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এইসব অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব। এখন দেশে দেশে ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তির এতোটাই বাড়-বাড়ন্ত যে, যেকোন সময় পৃথিবীতে একটি অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই সবার নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের ক্ষমতাধর দেশগুলোর সংযত হওয়া দরকার। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের ভিত্তিতে পৃথিবী হোক সবার বাসযোগ্য। আমরা সাধারণ মানুষ, যুদ্ধ চাই না। শান্তি চাই ।শান্তির পক্ষে এমন একটি বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। যুদ্ধের ঘোষনা নয়।

উত্তর আমেরিকায় চার ঋতু, কারোর সাথে কারোর মিল নেই, তারা প্রকটভাবে আলাদা। বসন্তের শুরুতে গাছগুলো নতুন পত্র-পল্লব-মুকুলে সুশোভিত হলেও তীব্র দাবদাহের শেষে আবারো ঝরিয়ে দেয় সব। এর ভিতরে যে বিচ্ছেদের ছায়া থাকে তা সেই জনপদের মানুষের জীবনেও ছাপ ফেলে। হেমন্তের পাতা ঝরার সাথে অনেকেই সদৃশ খুঁজে পান নিজের একলা জীবনের। হিমেল বাতাসে ঝরা পাতা যেমন গাছ থেকে খসে পড়ে তেমনি করে যেন সন্তানেরা ছেড়ে চলে যায় দূরে। আবার কারো কারোর ভুলের সমাপ্তি ঘটে আচমকাই, প্রিয়জন ফিরে আসে। এই মিলন আর বিরহের সাথে ডুব সাঁতার খেলেই পার হয় উত্তরের জনপদের জীবনযাত্রা। বরাবরের মতো ভিন্ন দুই গল্প রয়েছে এবারের উত্তরের জনপদ পাতায়। চরিত্রগুলো আগের মতোই আড়ালে রাখা হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে-**ফরিদা ইয়াসমিন এবং সোহানা নাজনীন**

কালের ক্ষেপণ

সোহানা নাজনীন

আজ আমি আমার মেয়েকে নিয়ে ভীষণ খুশি, ওর সংসারে নিজের মতো ওকে সুখী হতে দেখে মনে হচ্ছে আমার আর কোন দুঃখ নেই- কথাগুলো বলতে বলতে শর্মির চোখ দুটো আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

গত সপ্তাহে মলের ভিতর শর্মির সাথে দেখা, অনেক বছর পরে দেখা হলো। এতো গল্প জমা ছিল যে বাধ্য হয়েই ফুড কোর্টে গিয়ে দুটো স্মুদি নিয়ে টেবিলে মুখোমুখি বসতে হলো। শর্মি আগের মতোই আছে, খুব একটা বদলায়নি। শুধু কপালের উপরের চুলগুলো কিছুটা হালকা হয়েছে। এখনো সেই আগের মতো চোখ কুঁচকানো প্রাণখোলা হাসি তার। অথচ শর্মির এই হাসি একদিন দপ করে নিভে গিয়েছিল।

শর্মি এদেশে এসেছিল একুশ বছর বয়সে। দেখতে শুনতে ভালো ছিল, তাই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর পরই আমেরিকায় থাকা পাত্রের সাথে তার পরিবার বিয়ে ঠিক করেছিল। শর্মি তখন এতো কিছু গভীরভাবে ভাবতে শেখেনি। বিয়ে মানেই তার কাছে ছিল আনন্দের জীবন, তাও আবার আমেরিকায় থাকা স্বামী পাবে। যখন তখন স্বামীর কাছ থেকে গিফ্‌ট মিলবে, মন চাইলে এটা-ওটা আবদারও করা যাবে।

কিন্তু গোলমালটা বাঁধলো তখনই যখন শর্মি এদেশে এসে দেখল ভিন্ন কিছু। এ দেশ সুন্দর, গোছানো, নিয়মে কড়াকড়ি। কিন্তু পাশাপাশি ভীষণভাবে একাকী, কষ্টেরও। সকালে উঠেই শর্মির স্বামী কাজে বেরিয়ে পড়ার পর একলা ঘরে বাড়ির সবার জন্য মন কেমন করতো তার। এদিকে বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা, তুষার জমে আছে রাস্তায়। শর্মি একা কোথাও যেতে পারত না, রাস্তাঘাট তখনও কিচ্ছু চেনে না। একব্লক দূরের গ্রোসারি থেকে কেনাকাটা করে, উইকেন্ডে লন্ড্রি করে আনে। তিনমাস পর সবাই যখন বসন্তের অপেক্ষায় তখন শর্মির শরীর খারাপ হতে শুরু করলো। কিচ্ছু খেতে পারছিল না, বমি আর সবকিছুতেই গন্ধ। প্রেগনেন্সি নিশ্চিতের পর তার স্বামী উঠে পড়ে লাগল এবোরশনের জন্যে। এদিকে শর্মি কিছুতেই রাজি নয় তার প্রথম বাচ্চা সরিয়ে দিতে। আটমাস পর তুমুল বিতর্কের মুখে শর্মি মেয়ের মুখ দেখলো।

মেয়ের বয়স যখন দুই, ততদিনে স্বামীর সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। দেশ থেকে বাবা-মা সহ সবাই মানিয়ে নেবার অনুরোধ করেছিল। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি, বিয়েটা টেকেনি কপালে। ডিভোর্সের পর শর্মি দুই বছরের মেয়েকে নিয়ে আলাদা হয়েছিল। আমেরিকান সরকারের থেকে লোন নিয়ে পড়া শুরু করলেও মেয়েকে বড়ো করার ব্যাপারে ভুল ত্রুটির সীমা ছিল না। প্রায়শই সংসার ভাঙ্গার যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়তো বাচ্চা মেয়েটার উপর। দিনের বেলায় ক্লাস আর তিনদিন বিকাল থেকে রাত অবধি কাজ -এই দুই মিলে শর্মির মাথা ঠাণ্ডা থাকতো না। পড়া শেষে এলিমেন্টারি স্কুলে জয়েন করলো শর্মি, একঘন্টা সাবওয়ে ধরে স্কুলে যাওয়া শুরু হলো। মেয়ের দেখাশোনা করতো বেবিসিটার, সারাদিনের ক্লান্তি শেষে মেয়ের সাথে সখ্যতা করার মতো শক্তি থাকতো না শর্মির।

ভালোই চলছিল এভাবে, কিন্তু একদিন দেখা গেল মেয়েটা কথা শুনছে না। কেমন যেন রগচটা ভাব, উদ্ধত মেজাজ। হাইস্কুলে পড়ার সময় মেয়ের উল্টাপাল্টা পোষাক পরে ঘুরে বেড়ানো দেখে শর্মি সহ্য করতে পারত না। মনের অজান্তে মেয়ের গায়ে হাত তোলত, বকাঝকা-গালিগালাজ চলতো ক্রমাগত। কলেজে আবেদনের সময় শর্মির মেয়ে ইচ্ছা করেই দূরের স্টেটে এপ্লাই করে, যেন দূরে থেকে মা'কে শাস্তি দিতে চায়। মেয়ের থেকে এমন আঘাতে শর্মি আবারো পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। ভাবল, জীবনে যাকেই জড়িয়ে ধরতে চেয়েছি, সে-ই ছেড়ে চলে গেছে। শর্মি ঠিক করল, স্পেশ্যাল চাহিদার বাচ্চাদের সাথে কাজ করবে, ওদেরকে কিছুটা হলেও বোঝার চেষ্টা করবে। স্পেশ্যাল চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চাকে বোঝা যদিও কঠিন কাজ, ধৈর্য ধরে ঠাণ্ডা মাথায় তাদেরকে সামলাতে হয়। আর এ কাজটা করতে গিয়েই শর্মি বুঝতে পারে যে, সে নিজের মেয়ের সাথে কোথায় কোথায় ভুলগুলো করেছিল। মেয়েকে তার আরো বেশি সময় দেয়া উচিত ছিল, তাকে বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে স্বামীর থেকে বিচ্ছেদের পর একা সংগ্রামের যন্ত্রণায় নিজের সমস্ত অতৃপ্তি-আক্রোশ ঢেলেছিল সন্তানের প্রতি। হাইস্কুল পড়ুয়া মেয়ে তখন মা'কে কাছে না পেয়ে বিগড়ে গিয়েছিল।

বললাম, এটা কিন্তু তুমি ঠিক করোনি। তোমার ভুলের জন্যই মেয়ে এভাবে দূরে সরে গিয়েছিল।

শর্মি শ্বাস ছেড়ে বলল, হ্যা, এতোগুলো বছর একলা থেকে আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে। আমি নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি, তাই একদিন মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে সরি বললাম। মেয়ে তখন আটলান্টার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিউইয়র্কে এসে নতুন চাকরি নিল। আমার সাথেই ছিল বছরখানেক, তখন একজনের সাথে রিলেশনশিপ চলছিল। দেখলাম ছেলেটা মন্দ না, আমার মেয়ের মতোই মন মানসিকতা। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে আমার মেয়ে কাউকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। ওদের মত ছিল, ব্যাস! আমিও বিয়ে দিয়ে দিলাম। দুজনে এখন আলাদা এপার্টমেন্টে থাকে। সপ্তাহে আমাকে দেখতে আসে, একসাথে বাইরে ঘুরি, ডিনার করি। মেয়ের হাসব্যান্ড আমাকে মা বলে ডাকে, আমার হাতের রান্নার খুব তারিফ করে। এর বেশি আমি আর কিছু চাই না, ওদের সুখই আমার সুখ।

কথাগুলো বলতে বলতে শর্মির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অনেকদিন পর শর্মিকে সুখী চেহারা দেখে আমারো ভালো লাগলো। সেই আগের চোখ কুঁচকানো হাসি ফিরে এসেছে। মানুষ বোধহয় এভাবেই হারানো জীবন ফিরে পায়। চলে যাবার আগে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে আরেকটা কথা বলে গেল শর্মি, শোন! মেয়ে কিন্তু আমাকে এখন অনেক শাসন করে। সেদিন কল দিয়ে আমাকে আবারো বিয়ে করার অনুরোধ করেছে। একা একা থাকি এই দেখে ওর নাকি ভালো লাগে না। আমি যদি একজন সঙ্গী খুঁজে নেই তাহলে ও দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দেবে। বাচ্চারাই একদিন কেমন গার্ডিয়ানদের মতো আচরণ করে, তাইনা আপা? বললাম, হ্যাঁ। ঠিক তাই। ওরাই একদিন আমাদের বাবা-মা হয়ে ফিরে আসে। তুমি এখন ভেবে দেখ কি করবে?

শর্মি হাসল কেবল। তারপর দু'জনেই যার যার গন্তব্যে ফিরে গেলাম।

বিবাহ বিচ্ছেদের নিষ্পাপ ভিক্টিম হচ্ছে তাদের সন্তানেরা। একজন দম্পতির মধ্যে বিচ্ছেদ সম্ভব হলেও সন্তানদের সাথে বিচ্ছেদ সম্ভব নয়। তাই এই সময়গুলোতে সন্তানদের প্রতি খুব বেশি সংবেদনশীল ও যত্নশীল হতে হয়।

বনফুল

ফরিদা ইয়াসমীন

এই জনপদে এখন হিম হিম ঠাণ্ডা এগিয়ে আসছে গুটি গুটি পায়ে। বাতাসে এখন শণশণ শব্দ, গাছগুলো ক্রমশ রঙিন হয়ে উঠছে। রঙিন হতে থাকা পাতাগুলো যখন নেচে নেচে ঝরতে থাকে,তখন গাছের নিচে যেন নানা রঙের গালিচা তৈরি হয়। আর পত্র পল্লবহীন গাছগুলো খয়েরি রং ধারণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে আরেক ফাল্গুনের অপেক্ষায়। এদেশের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত, নিজেকে পাল্টিয়ে নেয় চোখের নিমেষেই। শীতের শেষে যখন সামার শুরু হয় তখন প্রতিটি সেকেন্ডে যেন প্রকৃতির পরিবর্তন চোখে পড়ে।

লুইসা ব্রাউন সত্তরোর্ধ্ব এক সাদা বর্ণের আমেরিকান মহিলা। প্রায় প্রতিদিন ওর সাথে আমার দেখা হয়। কখনো লবিতে বসে থাকে, কখনো পার্কিংয়ে গাড়ির ভেতরে বসে থাকে। উদাস দৃষ্টি বলে দেয় তার চারপাশে কেউ নাই। কখনো হাতে ধরা থাকে কফি কখনো বা বার্গার। দেখা হলে কথা হয়, বেশির ভাগ কথাই হয় অতীতের সুন্দর স্মৃতি নিয়ে। পাতা ঝরার দিনগুলো ওকে বেশি নষ্টালজিয়ায় ফেলে। ও বলে, 'দেখো আমরাও তো প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের জীবন ওয়ান ওয়ে টিকিটের মত। অথচ দেখ ঐ যে গাছপালা গুলো প্রতি বছর ফুলে-ফলে, পত্র -পল্লবে শোভিত হয়। শীত আসলে আবার রুক্ষ বিবর্ণ রূপ ধারণ করে। আবার বসন্তে জেগে ওঠে!'

লুইসার বয়সী চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি ওর যৌবনের লাবণ্য মাখা মুখশ্রীর। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকি ওর উত্তাল তারুণ্যের দিনগুলো। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া লুইসা শুধু স্মৃতির ঘরে ভ্রমণ করে। সেখানে তার সতত বসন্ত। যৌবনেই স্বামী হারিয়ে একা হয়ে পড়েছিলেন। ছোট ছোট চারটি সন্তান নিয়ে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও পরে সামলে নেয়। চারজন সন্তানকে একা মানুষ করতে গিয়ে বুঝতে পারেননি জীবনের সবুজ পাতারা কখন বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়েছে। যখন বুঝতে পারলো তখন তার চারপাশে কেউই নেই। ছেলে মেয়েরা যার যার বসন্ত উৎসবে মেতে আছে। জীর্ণ পাতার খবর ওরা রাখেনা। শীর্ণ শরীরে লুইসা শুধুই প্রকৃতির পাল্টে যাওয়া দেখে। আর আমি দেখি প্রকৃতির মাঝে এক অনন্য প্রকৃতি কন্যাকে, যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় উপহার দিয়েছে তার সন্তানের জন্য। যে তার বসন্ত উৎসবের সব আয়োজন করে শুধুমাত্র সন্তানের জন্য। তাঁর জীবনের সব রঙিন পাতারা একে একে ঝরে পড়েছে। কিন্তু সন্তানের জন্য আপত্য স্নেহ তাকে বুঝতে দেয়নি কোনো ক্ষয়ে যাওয়া।

আজ নিঃসঙ্গ জীবনের প্রান্তে এসে যখন পিছন ফিরে তাকায় লুইসা, তখন হয়তো আবার ফিরে পেতে মন চায় সেই সব সোনালি অতীত। কিন্তু সামনে ঝরে পড়া পাতারা যেন ব্যাঙ্গ করে তাকিয়ে থাকে লুইসার দিকে। লুইসা যেন আজ এক ঝরা বনফুল।

আজ নিঃসঙ্গ জীবনের প্রান্তে এসে যখন পিছন ফিরে তাকায় লুইসা, তখন হয়তো আবার ফিরে পেতে মন চায় সেই সব সোনালি অতীত। কিন্তু সামনে ঝরে পড়া পাতারা যেন ব্যাঙ্গ করে তাকিয়ে থাকে লুইসার দিকে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

পৃথিবীর দশা

কাজী জহিরুল ইসলাম

পিচঢালা পথ লাল বাস দেখে দ্রুত
কামোত্তেজক পাখনা ছড়ানো রাতা
বাস এসে থামে রাস্তায় জনশ্রুত
আজ দেখি পথ ধরেছে বাসের হাতা।

পথ হেঁটে যায় পথচারীদের পায়ে
দোকানের সারি ভোক্তার দিকে হাত
শীত চেপে বসে শত জ্যাকেটের গায়ে
ভোরের আলোতে শহরে নেমেছে রাত।

ভোরবেলা লোকে দপ্তরে যেত আগে
অফিসই এখন মানুষের কাছে আসে
অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলো ফোঁসে রাগে
আনন্দ-জলে বেড়াল-শিশুরা ভাসে।

বিদ্যুৎ-তারে আজ বসেনি তো কাক
সারি সারি তার কাকেদের পায়ে বসা
বোবা পাথরের রাজপথে হাঁক ডাক
হচ্ছে কী-সব? পৃথিবীর এ-কী দশা!

রেলট্র্যাকে দেখি ইঞ্জিন অসহায়
হুঙ্কারে আজ ছাড়ে না আগের ধোঁয়া
বগিরা এখন তাকে টেনে নিয়ে যায়
কী-যে পরাজয় ছিল কত বেপরোয়া!

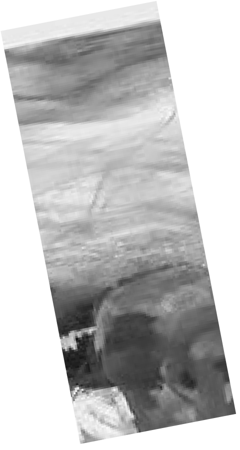

তারা ভর্তি একটা জাহাজ

দেবাশিস সাহা

ঘরময় কী ছন্দে বেজে ওঠো তুমি
যত দীর্ঘ করি দু'বাহু জড়াতে পারি না কিছুতে

বলতে এসেছিলাম মেঘ ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে
বৃষ্টির ভারী মন খারাপ
চোখে ফুটছে তীব্র পলাশ
পুরুলিয়ার মাটি যেন পশ্চিমাকাশ

বলা হয়নি তোমাকে
আপাতত ফুল লিখছি পাখি লিখছি
ফুটো জামা ছেড়া জিনস বিরল কেশে
কিছু কিছু মৃত্যুও লিখছি
হাবিজাবি প্রলাপ লিখন, কিন্তু যাই বলো
তুমিই আমার না-নেভা আনন্দের ঠিকানা

চোখ বুজলে এখনও দেখি তারাভর্তি একটা জাহাজ
উড়ছে তোমার ঠোঁটে-মাস্তুলে বাঁধা আমারই
স্যান্ডো গেঞ্জি নীল শার্ট
লোটাকম্বল গুটিয়ে পা রাখব শেষবার।

খুব ক্লান্ত

এবি ছিদ্দিক

লিখালিখি করছো মনে হয়...
না- দুঃখকে সাজুগুজু করে বাখরখানি বানাচ্ছি
কষ্টে পেয়েছি তো - খইফোটা হেমন্ত!

দেখ্যো না কেমন পাগলা হাওয়া বইছে
উত্তরে হিমেল বাতাসে কাঁপছে পুরাতন শরীর
ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে পৌরাণিক ভালোবাসা
কেবল জেগে থাকে সর্বশানা ঘুমকাতুরে কবি

কে আর ইচ্ছে করে দুঃখ পোষণ করে...বলো!
মেহমুদ কিম্বা মাহমুদা সবাই আয়েশি জীবন চায়
ছিন্ন-ভিন্ন পাণ্ডুলিপি বড়জোর কবির অমূল্য রত্ন

অষ্টাদশীর লম্বা কেশ তো ঐশ্বরিক অনুদান
অহেতুক ভালোবাসায় মহত্ব নেই - খুব ক্লান্ত লাগে!

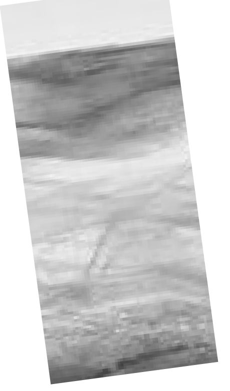

বছর পেরিয়ে যেতে যেতে

আহসান জামান

একটা বছর পেরিয়ে যেতে যেতে
মনে পড়ল কত স্মৃতির টুকিটাকি
অনেক অসমাপ্তের নুঁড়ি এসে
জমেছে মনে। অনেক আনন্দের
পতঙ্গরা উড়ে গেছে দূরে কোথাও।

একটা বছর পেরিয়ে যেতে যেতে
পিছন ফিরে দেখি কত রোদ্দুর, কত
বৃষ্টির জল রেখে যাচ্ছি পিছনে।

একটা বছর পেরিয়ে যেতে যেতে
কী এক মায়া করে কেড়ে নিলো
কত জীবন গেলো ঢলে পড়ল
মৃত্যুর গহ্বরে, কত শিশুর জন্ম
তারিখ লিখলো আদমশুমারী।

একটা বছর পেরিয়ে যেতে যেতে
কত অপমান জমা হলো নিসঙ্গ
জীবন পাতায়, কতটা বুড়োটে
জড়িয়ে ধরলো দেহ জুড়ে, কতশত
অসুখের নাম তালিকা জানা হলো।

একটা বছর পেরিয়ে যেতে যেতে
শৈশবের মতো দূরত্ব বেড়ে গেলো
আমাদের চলাচলে, বৈরাগ্য নোঙ্গর
করছে এখন, নৈঃশব্দ্য করাঘাতে।

শাস্তি

নন্দিনী সেনগুপ্ত

হেমন্তের কুয়াশা ঢাকে স্মৃতি,
বর্ষাকাল দীর্ঘতম ঋতু।
পঙক্তিগুলো চাবির মত ঘোরে
শিকড়ে তুমি হবে না জেনো থিতু...

শিকড় বলে আসলে কিছু নেই,
মাটির সাথে সখ্য যদি থাকে।
হেমন্তের কুয়াশা মোছে ক্ষত
কে বাজায় বীণা পথের বাঁকে?

কাঁটাতারেই বীণা বাজান তিনি,
রক্ত ঝরে আঙুল থেকে রোজ।
তাঁরই নামে ধর্ম শুরু হল
এখন তাঁর কেউ করে না খোঁজ।

এখন তাঁকে সবাই গেছে ভুলে,
ঈশ্বরের সন্ততির দল
কাঁটাতারেই আসন পেতে তিনি
বীণা বাজান সুরেতে বিহ্বল।

ঈশ্বরের সন্ততির দল, শিকড়হীন,
ফেরে না যারা ঘরে
তাদের ভেবে শাস্তি নেন তিনি
আঙুল থেকে রক্ত পড়ে ঝরে।

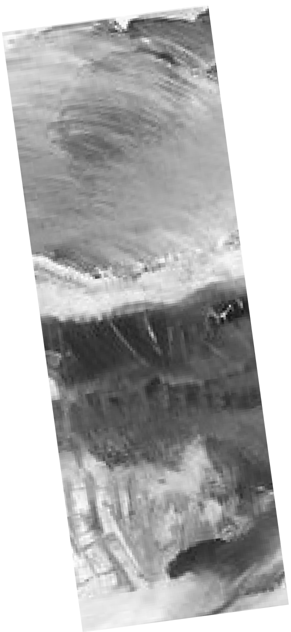

চলে যাবো

কুলসুম আক্তার সুমী

এই সকালের সোনা রোদ, আঁচল উড়ানো বাতাস
দুপুরের কর্মক্লান্তি শেষে ধুপছায়া গোধুলি আকাশ
এই সান্ধ্য আঁধারের পর জ্বলজ্বলে তারার প্রদীপ,
মায়ার আরশিতে সেঁটে রাখা লাল নীল টিপ
ঘুমঘোরে স্বপ্নে বোনা নতুন ফুলের কুঁড়ি
পাটভাঙ্গা শাড়ি আর বেলোয়ারি চুড়ি,
এইসব অনুভব আর যত পাগলামী-ছেড়েছুঁড়ে
একদিন ঠিক যাবো থামি।
এই ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা অচেনা পথের বাঁক,
দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া অজানা পাখির ঝাঁক
এই শরতে ধুসর হয়ে উঠা গাছেদের পাতা
গহীনে গুমড়ে উঠা অব্যক্ত, অস্পষ্ট ব্যাকুলতা
এই হেমন্তের পিঠাপুলি সোনা রঙা ধান
বসন্তে ফুলের বাহার, কোকিলের কুহুতান
এইসব প্রেম-মোহ-মায়া পাশে রেখে ঠেলে-
একদিন ঠিক যাবো চলে।
তার আগে, চোখ রাখতে চাই সব সুন্দরে
পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ নিতে চাই প্রাণ ভরে।

ফুল ঝরিয়ে গেল শত শত

দীলতাজ রহমান

(১)
গ্রাম থেকে এক অনাত্মীয় বৃদ্ধলোক এসেই চামেলি খানমকে বলল, তোমার মাইয়ের যে ছেইলেপুইলে অচ্ছে না, চিকিচ্ছা করাও না?

চামেলি খানম বহুদিন আগে দেখা-পরিচিত গ্রাম্য সে বৃদ্ধের আসার কারণ ও কুশলাদি জানতে না চেয়ে বরং বেশ ঝাঁঝালোস্বরে উত্তর দিল-এটা কি প্রশ্ন করার মতো বিষয়? যাদের ছেলেমেয়ে হচ্ছে না তারা কি চিকিৎসা না করিয়ে বসে থাকে?

বৃদ্ধ অবদতি হয়ে বলল, 'হ, তা তো ঠিক। তাঅলি এট্টা পালক নিতি পারো। তারপরও যদি সুন্তানাদি অয়, তাঅলি সিডাসহ দুইডা অবে!'

এমন সব তোষামোদির সাথে চামেলির বউবেলার শ্বশুরবাড়ির পুরনো স্মৃতি চারণ করে বৃদ্ধ চামেলির মনে না হলেও, বাড়িতে জায়গা করে নিল একবেলা খাওয়ার।

কিন্তু পুষ্যি নেয়ার বিষয়ে চামেলি বলল, নায়া, মানুষ হওয়ার পর শেষে ওগুলো শেকড় খুঁজতে বেরোয়। যদি শোনে মা-বাবার ঠিক ঠিকানা নেই, বা নিজের সাথে তাদের স্ট্যাটাসের যখন মিল পায় না, পরে বেয়াড়া আচরণ করে। ওতে নাকি অনেক হ্যাপা, ভুক্তভোগীরা বলছে!

-গরীব আত্মীয়গে ভিতর যাগে বেশ কয়ডা অইয়ে গেছে, তাগেরতে চেয়েচিন্তে এট্টা নেও! সে অবস্তায় লিখেপইড়ে নিয়েও অবশ্যি লাভ নাই। কারণ, অত বাধ্যবাদকতা দিলি সেসব শর্ত আবার ভাঙে তাড়াতাড়ি। যাগে কাছতে আনবা, তাগে কবা, আমার আর আমার মেয়ের সম্পিত্তি সব তো ওই পাবে। কিন্তুক তুমরা যুদিন সামনে আসো, তাহলে সে কিছু পাবে না!

-তারপরও যদি কখনো চলে যায়!

-যাক! সম্পিত্তি তো নিতি পারতিছে না! শোনো বউমা, মানুষ যে নিজিগে ছেইলেমেইয়ে পালে, তারাও কি নিজের থাহে? একমাত্রর ছাওয়াল নিজি মানুষ ওয়ার পর সে মা-বাপরে রাইখে শ্বশুরবাড়ি বা অন্যহানে গিয়ে থাহে, তারবেলা?

-যেভাবে বলছেন, পাবোই বা কোথায়!

-যদি বাসনা হরো তো আমি দেখতি পারি!

তমিজ মোল্লা কবিরাজি করে। তবে সে ঘড়েল টাইপের নয় বলেই শুনেছে চামেলি।

(২)
কদিন পর তমিজ মোল্লা আবার এল। কোলে বছর আড়াই এর এক শিশুকন্যা। চামেলি খানম চমকে ওঠেন শিশুটিকে দেখে। ভয় পাওয়া স্বরে বললেন, আমি তো তনিমাকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি!

-না বলছ তো কী অইছে? বাচ্চা পালবা তো তুমি! তুমি ওরে তনিমার নামে পালতি থাহো! আমি তো বাড়ি বইসে শুনছি, একটা বাচ্চার জন্যি তুমার মাইয়ের ঘর নড়বড় করতিছে!

-কী কন চাচা, দোষ তো আমার মেয়ের না...!

-শোনো ছাওয়ালগে মা-বাপরে তা বুঝোনু যায় না! কথাডা তারাই রটাচ্ছে। তাগেও তো আমি চিনি! মাইয়ে তুমার এট্টাই। সে মাস্টারি কইরে খায়। তবু তারও তো বয়স অচ্ছে। সংসার যদি না টেকে, সে ক্ষেত্রি একটা বাচ্চার দরকার আরো বেশি!

-আপনি আজ ওকে নিয়ে যান। তনিমার সাথে বোঝাপড়া করে আপনাকে খবর দেব!

-সাধালক্ষ্মী পায়ে ঠেইলো না মা। পরে আর নাও দিতি পারে! আচ্ছা, বিষয়ডা তুমি আমার ওপর ছাড়ো!

-কী করবেন আপনি? মেয়ের ভয়ে ভয়ার্ত চামেলি রেগে বলেন।

চামেলি খানমের রাগী মুখ দেখে লাচার তমিজ মোল্লা শিশুটিকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে পঞ্চাশ ছোঁয়া বিধবা চামেলি স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেই নিজের বুকে ফু দেন। ভাবেন, তনিমাকে না বলে ও বাচ্চা রাখলে, পরে যদি সে ওকে না চায়! কোনোদিন তো এসব নিয়ে মা-মেয়ের কথা হয়নি!

তনিমাকে বিয়ে দিয়ে কাছেই রেখেছেন চামেলি। কিছুদিন হল জামাই তার কোম্পানির সাথে চুক্তিতে দুবছরের জন্য কানাডা গেছে চাকরি করতে। চাপা স্বভাবের তনিমা কিছু না বললেও চামেলি বোঝেন, এটাই হয়ত তার দূরে সরার একটা ছুতো।

বিকেলে তনিমা ফিরে এলে চামেলি তার কাছে পুরো ঘটনাটি বলবেন ভাবছেন। এর ভেতর তমিজ মোল্লা শিশুটিকে নিয়ে আবার হাজির!

এবার মোল্লা চামেলিকে নয়, তনিমাকে বলল, আমার এই মেয়েডারে ক'দিন তুমি রাখো তো বুবু!

তনিমা এই বৃদ্ধকে কখনো দেখেনি, সে তাই অতি আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি তো স্কুলে থাকি। আমি ওকে কীভাবে রাখব?

-তুমার অইয়ে তুমার মা রাখপে!

-তাহলে মাকেই দেন! কিন্তু নিয়ে যাবেন কবে?

-যেদিন নিয়ে যাতি কবা, সিদিনই! আমার ফোন নম্বরটা রাহোদিনি!

চামেলি আর মেয়ের কাছে গোমর ভাঙলেন না এবং মনে মনে কবিরাজের বুদ্ধির তারিফ করলেন।

তিনচারদিনেই শিশুটি যেন তনিমার সন্তান হয়ে উঠল। এতে চামেলি বুঝলেন, মেয়ের মনে সন্তানের তৃষ্ণাটা প্রবল হয়ে ছিল। তাই চামেলি সাহস করে মেয়েকে বলল, কবিরাজ ওকে তোমার জন্য এনেছে, কিন্তু ভয়ে বলিনি!

মায়ের কথায় ভর করে তনিমা বলল, তাহলে ওর ঝিনুক নাম বদলে অনিমা রাখলাম। সপ্তাহখানেকের ভেতর তনিমা ওর এক ডাক্তার আত্মীয়কে ধরে নিজের ও স্বামী জোবায়েরের নামে অনিমার বার্থ সার্টিফিকেট ও তৈরি করে ফেলল।

এর কদিন না যেতে আঠারো-উনিশের এক মেয়ে একভোরে এসে বলল, আমার ঝিনুকরে ফিরায়ে দ্যান!

চামেলি খানম ও তার মেয়ে তনিমার বোবা বিস্ময়ের উত্তর জোগাতে ক্লিষ্ট-বিধস্ত মেয়েটি গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই বলতে লাগল, কবিরাজ আমারে ভাওতা দিয়া বিয়া করছিল, দুইবিঘা জমি লেইহে দেবে কইয়ে। কিন্তুক দেয় না। তাই তার মাইয়েরে ফেলাইয়া চইলে গেছিলাম। আমি আসার পর কবরেজ কয়, তোরে কিছু দিতি পারলাম না, তোর মাইয়েরে আমি বড়লোক বানাই দিই। কিন্তু পরানপুড়ার জ্বালায় আর থাকতি পালাম না! শেষে পুলিসির ভয় দিহালি কবরাজ আমারে এই বাড়ি দেহাই দেল!

CWA LOCAL 1182
2023
ELECTION
VOTE
FOR THE RIGHT PERSON
FOR THE RIGHT DIRECTION.
DIBAKAR SEN
VICE PRESIDENT
"The Journey of a thousand miles, they say, begins with a simple step." I embark on this Journey to effect the change that's necessary in our union and without your support I wouldn't have made it in the upcoming election.
WHY DO YOU VOTE ME AS A VICE PRESIDENT
• I will take $1 only from my Union salary rest of the salary money goes to co-worker charity fund.
• If I am elected, I will reduce corruption to zero.
• All dues paid members will receive permanent debit card from union.
• I will coordinate all the executive boards to create a suitable working environment.
• If you make a change then you will feel the difference.
Ph: 718-207-9475, 929-256-5787

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)
USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA
Is of the Community and for the Community
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND
ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR
ASAAL
THE 16TH ANNUAL CONVENTION
Saturday, December 2, 2023, 2:00 pm - 9:00 pm
Our Work, Our Strength - 2024 Presidential Election
MARRIOTT
Marriott at the Brooklyn Bridge
333 Adams St, Brooklyn, NY 11201
Come One, Come All - Be Our Guest, Be Part of Mainstream Politics
Join ASAAL Movement
www.asaal.org
asaal@asaal.org
asaal08
1-800-464-7370
/asaal08
Details to follow
National Executive Council, ASAAL
USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

UP TO 10% Discount on Flight Booking

Special Fare Available

NEW YORK - DHAKA - NEW YORK

Emirates · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · TURKISH AIRLINES

Book Online

www.globaltravelbd.com

- All domestic & international flights any country
- No extra charge for credit card
- No hidden charges
- 24/7 customer support

US: **718-406-9745**
BD: **01810140650**

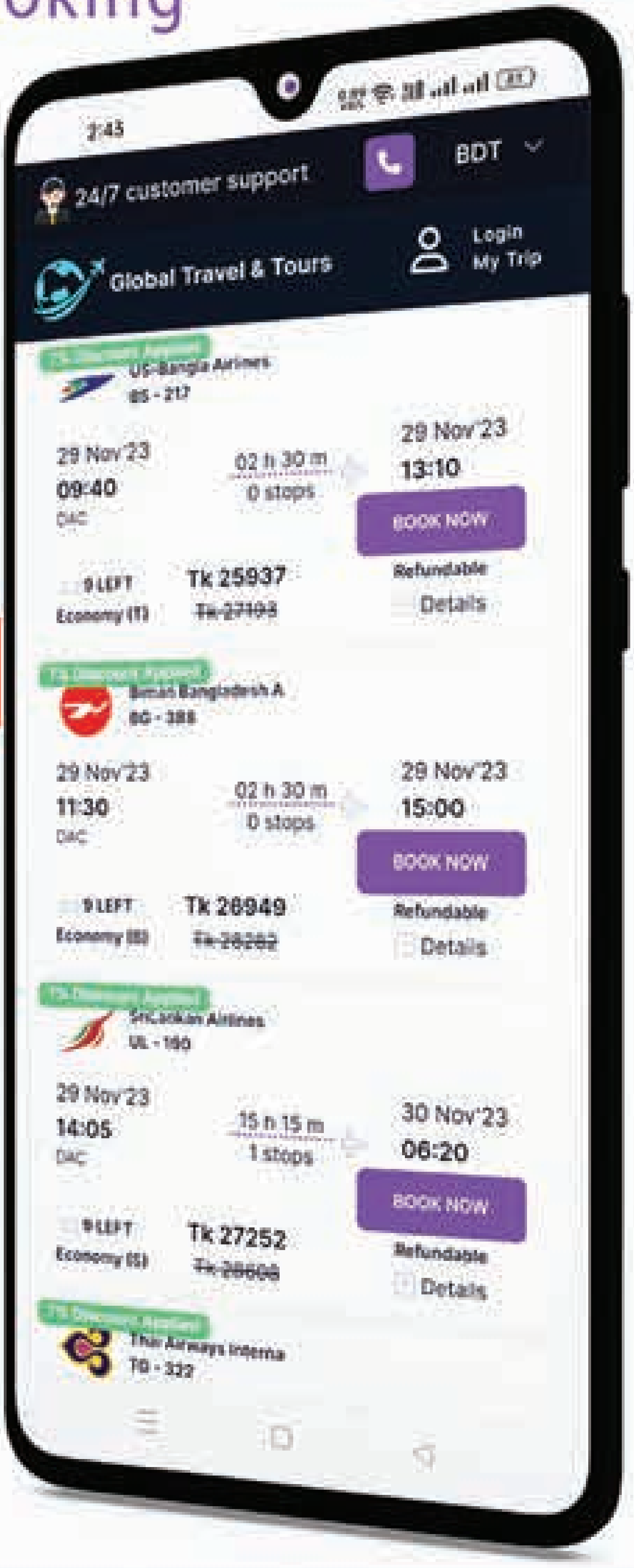

World Tours & Travel

USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA

Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

24/7 Hotline: 718-406-9745

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
30 November 2023, Thursday, Issue 350

৩০ নভেম্বর ২০২৩, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ১৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

কমিউনিটি অপ-এড

ছুটির দিনে নিরাপদ থাকতে হবে: এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

শীত চলে এসেছে। চলছে নানা পর্যায়ে ছুটি। মূলত এ সময়টাই বছরের মরসুমী উৎসবের সময়। এ সময় আমরা বন্ধুদের এবং পরিবারকে আমন্ত্রণ জানাই, নানা রকমের রান্না করি, মোমবাতি জ্বালাই। উষ্ণতার জন্য ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাই, কখনো স্পেস হিটার ব্যবহার করি। পুরো দেশের মানুষ ব্যস্ত হয় ক্রিসমাস ট্রি কিনতে। আমাদের ঘরগুলিকে পূর্ণ হয়ে উঠে অন্যান্য সাজসজ্জায়। দুর্ভাগ্যবশত শীতের ঋতুকে আগুনের মরসুমও বলা হয় কারণ ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত বাড়িতে আগুনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ঘটনা ঘটে।

এ নিয়ে চিন্তিত সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্। ২৭ নভেম্বর সোমবার, কমিউনিটি অপঃএড-এ মেয়র বলেন, '২০২২- সালের জানুয়ারিতে, ব্রঙ্কসের টুইন পার্কস অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর কথা বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি।

সারাবিশ্ব অংশগ্রহণমূলক ভোট দেখতে চায়: ইইউ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক, বিশ্বাসযোগ্য, শান্তিপূর্ণ এবং অংশগ্রহণমূলক দেখার আশা প্রকাশ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে গতকাল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে নিজেদের এই প্রত্যাশার কথা জানায় সংস্থাটির একটি প্রতিনিধিদল। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে তাঁরা বাধ্য। এটা স্পষ্ট করে ইইউকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বৈঠকে ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে বৈঠকে ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল।

এ ছাড়া সিইসির সঙ্গে চার নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিব, অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

টক অব দ্য উইক

‘সন্তানদের অনুভূতি সম্পর্কে বাবা-মাকে বুঝতে হবে’

সোহানা নাজনীন

টিনএইজ সময়কালে প্যারেন্টিং, সবচাইতে কঠিন একটি প্যারেন্টিং। বুদ্ধিমত্তার সাথে টিনএইজ বাচ্চাদের ভাষা বুঝতে হয়, তাদের ভাষায় কথা বলতে হয়। বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে প্রতিদিন তাদের আবেগ-অনুভূতি বুঝতে হয়। অজানা জগতের নানান প্রশ্নের উত্তরের জন্য যখন তারা বাবা-মা'র কাছে আস্থা খুঁজে পাবে, নিরাপদ বোধ করবে, ঠিক তখনই তাদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধিপাবে এবং দূরত্ব বিলীন হবে-বাচ্চাদের সাথে বাবা-মা'র দূরত্ব বাড়ার কারণ এবং তাদের বয়ঃসন্ধিকালে পরিবর্তন ও প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় কথাগুলো বলেছেন গল্পকার পলি শাহিনা এবং কবি সুমন শামসুদ্দিন। ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে তারা অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

বয়ঃসন্ধিকাল হলো শৈশব এবং যৌবনের মধ্যবর্তী জীবনের পর্যায়, যা ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

কৃষি

আনারসের রাজ্যে কফি চাষ

আনোয়ার সাদাৎ ইমরান

আনারসের রাজ্যখ্যাত টাঙ্গাইলের মধুপুরে ভিনদেশি ফসল কফি চাষে সফল হয়েছেন বঙ্গবন্ধু কৃষি পদকপ্রাপ্ত ছানোয়ার হোসেন। তাঁর সফলতা দেখে কৃষি বিভাগ কফি চাষ সম্প্রসারণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে। শৌখিন চাষিরাও এখন কফি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

ছানোয়ার হোসেন মধুপুর উপজেলার মহিষমারা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ১৯৯২ সালে স্নাতক পাস করে সিলেটে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। সেখান থেকে ফিরে সুনামগঞ্জ গারোবাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে শিক্ষকতা ছেড়ে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেন। বর্তমানে তিনি কফি, পেয়ারা, বরই, মাল্টা, ড্রাগনসহ বিভিন্ন ফল চাষ করে সফল হয়েছেন। ছানোয়ার হোসেন ২০২৩ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি

মধুপুরের মহিষমারা গ্রামে নিজের কফিবাগানে ছানোয়ার হোসেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com